প্রকাশক ও মুদ্রাকর

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী ইলেক্ট্রো-মেশিন প্রেস।
১১৬।৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাপান-রহস্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জাপানের বর্ত্তমান রাজবংশ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া জাপানে রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু মধ্যে কিছুকাল তাঁহাদের অধিকার নামমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাট্ নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন, তিনি কখনও অন্তঃপুরের বাহিরে পদার্পণ করিতেন না; শোগুন উপাধিধারী কতিপয় সেনাপতি-বংশ সে সময় প্রতিনিধির কার্য্য করিতেন। তাঁহারাই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। প্রতিনিধির অধীনে প্রায় চারিশত স্বতন্ত্র তালুক ছিল। সামুরাই-শ্রেণী জাপানের ক্ষত্রিয় জাতি, তাঁহারাই বংশাবলীক্রমে ঐ সকল তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সামুরাই-ভূম্যধিকারি-

গণের উপর রাজপ্রতিনিধি শোগুনেরাই চক্রবর্ত্তিত্ব করিতেছিলেন। ইংরাজ আমলে ভারতের বর্ত্তমান করদ রাজগণের সহিত এই সমস্ত সামুরাই-ভূম্যধিকারিগণের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। তাঁহারা শোগুনের মন্ত্রি-সভায় 'ডাইমিয়ো' অর্থাৎ মহৎ লোক নামে অভিহিত হইতেন; এতদ্ব্যতীত সম্মানের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা মহামান্য শোগুনের নিকট বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। স্ব স্ব তালুকে তাঁহারা এক প্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন, কিন্তু প্রত্যেক ডাইমিয়োকে বৎসরান্তে একবার রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্যে সহায়তা করিতে হইত।

তৎকালে রাজধানীর নাম ছিল জেডো। বর্ত্তমানে ঐ নামের পরিবর্ত্তে টোকিয়ো নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সে সময় রাজধানী জেডোর সমৃদ্ধির সীমা ছিল না; রাজধানীতে তখন মহামান্য শোগুন, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং তালুকদার 'ডাইমিয়ো'গণের বাসের জন্য সর্ব্বসমেত নয় শতেরও অধিক সুরক্ষিত প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল।

ডাইমিয়োগণের হস্তে সে সময় যথেষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল এবং তাঁহারা প্রায়ই অত্যাচারী ছিলেন না; কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কোন ডাইমিয়ো স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে তালুকে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইত; তালুকে বিচারালয় থাকিলেও প্রজারা সহজে সুবিচার পাইত না; তবে যদি প্রজারা সাহস করিয়া ডাইমিয়োর বিরুদ্ধে রাজপ্রতিনিধি শোগুনের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিত, তাহা হইলে মহামহিম শোগুন বাহাদুর তাহার যথাসম্ভব তদন্ত করিতেন; তদন্তের ফলে অভিযুক্ত ডাইমিয়ো অত্যাচারী সাব্যস্ত হইলে তাঁহার আদর্শ দণ্ড এবং প্রজার দুঃখের প্রতীকার হইত; কিন্তু বিচারের পূর্ব্বে অভিযোগকারী প্রজা ডাইমিয়োর কোপানল হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাইত না।

সকুরাগড় জাপানের একটী বিখ্যাত তালুক। এই তালুকের অধীনে অনেকগুলি বড় বড় গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্বে দোই-রাজা নামক জনৈক

বিচক্ষণ নরপতি এই তালুকের অধিপতি ছিলেন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে দোই-রাজার মৃত্যু হয়। দোই-রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মহামহিম শোগুন, হোট্টা উপাধিধারী জনৈক সুদক্ষ ব্যক্তিকে সকুরাগড় তালুক প্রদান করেন। এই নরপতি অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন, তিনি তালুকের সমস্ত প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন; প্রজারাও তাঁহাকে পিতৃবৎ মান্য করিত। সকুরাগড়ের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিল। রাষ্ট্রীয় কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই সমস্ত কারণে তিনি মহামহিম শোগুনের মন্ত্রীসভার সদস্যপদ প্রাপ্ত হইয়া সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

এই সদাশয় হোট্টারাজার শাসনকালে একদা সকুরাগড়ের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যপথে একজন পথিক একাকী গমন করিতেছিলেন। পথিকের বেশ রুক্ষ; দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অনেকদূর হইতে আসিতেছেন। পরিচ্ছদাদি জাপানী সামুরাইগণের ন্যায়। কটিতটে কোষবদ্ধ অসি, হস্তে দীর্ঘ সড়্‌কী, মস্তকে জাপানী টুপী; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুসৌষ্ঠব সম্পন্ন ও সুবদ্ধ, ললাট উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল, বদন ঔদার্য্যব্যঞ্জক, অবয়ব নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। নিবিড় অরণ্যানী সন্ধ্যা-রাণীর নিবিড় আবরণে আবৃত হইয়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজি অন্ধকারের বিরাট গহ্বরে বিকটাকার দৈত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। শূন্যে —নভোমণ্ডলেও অন্ধকারের অভাব ছিল না; নিবিড় কৃষ্ণ মেঘমালায় সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাতাস নাই, গাছের পাতা পর্য্যন্তও নড়িতেছে না। প্রকৃতি যেন কোন দুর্যোগের আশঙ্কায় স্তব্ধ—স্তম্ভিত।

পথিক সেই গাঢ় অন্ধকারে, সেই গাঢ় অরণ্য-বক্ষে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রকৃতির সেই স্তব্ধ স্তম্ভিত ভাব—সেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের নিবিড়তা আরও ভীষণ হইয়া উঠিল,

পথিক যে পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, সে পথের গতি সেই স্থানেই অবরুদ্ধ হইল।

উর্দ্ধে আকাশের আকৃতি আরও ভয়ানক। প্রবল ঝটিকা-বৃষ্টি আসিবার সম্ভাবনা হইতেছে, ক্রমে মৃদুমন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে গভীর মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। প্রকৃতির সেই স্তব্ধ স্তিমিতভাব তন্মুহূর্ত্তেই অপসারিত হইল।

অনতিবিলম্বে ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হইল; দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজি আলোড়িত হইতে লাগিল; আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল, পরক্ষণে মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হইল।

পথশ্রান্ত পান্থ প্রকৃতির এই বিষম বিপর্য্যয়ে তাঁহার বিপদের বিষয় বুঝিয়া লইলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে স্তব্ধ না হইয়া সাহসে ভর করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাথার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ভীষণ গর্জ্জনে তুমুল বাত্যা প্রবাহিত হইতেছে, জীমূতগর্জ্জনে বনপথ প্রকম্পিত হইতেছে—কিন্তু পথিকের সে দিকে লক্ষ্য নাই; সেই হৃদয়ভেদী দুর্যোগে ভয় নাই; তিনি দ্রুতপদে অরণ্যপথে যাইতে লাগিলেন। লতা-কণ্টকে তাঁহার গাত্রবস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল, বায়ুতাড়িত তরুশাখার সজোর আঘাতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষতস্থান হইতে রুধির ঝরিতে লাগিল; তত্রাচ তিনি নিবৃত্ত হইলেন না; অসীম উৎসাহে সেই ভীষণ দুর্যোগে সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ঘটিকাব্যাপী এই কঠোর পরিশ্রম। পথিকের সেই প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের নিকট প্রকৃতির তাবৎ বিভীষিকা ব্যর্থ হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পথিকের হঠকারিতার নিকট পরাস্ত হইয়া প্রকৃতি সতী যেন তাঁহার সংহারিণী- শক্তি ঈষৎ হ্রাস করিলেন। ঘটিকা পরে সেই ভীষণ দুর্যোগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, কিন্তু পথিকের গতির হ্রাস হইল না, তিনি সমভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ পথিক সম্মুখে বহুদূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। শ্রান্ত ক্লিষ্ট পথিক হঠাৎ এই আলোক দেখিয়া ভাবিলেন, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হয় নাই। নিকটে নিশ্চয়ই লোকালয় আছে। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া আলোক লক্ষ্য করিয়া আরও বেগে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে আরও সার্দ্ধ ঘটিকা অতীত হইল। পথিক ক্রমে আলোকের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিকের বোধ হইল, তিনি দুর্ভেদ্য বনপথ অতিক্রম করিয়া একটী সুন্দর উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দুর্যোগ অনেকটা কমিয়াছিল, আকাশও অল্প পরিষ্কার হইয়াছিল। পথিক সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, একটা প্রস্তরময় প্রকাণ্ড মন্দিরের বাতায়নপথ হইতে সেই আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে সেই আলোকের দিকে অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, তিনি মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্ব-শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; অতিকষ্টে তিনি মন্দিরের চাতালের উপর উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মন্দিরে কে আছ—রক্ষা কর; বিপন্ন পথিক! প্রাণ যায়।"

পথিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না; চক্ষে তিনি জগৎসংসার অন্ধকার দেখিলেন, পরক্ষণে ক্লান্ত পথিক সংজ্ঞা হারাইয়া সেই প্রস্তরময় চাতালের উপর সশব্দে পতিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পথিক যখন চৈতন্যলাভ করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি মন্দিরের একটী কক্ষে একখানি কাষ্ঠাসনে শায়িত আছেন, পার্শ্বে একজন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। পথিক বুঝিলেন, সন্ন্যাসীর সময়োচিত সাহায্যেই তিনি সে স্থানে নীত হইয়াছেন। পথিক তখন উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন, "উঠিও না, এখনও তুমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হও নাই।"

সন্ন্যাসীস কথাগুলি অতি প্রশান্ত ও স্নেহার্দ্র; পরিশ্রান্ত পথিকের সমস্ত অবসাদ ও শ্রান্তি সন্ন্যাসীর এই স্নেহবিজড়িত কথায় যেন এককালে শান্তি-লাভ করিল। কিন্তু তিনি আর নীরবে স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায়?"

সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তুমি নিরাপদ স্থানেই আসিয়াছ, সে জন্য কোন চিন্তা নাই; এখন একটু নিদ্রা যাও।"

পথিক অধৈর্য্যভাবে বলিলেন, "না, আর আমি নিদ্রা যাইব না, আমি সুস্থ হইয়াছি।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি শয্যার উপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন; পরক্ষণে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন, আমি কোথায়?"

সন্ন্যাসী পথিকের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যুবক! তোমাকে সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। অন্ধকার ভীষণ দুর্যোগের সময় তুমি সকুরাগড়ের দুর্ভেদ্য বনস্থলী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ, তোমার অবস্থা দেখিয়া তাহা জানা যাইতেছে; তোমার পরিচয় প্রদান করিতে কি কোন আপত্তি আছে?"

পথিক উত্তর করিলেন, "আমার পরিচয় প্রদানে বিশেষ কোন আপত্তি না থাকিলেও বর্ত্তমানে আপনি আমাকে নিরাশ্রয় পথিক বলিয়া জানিয়া রাখুন। বুঝিয়াছি, আপনিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন অতিথি; সুতরাং শরণাগতের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার সংশয় ভঞ্জন করুন্—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।"

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যুবক! আমি তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি নিরাপদ্ স্থানে আসিয়াছ। তুমি যে নগরে আসিয়াছ, তাহার নাম সকুরাগড়; যে গৃহে অবস্থান করিতেছ, তাহা ঐ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বুচোজি-দেবের মন্দির; আর আমি এই মন্দিরের মোহন্ত, আমার নাম কোজেন।"

যদি সেই মুহূর্ত্তে সেই মন্দিরের মধ্যে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় পথিক এতদূর বিস্মিত হইতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ মোহন্তের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া সবিনয়ে বলিলেন, "প্রভো! অজ্ঞনতা বশতঃ অনেক চপলতা করিয়াছি, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন; প্রভুর নাম জাপানের সর্ব্বত্র বিদিত।"

মোহন্ত স্মিতবদনে বলিলেন, "তথাস্তু; তবে তোমার পরিচয় প্রদান কর।"

পথিক বলিলেন, "প্রভো! আমার জন্মস্থান জাপানের কোয়েনো তালুকে; আমার নাম সোগোরো। আমার পিতা ধনে মানে, কুলে শীলে কোয়েনোর মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন; কোয়েনোর রাজা পর্য্যন্ত

আমার পিতাকে মান্য করিতেন। এক বৎসর হইল, আমার পূজনীয় পিতৃদেব ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর আমার পিতৃশত্রুরা কোয়েনোর রাজার সঙ্গে যোগ দিয়া আমার সর্ব্বনাশ-চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হয়, কিন্তু আমি তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হই নাই ; কারণ, কোয়েনোর প্রজারা আমার বিশেষ অনুগত ছিল। সুতরাং শত্রুপক্ষ প্রকাশ্যে আমার সর্ব্বনাশ করিতে না পারিয়া প্রজাদের সর্ব্বনাশে সচেষ্ট হয় ; কিন্তু আমি তাহাতে প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া গভীর আন্দোলন উপস্থিত করি। এই সমস্ত কারণে রাজা আমার উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন, অবশেষে ছলে কৌশলে তিনি আমার পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন এবং আমাকে কোয়েনো পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন।"

মোহন্ত কোজেন বলিলেন "ওঃ! সে আবার রাজা! সে তো মূর্ত্তিমান্ পিশাচ! তাহার পর কি হইল?"

সোগোরো বলিলেন, "তাহার পর যখন রাজার এই ভীষণ জুলুমের কথা কোয়েনো তালুকে প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন তালুকের প্রজারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, আমার স্বত্বরক্ষার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।"

মোহন্ত বলিলেন, "তাহারা তবে তোমাকে যথার্থই ভালবাসিত ; আহা, বেচারারা!"

সোগোরো বলিলেন, "প্রকৃতই তাহারা আমাকে ভালবাসিত, আমার জন্য তাহারা প্রাণদানেও কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, তাই আজ তাহাদিগের স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি।"

মোহন্ত বলিলেন, "তাহার পর কি হইল?"

সোগোরো বলিলেন, "প্রজারা আমার জন্য একটা বিদ্রোহ বাধাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম ; ভাবিলাম, আমার

জন্য কোয়েনো তালুকের শত শত প্রজার সর্ব্বনাশ হইতে দেওয়া কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত নয়; রাজার আক্রোশ কেবলমাত্র আমার উপর; আমি যদি রাজার আদেশমত কার্য্য করি, যদি নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে কোয়েনো নগরী পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে প্রজাদের আর সর্ব্বনাশ হয় না, কারণ, প্রজাদের উপর রাজার কোন আক্রোশ নাই; সুতরাং আমার পক্ষে রাজার আদেশানুসারে কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া আমি পলায়নই স্থির করিলাম। তদনুসারে গতরাত্রে কোয়েনোর প্রজাগণের অজ্ঞাতে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়াছি; সকুরাগড়ের প্রশংসিত হোট্টারাজ এবং প্রভুর নাম আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, সেই জন্য এই সঙ্কটকালে আমি সকুরাগড়ে আশ্রয় লইতে অগ্রসর হই; পথিমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিশ্রান্ত হওয়ায় আমি মন্দিরে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি; তাহার পর প্রভুর কৃপায় সংজ্ঞা লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আপনিই আমার আশ্রয়দাতা।”

কোজেন বলিলেন, “ বৎস, তোমার নিঃস্বার্থ স্বভাবের তুলনা নাই; নর-রাজ্যে তুমিই ধন্য; ভগবান্ অমিতাভ তোমার মঙ্গল করুন।”

সোগোরো নতমস্তকে মোহন্তকে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিলেন।

কোজেন বলিলেন, “কোয়েনোতে তোমার আত্মীয়স্বজন কি কেহ নাই?”

সোগোরো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কেহ নাই; সংসারে আমার কেহই নাই।”

কোজেন বলিলেন, “তবে আজ হইতে আমিই তোমার আত্মীয়স্বজনের স্থান অধিকার করিলাম। সংসারে আমারও কেহই নাই; আজ হইতে তোমাকে অবলম্বন করিয়া আবার আমি সংসারী হইব। তোমাকে দেখিবামাত্র আমার অন্তরে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছে, আর আমি তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে দিব না; আজ হইতে আমি তোমার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলাম; তুমি আমাকে তোমার স্বর্গীয় জননীর ভ্রাতা

বলিয়া জানিবে; তুমি আজ হইতে আমার ভাগিনেয়। তোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি নির্ভয়ে বুচোজি-মন্দিরে অবস্থান কর।”

সোগোরো গদ্গদশ্রুলোচনে বলিলেন, “প্রভো, পিতার মৃত্যুর পর আমি আর কাহারো নিকট এমন স্নেহপূর্ণ স্বর শুনি নাই। বহুদিন পরে আবার আমি পিতৃস্নেহ প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্বে জনরবে আপনার দেবচরিত্র সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম; আজ আমার দুর্ভাগ্য-জীবন ধন্য হইল।”

কোজেন বলিলেন, “সোগোরো, পথশ্রমে তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, রাত্রিও অনেক হইয়াছে, সুতরাং আর অনর্থক কালক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই, শয়ন করিবে এস।”

এই কথা বলিয়া মোহন্ত কোজেন যুবক সোগোরোর হস্ত ধরিয়া কক্ষা-ন্তরে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুপ্রসিদ্ধ বুচোজি-মন্দির সকুরাগড়ের প্রান্তভাগে অবস্থিত। মন্দিরটীর সন্নিকটে লোকজনের বাসস্থান ছিল না, কেবল কয়েকটী সুবৃহৎ সুদৃশ্য উদ্যান। সেই উদ্যানগুলি উক্ত মন্দিরের এলাকাভুক্ত। উদ্যানগুলির পরে কোজুগ্রাম অবস্থিত। গ্রামটী বেশ গুল্‌জার; অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের বাস, দিব্য হাট-বাজার, বসতিও অনেক; মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ইন্বা নামে একটী প্রকাণ্ড বিল অবস্থিত; এই বিলের ধারে পাঠালয়, ঔষধালয় ও অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত; মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে দুর্ভেদ্য অরণ্য। সোগোরো এই অরণ্যপথে মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ মন্দিরটী যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানটী অতি সুদৃশ্য, নয়নানন্দকর ও বহুজন-বিদিত। প্রত্যহ প্রভাতে সন্নিহিত গ্রামের অধিবাসীরা মন্দিরে পূজা-অর্চ্চনা করিতে আসিতেন; পুর-মহিলারা প্রায়ই প্রভাতে আসিতেন না, তাঁহারা সন্ধ্যার পর মন্দিরে আসিয়া আরাধনা করিতেন।

সোগোরো এক সপ্তাহ এই মন্দিরে অবস্থান করিলেন। এই এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সকুরাগড়ের অনেকের নিকট পরিচিত হইলেন; সকলেই তাঁহার সুন্দর আকৃতি ও শিষ্ট প্রকৃতির প্রশংসা করিল। মোহন্ত কোজেন সোগোরোকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; তিনি তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সকুরাগড়ের রাজবাটী এই মন্দিরের অনতিদূরেই অবস্থিত; হোট্টারাজ মোহন্ত কোজেনকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন; কোজেন রাজাকে বলিয়া সোগোরোকে একটী রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু সোগোরো তাহাতে সম্মত হন নাই; তিনি বলিয়া-

ছিলেন, রাজার দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীনভাবে নিঃস্বার্থহৃদয়ে স্বদেশ-সেবা তাঁহার অধিক বাঞ্ছনীয়। মহানুভব কোজেন সোগোরোর প্রস্তাবে আরও সন্তুষ্ট হন।

একদা সন্ধ্যার পর সোগোরো মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; তখন মন্দিরে অধিক উপাসক ছিল না, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। সোগোরো উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন।

বহুক্ষণ উপাসনান্তে প্রণিপাত পূর্ব্বক যখন সোগোরো দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি হঠাৎ একটী অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীর উপর পতিত হইল। সোগোরো দেখিলেন, তিনি যে স্থানে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন, তাহার অনতিদূরে সেই যুবতী উপবিষ্টা; যুবতীর যুগল নয়নপদ্ম সোগোরোর বদনের উপর ন্যস্ত; সোগোরোর দৃষ্টি সেই দিকে পড়িবামাত্র চারি চক্ষুর মিলন হইল, তৎক্ষণাৎ যুবতীর সংজ্ঞা হইল; পরক্ষণে তিনি সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন।

যুবতীর আয়তলোচন, অনিন্দ্যসুন্দর বদন ও রমণীয় আকৃতি দর্শনে সোগোরো মুগ্ধ হইয়াছিলেন, পরক্ষণে তিনি আবার যুবতীর বদনের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, যুবতীও তন্মনস্ক, যেন তিনি কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ বলিতে পারিতেছেন না।

সোগোরো তখন ধীরে ধীরে যুবতীর নিকট যাইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "দেবি! আপনার কি কিছু বক্তব্য আছে? যদি থাকে, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন।"

যুবতী অবনত-বদনে বীণাবিনিন্দিত-স্বরে বলিলেন, "আপনাকে এই মন্দিরে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই, সেইজন্য আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

সোগোরোর কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল। তিনি বলিলেন, "আমি এ তালুকের লোক নহি; অন্য তালুকে আমার বাস; সম্প্রতি আমি এই তালুকে

আসিয়াছি। এই মন্দিরের মোহন্ত ঠাকুর আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আমার নাম সোগোরো।”

যুবতী সসম্ভ্রমে বলিলেন, “আপনার নাম এবং গুণের কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, মন্দিরে আপনাকে দেখিয়াই আমার মনে সন্দেহ হয়, সেই জন্য আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আশা করি, এজন্য আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জন করিবেন।”

সোগোরো বলিলেন, “আমার মত একজন অপরিচিত অনাথ ব্যক্তির পরিচয় লইয়া আপনি আপনার হৃদয়ের মহত্বই প্রকাশ করিয়াছেন, সে জন্য কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আপনি যে উচ্চবংশোদ্ভবা, তাহা আপনার কথা-বার্ত্তায় প্রকাশ পাইতেছে। আপনার পরিচয় প্রদানে কি কোন আপত্তি আছে?”

যুবতী বলিলেন, “আপনি বোধ হয় এই তালুকের ‘প্রধান’ সোয়েমন” মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন; আমি তাঁহার কন্যা; আমার নাম, শ্রীমতী চূতা।”

সোগোরো সবিস্ময়ে বলিলেন, “সোয়েমন মহাশয়ের কন্যা আপনি? আপনার পিতার নাম সকুরাগড়ের সর্ব্বজনবিদিত, আমি তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির কথা বিশেষরূপে অবগত আছি।”

স্মিতবদনে চূতা বলিলেন, “তিনিও মোহন্ত ঠাকুরের নিকট আপনার কথা শুনিয়াছেন; পিতা সে দিন আপনার কত সুখ্যাতি করিলেন।”

সোগোরো বলিলেন, “আপনার খ্যাতনামা পিতা আমার মত নিঃস্ব অনাথের কথা যে আলোচনা করেন, সে আমার পরম সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই।”

চূতা বলিলেন, “পিতার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য; আপনার চরিত্র অতি সৎ, আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি ধন্যা হইলাম।”

সোগোরো বলিলেন, "আমিও আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। আপনার সহিত যখন পরিচিত হইলাম, তখন আপনাদের গৃহে আতিথ্যগ্রহণে আর কুণ্ঠিত হইব না।"

চূতা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইব; কবে যাইবেন বলুন।"

সোগোরো বলিলেন, "আপনি কি ইতিমধ্যে আর এই মন্দিরে আসিবেন না?"

চূতা বলিলেন, "ভগবান্ বুচোজি-দেবের জন্মোৎসবের আর এক সপ্তাহ বিলম্ব; সেই দিন এই মন্দিরে খুব ধুমধাম হইয়া থাকে। আমি আবার সেই দিন আসিব।"

সোগোরো বলিলেন, "তাহা হইলে সেই দিন আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে; আমিও ইতিমধ্যে আপনাদের গৃহে আতিথ্যগ্রহণের দিন নির্ব্বাচন করিয়া রাখিব; সেই দিন আপনাকে বলিব।"

চূতা বলিলেন, "তবে এক্ষণে বিদায়, বাহকেরা শিবিকা লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, রাত্রিও অনেক হইয়াছে। উৎসবের রাত্রে এই মন্দিরে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিয়া চূতা তাঁহার আয়ত চক্ষু দুটী সোগোরোর মুখের উপর ন্যস্ত করিলেন। আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল!

সোগোরো অবনতবদনে বলিলেন, "আর আপনাকে বিরক্ত করিতে চাহি না; আসুন তবে।"

চূতা আর একবার সোগোরোর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সোগোরো দেখিলেন, তাঁহার নেত্রপ্রান্তে মুক্তকণিকার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ধীরে ধীরে তাহা গণ্ড বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে!

সোগোরো বদন অবনত করিলেন, পরক্ষণেই চাহিয়া দেখিলেন, চূতা দেব-মন্দির পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তখন সোগোরো সেই দেবতার মন্দিরে দণ্ডবৎ হইয়া অধৈর্য্যভাবে বলিলেন, "ভগবান্, আমার মনে বল দাও!"
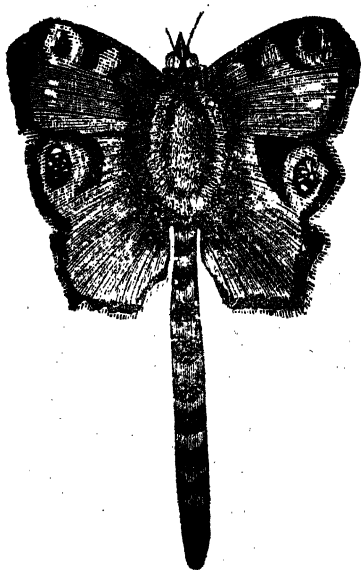
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকুরাগড়ের এলাকাধীনে অনেকগুলি গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে পূর্ব্বে যেমন এক এক জন 'মণ্ডল' থাকিতেন, সে সময় জাপানের প্রত্যেক গ্রামে সেইরূপ একজন করিয়া মাতব্বর লোক ছিলেন; তাঁহারা 'প্রধান' নামে অভিহিত হইতেন। গ্রামের সমস্ত প্রজা এই প্রধানের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিত। তালুকের এলাকাধীন বিভিন্ন গ্রামের 'প্রধান'গণের মধ্যে যথেষ্ট একতা ছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি 'প্রধান'গণের দলপতি বলিয়া গণ্য হইতেন। এই দলপতি তালুকের প্রজা-সাধারণের নিকট প্রধান নেতা বলিয়া সম্মানিত হইতেন, এবং কোন কারণে যদি প্রজাগণের রাজদরবারে উপস্থিত হইবার আবশ্যক হইত, তাহা হইলে তিনিই প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিরূপে দরবারে উপস্থিত হইতেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন সোয়েমন নামক জনৈক উপযুক্ত ব্যক্তি প্রধানগণের দলপতি ছিলেন। সকুরাগড়ে সোয়েমনের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল; হোট্টা-রাজের দরবারেও তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন; সেখানে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। গুণগ্রাহী হোট্টা-রাজ গুণের আদর জানিতেন; তাঁহার তালুকের প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত সুযোগ্য প্রতিনিধি সোয়েমনকে তিনি সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

সকুড়াগড়ের রাজ-প্রাসাদ ও বুচোজি-মন্দিরের মধ্যস্থলে সোয়েমনের আলয় অবস্থিত। সোয়েমনের সুদৃশ্য সুন্দর বাড়ীখানি দেখিলেই তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াই অনুমান হয়।

জাপানে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই বাড়ীতে একটা করিয়া দেউড়ী রাখিতে হয়। এই দেউড়ী আর কিছুই নহে,বাড়ীর ফটকের উভয়পার্শ্বে দুইটী ঘর। ফটকের কাছে এই দেউড়ী না থাকিলে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের মর্য্যাদা-রক্ষা হয় না। ফটকে দ্বারবান্ না থাকিলে এবং বাসস্থান প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না, কিন্তু ফটকের দুই পার্শ্বে দুইটা ঘর থাকা একান্ত আবশ্যক; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মর্য্যাদা-রক্ষার ইহা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সোয়েমন গ্রামের প্রধান, প্রজাসাধারণের মাননীয় নেতা,সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার অবস্থানুযায়ী তাঁহার ফটকে দেউড়ী ছিল। ফটকের উভয়-পার্শ্বে বড় বড় দুইটা কামরা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিত। সোয়েমনের দেউড়ী অনুযায়ী বাড়ীখানির আয়তনও যথেষ্ট ছিল। ফটকের অদূরে একটী অনতিদীর্ঘ সরোবর; তাহার চতুর্দ্দিকে বড় বড় ঝাউগাছ। সোয়েমনের বাড়ীখানি গ্রামের নির্জ্জন অংশে অবস্থিত; স্থানটী অতি সুন্দর, অতি রমণীয়।

সংসারে সোয়েমনের একটী কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। সোয়ে-মনের প্রিয়তমা পত্নী এই কন্যারত্নটীকে প্রসব করিবার তিন মাস পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন; এই কন্যার মুখ চাহিয়া মহানুভব সোয়েমন আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। কন্যার নাম চুণা। বুচোজিমন্দিরে পাঠক-পাঠিকা সোয়েমনের কন্যার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। কন্যাটী যেমন অসামান্য রূপলাবণ্যবতী, তদ্রূপ গুণবতী। সকুরাগড়ের সর্ব্বত্রই তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। সোয়েমনের ইচ্ছা ছিল, কোন সৎপাত্রের হস্তে কন্যাটিকে সম্প্রদান করিয়া তাহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিবেন।

এই পোষ্যপুত্র-গ্রহণ সম্বন্ধে জাপানে একটী বড় সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বালককে পোষ্যপুত্র লইবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে সেই বালককে তাঁহার বংশের কোন কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়, তাহার পর পোষ্যপুত্র গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সোয়েমন চূতার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পান নাই। তাঁহার ইচ্ছা, একজন সদ্বংশজাত সচ্চরিত্র পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। এ পর্য্যন্ত তিনি যে দুই একটী পাত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাদের চরিত্রগত অথবা বংশগত একটা দোষ বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হন।

যে সমস্ত সদ্‌গুণের জন্য জাপানী-মহিলারা জনসমাজে আদৃতা ও প্রশংসনীয়া হইয়া থাকেন, চূতার হৃদয়ে সেই সমস্ত গুণাবলি বর্ত্তমান ছিল। তিনি মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতারূপে পিতৃগৃহে বিরাজ করিতেন। কিন্তু যদি কেহ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, বুচোজি-মন্দিরে সোগোরোর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে চূতার অন্তরে যেন ঈষৎ ভাবান্তর হইয়াছে, যেন সেই নির্ম্মল নির্ব্বিকার প্রফুল্ল বদনের উপর চিন্তা ও অসন্তোষের একটা অস্পষ্ট ছায়া পতিত হইয়াছে,—প্রশান্ত সরোবরের কুয়াশাচ্ছন্ন জলরাশির ন্যায়, নিদাঘ-তপন-তপ্ত অপরাহ্ণের অপরাজিতার ন্যায় চূতার অতুলনীয় সুন্দর মুখখানি আজ যেন বিবর্ণ, ম্লান,—যেন বিশ্বরাজ্যের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত শক্তি, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ধারণা নিয়োজিত।

অপরাহ্ণ। সোয়েমনের বাটীর অদূরস্থিত সরোবরের সোপানপার্শ্বস্থ হেনা-বৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। ঝাউগাছগুলির শাখাসমূহের অন্তরালে থাকিয়া পাখীরা চীৎকার করিতেছে। এই সময় চূতা বাটী হইতে বাহির হইয়া সেই সরোবরের সোপানে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

সোপানে বসিবামাত্র চূতা দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি দ্রুতপদে

সেই দিকে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া চূতা সভয়ে অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া সে স্থান হইতে উঠিবার উপক্রম করিলেন। আগন্তুক দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেরূপ ব্যগ্র লোলুপ-দৃষ্টিতে শীকারের প্রতি চাহিয়া দেখে, আগন্তুকও সেইরূপ চূতার দিকে তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। চূতার নিকটে পৌঁছিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ চূতা, রকমটা কি,—তোমার যে আর দেখাই নেই।"

চূতা আগন্তুকের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। আগন্তুক চূতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়া বলিল, "বলি যাও কোথায়, দুটো কথাই কও না; আমি কি বাঘ, না ভাল্লুক যে, আমাকে দেখিয়াই পলাইতেছ?"

এবার চূতার কথা ফুটিল, তিনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সতেজে বলিলেন, "আমি তোমাকে বাঘ-ভাল্লুকের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মনে করি; তুমি প্রায়ই আমাকে জ্বালাতন করিতে এখানে আইস; বারণ করিলেও তুমি আমার কথা শোন না,—ইহা অত্যন্ত অন্যায়।"

আগন্তুক সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "অন্যায় আবার কি,—আমার আচরণে তুমি কি অন্যায় দেখিয়াছ?"

চূতা স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "সহস্র অন্যায় দেখিয়াছি; তোমার এ স্থানে আসিবার আবশ্যক কি? আমি সম্ভ্রান্তঘরের কন্যা, তুমি একজন উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্রের যুবক; আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে আসা কি তোমার অন্যায় নয়?"

অবজ্ঞার স্বরে আগন্তুক বলিল, "কিছুমাত্র নয়; আমি জানি, তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—আর দুদিন পরে তুমি আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে; সেই জন্য তোমার কাছে আসিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না; —কিন্তু জানি না চূতা, আমার প্রতি কেন তুমি নির্দ্দয়!"

আগন্তুকের কথায় চুতার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল, কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "দেখ কিয়েমন, এখনও বলিতেছি, তুমি সাবধান হও, আমি তোমার অন্যায় আচরণ অনেকবার ক্ষমা করিয়াছি, ইহাতে তোমার স্পর্দ্ধা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আর নয়, এখনও তুমি সাবধান না হইলে আমি পিতাকে তোমার এই অভদ্রতার কথা বলিয়া দিব।"

বিনীতভাবে কিয়েমন বলিল, "চূতা, রাগ করিতেছ? যথার্থই কি আমার কথায় অভদ্রতা প্রকাশ পাইতেছে? তবে কি আমার প্রেমভিক্ষা ব্যর্থ হইবে,—তুমি কি আমায় ভালবাসিবে না চূতা?"

কিয়েমনের সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া চূতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি এবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দুর্ব্বৃত্ত, লম্পট, যদি এই মুহূর্ত্তে এ স্থান পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।"

বেগতিক দেখিয়া কিয়েমন আর সেস্থানে অপেক্ষা করিতে সাহস করিল না; সে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চূতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, আমি এখন চলিলাম, কিন্তু চূতা, শীঘ্রই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে—এ কথা তুমি নিশ্চয় জানিও।"

কিয়েমন আর সে স্থানে অপেক্ষা করিল না, আরক্তনেত্রে একবার সে চূতার দিকে চাহিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

কিয়েমনের অন্তর্দ্ধানে চূতা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে আবার একটী দুশ্চিন্তার রেখা প্রতিফলিত হইল। চূতা কিয়েমনকে বিলক্ষণ চিনিতেন, তিনি জানিতেন, কিয়েমনের অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই। অনেকক্ষণ চিন্তার পর চূতা ব্যাপারটী পিতার কর্ণগোচর করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

কিয়েমনের পরিচয় জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল জন্মিতে

পারে। পাঠকগণের কৌতূহল দূর করিবার জন্য আমরা কিয়েমন-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

কজুগ্রামেই কিয়েমনের বাস, কিয়েমনের পিতা গ্রামের একজন মাতব্বর লোক ছিলেন, তাঁহার অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। কিয়েমন পিতার অবাধ্য পুত্র ছিল, সংসারে তাহার পিতা ব্যতীত অপর কেহ ছিল না; কিন্তু কিয়েমন একদিনের জন্যও পিতাকে সুখী করিতে পারে নাই, সে পিতার প্রতি নিতান্ত অভদ্রোচিত ব্যবহার করিত, একমাত্র পুত্রের নির্ম্মম ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিয়েমনের স্বভাবচরিত্রেও অনেক দোষ ছিল; তাহার চরিত্র যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল, সেইরূপ উদ্ধত ছিল। এই সকল কারণে গ্রামের কেহই তাহাকে দেখিতে পারিত না।

কিয়েমনের বয়ঃক্রম ত্রিংশতের সীমা অতিক্রম করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। চূতার প্রতি কিয়েমনের বিশেষ লোভ ছিল, তাহার আশা ছিল, চূতাই তাহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া তাহার মরু-জীবনে প্রেম-বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে ধন্য করিবে; চূতাই তাহার যোগ্য পত্নী এবং সে চূতার যোগ্য পতি—ইহা তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সাহস করিয়া গম্ভীরপ্রকৃতি সোয়েমনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে সমর্থ হয় নাই; আর সোয়েমন কিয়েমনের মত গুণধর পাত্রের হস্তে তাঁহার একমাত্র কন্যাকে সম্প্রদান করিবার কল্পনাও কখন করেন নাই।

ইদানীং কিয়েমনচূতার জন্য এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যহ সে চূতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত, প্রেমের আতিশয্যে তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; চূতাকে একদিন দেখিতে না পাইলে তাহার আর মনঃকষ্টের সীমা থাকিত না, চূতাকে দেখিতে পাইলে সে তাঁহার কাছে গিয়া পাগলের মত নানা কথা বলিত,

চুতা কিয়েমনকে কোনমতে দেখিতে পারিতেন না, তিনি কিয়েমনকে বড়ই ভয় করিতেন, কিয়েমন শত কথা বলিলেও তিনি বিশেষ কোন উত্তর দিতেন না, নীরবে বসিয়া থাকিতেন, তবে ইদানীং কিয়েমনের অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় চুতা তাহাকে দুই একটা কড়া কথা শুনাইতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। অদ্যকার ঘটনায় পাঠক কিয়েমনের অভদ্রতা ও চুতার তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ বুচোজি-দেবের জন্মোৎসব। সেই উপলক্ষে মন্দিরে আজ মহোৎসব উপস্থিত। বুচোজি-দেবের মন্দির, তৎসংলগ্ন কক্ষ ও সন্নিহিত উদ্যানগুলি আজ অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়াছে। দলে দলে ভক্তবৃন্দ মন্দিরে সমবেত হইতেছে।

পূর্ণিমা-রজনী। প্রদোষকালে নিশানাথ তারা-দলে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইয়াছেন, তারকামালা হাস্য করিতেছে, ধরাতলে কৌমুদী মাখিয়া সুকুরাগড়ের সুসজ্জিত মন্দির ও উদ্যানগুলি হাস্য করিতেছে, অদূরে প্রবাহিত ইন্বা বিল আহ্লাদে আহ্লাদে তরঙ্গিত। হইতেছে। পত্র-পুষ্পে সুশোভিত—দীপালোকে আলোকিত সুরম্য মন্দিরটী ইন্বার স্বচ্ছ সলিলোপরি প্রতিবিম্বিত হইয়া অতি মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করিতেছে।

মন্দিরে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতেছে, কক্ষে কক্ষে নৃত্য-গীত হইতেছে, সমবেত নর-নারীর আনন্দ-কোলাহলে মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সস্মিত-বদনে যেন নিম্নদৃষ্টি হইয়া বুচোজি-দেবের মন্দিরের মহোৎসব নিরীক্ষণ করিতেছেন।

রাত্রি অনুমান এক প্রহর। সহসা পশ্চিমাকাশে অল্প অল্প মেঘোদয় হইল, দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া গগনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাইয়া ফেলিল। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্র মেঘাবরণে আবৃত হইল, সঙ্গে

সঙ্গে নক্ষত্রমালা অন্তর্হিত হইল; মধুময়ী পৌর্ণমাসীর নিশা অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উৎসবোন্মত্ত নরনারীর হৃদয়ে ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত, বিষণ্ন, স্তম্ভিত!

চন্দ্র লুক্কায়িত, তারকামালা অদৃশ্য, পূর্ণিমার রজনী অন্ধকারে আবৃত, চন্দ্র-বিরহে ধরণী দেবীও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অল্পক্ষণ পরে বাতাস উঠিল, থাকিয়া থাকিয়া মেঘের কোলে চপলা হাসিতে লাগিল, গম্ভীর-নিনাদে জলদগর্জ্জন আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

অকস্মাৎ এই ভীষণ দুর্যোগের সূত্রপাত দেখিয়া মন্দিরে সমবেত ভক্তবৃন্দ ব্যস্তভাবে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের বাসস্থান নিকটে, তাঁহারা মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইলেন। মন্দিরে তখন নৃত্যগীত হইতেছিল, অনেকে উন্মুক্ত উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে সমবেত হইলেন।

এই সময় সোগোরো উদ্যানমধ্যস্থ একটী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বৃষ্টির জলে সিক্ত-কলেবর হইয়া তিনি দ্রুতপদে মন্দিরপার্শ্বস্থ একটী কক্ষে আশ্রয় লইলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আজ এই মন্দিরে সোগোরোর সহিত চুতার সাক্ষাতের দিন। সন্ধ্যা হইতে সোগোরো এই স্থানে দাঁড়াইয়া চুতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মন্দিরে অসংখ্য লোকের সমাগম হওয়ায় তথায় চুতার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর ভাবিয়া সোগোরো মন্দিরের প্রবেশপথের পার্শ্বে একটী বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন; সেই স্থান হইতে তিনি সমাগত প্রত্যেক যাত্রীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত চুতা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই প্রকার অবিশ্রান্ত বৃষ্টি; সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা, মেঘের সুগম্ভীর নিনাদ। দুই প্রহরের পর দুর্যোগ

অনেকটা হ্রাস পাইল, বৃষ্টির প্রকোপ অনেকটা কমিল। এই সময় নৃত্য-গীত সমাপ্ত হইল, মন্দিরে সমবেত শ্রোতৃবর্গও তখন মন্দির হইতে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দির জনশূন্য হইল।

সোগোরো এতক্ষণ সেই কক্ষে স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন। দর্শকগণ প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া তিনি কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সকলকে দেখিতে লাগিলেন। একে একে সকলে তাঁহার সম্মুখ দিয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু চুত্রা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন না। তখন তিনি হতাশভাবে মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া পড়িলেন।

অল্পক্ষণ পরে সোগোরো সেই স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে যাইবার উপক্রম করিলেন। যেমন তিনি সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, এমন সময় সহসা কোন স্ত্রীলোকের কোমল কণ্ঠের করুণ-চীৎকার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সোগোরো মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন, পরক্ষণে চীৎকার লক্ষ্য করিয়া রুদ্ধশ্বাসে মন্দিরের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে সেই চীৎকার অস্পষ্ট বোধ হইতেছিল, নিকটবর্ত্তী হইয়া সোগোরো শুনিলেন, কোন স্ত্রীলোক সকাতরে যেন কোন দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছে।

আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, চতুষ্পার্শে তখনও গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত দীপাবলি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কোন দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল সেই রমণীকণ্ঠ-নির্গত আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে মাত্র।

সোগোরো শুনিতে পাইলেন, একটী রমণী ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে, "কেন আমাকে ধরিয়াছ? আমি তোমার কি করিয়াছি? আমি বড়ই বিপন্না, আমার শিবিকা-বাহকেরা এই দুর্যোগে কে কোথায় পলাইয়াছে; তোমার পায়ে ধরি, আমাকে ছাড়িয়া দাও; তুমি যাহাকে মনে করিয়া ধরিয়াছ, আমি সে নই; আমাকে—"

বাধা দিয়া আক্রমণকারী কহিল, "সাবধান, আমার সহিত চাতুরী করিও না, তুমি কি এখনও জানিতে পার নাই, আমি কে? আমি কিয়েমন, সে দিনের কথা স্মরণ কর; সে দিন তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, আজ তাহা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।"

এই কথাগুলি শুনিয়া রমণী আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভগবান্, রক্ষা কর।"

ঠিক এই সময় উপর্য্যুপরি তিনবার চপলা চমকিত হইয়া উঠিল। সেই উজ্জ্বল আলোকে সোগোরো দেখিতে পাইলেন, মন্দিরের বাহিরে—প্রায় বিংশতি হস্ত দূরে একটা বৃক্ষতলে দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। একজন পুরুষ, অপরটী রমণী, পুরুষটী দৃঢ়মুষ্টিতে রমণীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে; পরিত্রাণলাভের জন্য রমণী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। রমণীর বদন হইতে অবগুণ্ঠন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, উজ্জ্বল আলোকে সোগোরো তাহার কাতর মুখখানি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মনে হইল, রমণীর এই কাতর কণ্ঠস্বর—এই সুন্দর মুখখানি যেন তিনি ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন।

এই সময় আক্রমণকারী পুরুষ কঠোরস্বরে বলিল, "চূতা, চুপ কর, চীৎকার করিও না, নিঃশব্দে আমার সঙ্গে চল।" এই বলিয়া দুর্ব্বৃত্ত রমণীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সোগোরো স্তম্ভিত হইলেন। এই চূতা? এতক্ষণ তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে যাঁহার দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা—দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর করকবলিত!

পরক্ষণে আবার ক্ষণপ্রভা হাসিয়া উঠিল; সেই হাসির আলোকে সোগোরো তীক্ষ্নদৃষ্টিতে রমণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, বুঝিলেন, আক্রান্তা রমণী অপর কেহ নয়, তাঁহারই আকাঙ্ক্ষার চূতা!

সোগোরো আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার

হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্নভাবে তিনি আক্রমণকারীর পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন।

তখন আক্রমণকারী একখানি বস্ত্রের দ্বারা চূতার মুখ আবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; সেই সময় সোগোরো হঠাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সজোরে দুর্বৃত্তের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। অকস্মাৎ এই ভাবে আক্রান্ত ও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া আক্রমণকারী ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল। সোগোরো তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থলে জানু দিয়া বসিলেন। ইতিপূর্ব্বে দুর্বৃত্ত যে বস্ত্র দ্বারা চূতার মুখ বন্ধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সোগোরো সেই বস্ত্রে তাহার হস্ত-পদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। বলা বাহুল্য, আক্রমণকারী কিয়েমন। সে কট্‌মট্‌-চক্ষে সোগোরোর দিকে চাহিতে লাগিল।

কিয়েমনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে চূতাও ভূপতিত হইলেন। মন্দিরে আর জনপ্রাণী উপস্থিত নাই, উৎসবান্তে সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিয়াছেন। সোগোরো নিকটে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"কে কোথায় আছ, মহাবিপদ্, একটী কুলকন্যার প্রাণ যায়।"

কেহই উত্তর দিল না। মন্দির তখন জনশূন্য হইয়াছিল, কে উত্তর দিবে?

সোগোরোর পদতলে বন্দী কিয়েমন পড়িয়া রহিয়াছে অদূরে সংজ্ঞাহীনা চূতা ভূপতিতা। আকাশে পূর্ণচন্দ্র তারকাপুঞ্জের সহিত হাস্য করিতেছে, শুভ্র তরল মেঘমালা এক একবার তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, চন্দ্রকিরণ সেই সময় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; ভীষণ ঝটিকা-বৃষ্টির অবসানে সমীরণ শান্তভাব ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ-গতিতে পুষ্পকুঞ্জে প্রবাহিত হইতেছে,—প্রস্ফুটিত কুসুমগুলির সহিত প্রেমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। প্রকৃতির এত শোভা, কিন্তু সেদিকে সোগোরোর দৃষ্টি নাই. তাঁহার চক্ষু সেই ভূপতিতা স্বর্ণলতার উপর পতিত, চক্ষু মূর্চ্ছিতা যুবতীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে, মন অপার চিন্তায় আচ্ছন্ন।

অকস্মাৎ সন্নিকটে লোকজনের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, পরক্ষণে দ্রুতপদ-শব্দ; সোগোরো সোৎসাহে সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, মোহন্ত কোজেন কতিপয় লোকের সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত। সোগোরো সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন।

মোহন্ত বলিলেন, "বৎস, দুর্ব্বৃত্ত লম্পটের হস্ত হইতে মাননীয় সোয়েমন মহাশয়ের কন্যাকে রক্ষা করিয়া তুমি এই মন্দিরের পবিত্রতা ও তাঁহার বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছ; ভগবান্ বুচোজি-দেব তোমার মঙ্গল করুন। ঐ দেখ, সোয়েমন মহাশয় তাঁহার কন্যার অনুসন্ধানে স্বয়ং এই মন্দিরে আসিয়াছেন।"

সোগোরো সসম্ভ্রমে সোয়েমনকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার সহিত পরিচিত হইয়া আমি আজ ধন্য হইলাম; আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই।"

সোয়েমন সাদরে সোগোরোকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, পূজনীয় মোহন্ত মহাশয়ের নিকট তোমার অসামান্য গুণাবলীর বিষয় শুনিয়াছিলাম, অদ্য স্বচক্ষে তাহা সন্দর্শন করিলাম। তুমি আমার পরম সুহৃদের কার্য্য করিয়াছ; তোমার জন্যই আমার মান, সম্ভ্রম ও বংশমর্য্যাদা রক্ষা পাইয়াছে; আমি এজন্য আজীবন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

সোগোরো বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি মাত্র; এজন্য আমার ন্যায় তুচ্ছ ব্যক্তির নিকট আপনার ন্যায় দেশপূজ্য মহাত্মার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কোনক্রমে সঙ্গত নয়; আমি ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত।"

সোয়েমন বলিলেন, "বৎস, তুমি তোমার প্রকৃতির অনুরূপ কথাই বলিয়াছ; কিন্তু কোনও সদ্বংশীয় জাপানী উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে বিমুখ নহে; ভগবান্ বুচোজি-দেবের আশীর্ব্বাদ থাকিলে আমিও আমার একমাত্র দুহিতার জীবনদাতার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অবকাশ পাইব।"

ইতিমধ্যে মোহন্ত কোজেনের চেষ্টায় চুতা সংজ্ঞালাভ করিলেন। সোয়েমনের কথা শেষ হইবামাত্র তিনি ধীরে ধীরে পিতার পশ্চাতে গিয়া লজ্জাবনতমুখে দাঁড়াইলেন।

সোয়েমন কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎসে, এই মহানুভব যুবক তোমাকে ঐ দুর্বৃত্ত লম্পটের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন; ইনিই তোমার জীবনদাতা।"

চুতা অতি সন্তর্পণে সোগোরোর বদনের উপর একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর সোয়েমন মোহন্তকে বলিলেন, "প্রভু, আর এ স্থানে অপেক্ষা করিবার আবশ্যক কি? রাত্রি প্রায় অতীত হইল।"

সোগোরো বলিলেন, "বন্দী সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করা যায়?

মোহন্ত কোজেন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি এই বন্দীর বিচার করিব। তুমি ইহার বন্ধন খুলিয়া দাও।"

সোগোরো তৎক্ষণাৎ কিয়েমনকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া কিয়েমন উঠিয়া পড়িল, অবনতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

বজ্রগম্ভীর-স্বরে কোজেন বলিলেন, "কিয়েমন, বারংবার তোকে সাবধান করিয়া দিয়াছি, স্বভাব-চরিত্র সংযত রাখিবার জন্য শতবার তোকে উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তত্রাচ তোর চৈতন্য হয় নাই; তাই ভগবানের চক্রে আজ তুই পতিত হইয়াছিস্; আজ আর তোর নিস্তার নাই; এখন তোর কি বলিবার আছে বল্।"

কিয়েমন কোজেনের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িল; ব্যগ্রভাবে তাঁহার পদধারণ করিয়া বলিল, "প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন; আজ আমার চৈতন্য হইয়াছে, আর কখনও এরূপ কার্য্য করিব না।"

কোজেন বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে যদি তুমি সোয়েমন মহাশয়ের কন্যাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি যদি প্রসন্ন-মনে তোমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই। অন্যথা তোমার নিষ্কৃতি নাই, কল্যই রাজদণ্ডে তোমার প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে বিলীন হইবে।"

মোহন্ত কোজেনের এই প্রস্তাবে লম্পট কিয়েমনের বদন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। পাপিষ্ঠ অবনতবদনে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে চূতার নিকটে গিয়া সবিনয়ে বলিল, "মা, আমায় ক্ষমা কর।"

চূতা বলিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আজ হইতে তুমি এই গ্রাম হইতে চলিয়া যাইবে, আর কখনও এই গ্রামে আসিবে না।"

কিয়েমন কোনও উত্তর করিল না, নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

কিন্তু কোজেন তাহাকে আর চিন্তা করিবার অবসর দিলেন না; তিনি বলিলেন, "চূতা উত্তম কথাই বলিয়াছেন। তোমার ন্যায় চরিত্রহীন লম্পট যুবকের পক্ষে ইহাই উত্তম দণ্ড। অদ্যই তুমি এই গ্রাম হইতে প্রস্থান কর, কল্য প্রভাতে কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়। ভবিষ্যতে যদি কখনও তোমার চরিত্র সংযত করিতে পার, তাহা হইলে এ স্থানে আসিও।"

কোজেনের কথা শুনিয়া কিয়েমন অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; আমি চলিলাম; কল্য আমাকে আর কেহ দেখিতে পাইবে না।"

অতঃপর কিয়েমন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

কিয়েমন প্রস্থান করিলে কোজেন বলিলেন, "সোয়েমন মহাশয়, আপনি তবে চূতাকে লইয়া গৃহে গমন করুন, রাত্রি প্রায় গত হয়।"

সোয়েমন কোজেনকে অভিবাদন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। যাইবার সময় চূতা সেগোরোর উপর একটা সপ্রেম কটাক্ষপাত করিতে ভুলেন নাই।

অতঃপর কোজেনের আদেশে সোগোরো শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আজ সোগোরো তাঁহার বড় সাধের চুতাকে লম্পটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, চুতার পিতার নিকট পরিচিত ও আদৃত হইয়াছেন, সুতরাং আজ আর তাঁহার সুখের সীমা নাই। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আজ তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তাঁহার সুখচিন্তায় অতিবাহিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বুচোজি-মন্দিরের নিভৃত অংশে সেই উৎসব-রজনীতে যে অভিনব নাটকের অভিনয় হইয়া গেল, পরদিন তাহা সকুরাগড়ের কাহারও অজ্ঞাত রহিল না। সোগোরোর নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, তাঁহার সুখ্যাতি-ধ্বনিতে সকুরাগড় মুখরিত হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে কিয়েমনের আচরণে সকলেই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য অনেকে বদ্ধপরিকর হইলেন; কিন্তু কিয়েমনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, হতভাগ্য সেই রাত্রেই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার পর একদিন অপরাহ্নে সোয়েমন বুচোজি-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মোহন্ত কোজেন তখন মন্দিরে ছিলেন; তিনি সোয়েমনকে সাদরে একটী কক্ষে লইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সোয়েমন বলিলেন, "আমি আপনার নিকট অদ্য একটী প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি।"

কোজেন সহাস্যে বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায়টা কি?"

সোয়েমন।—আমি আপনার শিষ্য সেগোরোকে পোষ্য পুত্র ও জামাতৃ-রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক; এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

কোজেন।—আপনার প্রস্তাবের পূর্ব্বেই আমি এই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

সোগোরোই চুতার উপযুক্ত পাত্র ; এই মিলন যে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে, আমার তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সোয়েমন মোহন্ত মহাশয়ের কথায় প্রীত হইলেন। তিনি সানন্দে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি পাই, তাহা হইলে আমি ইতিমধ্যেই শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করি।"

কোজেন বলিলেন, "আমার ইহাতে কিছুই আপত্ত নাই।"

সোয়েমন বলিলেন, "আশা করি, সোগোরো ইহাতে অসম্মত হইবে না।"

কোজেন বলিলেন, "সে জন্য আপনার চিন্তা নাই ; সোগোরো আমার কথা কখনও অমান্য করিবে না।"

সোয়েমন মহাশয় আশা করেন নাই যে, এত শীঘ্র তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে মোহন্তকে সহজেই সম্মত হইতে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না : তিনি মোহন্তকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া প্রসন্নমনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সোয়েমন প্রস্থান করিলে কোজেন সোগোরোকে আহ্বান করিলেন। সোগোরো তাঁহার নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সোগোরো সস্নেহে তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করিতে বলিলেন।

সোগোরো আসনগ্রহণ করিলে কোজেন বলিলেন, "বৎস, তোমাকে আজ আমার কিছু বলিবার আছে, মন দিয়া শ্রবণ কর।"

সোগোরো বিনীতভাবে বলিলেন, "আদেশ করুন।"

কোজেন বলিলেন, "সে দিন রাত্রে ঘটনাক্রমে তুমি মাননীয় সোয়েমন মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছ; তাঁহার কন্যা চুতাকেও দেখিয়াছ। তোমার সেই রাত্রের সৎ-সাহসে সোয়েমন মহাশয় বড়ই প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার কন্যা চুতা এখনও অবিবাহিতা ; সোয়েমনের একান্ত ইচ্ছা, কোন সচ্চরিত্র যুবককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। এ পর্য্যন্ত তিনি অভীষ্ট পাত্রলাভে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি তিনি

তোমার পরিচয় পাইয়া তোমার হস্তেই কন্যা-সম্প্রদানের অভিপ্রায় করিয়াছেন ; আমিও তাঁহার অভিপ্রায়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছি, ঐ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কি, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।"

সোগোরো অবনতবদনে বলিলেন, "এ বিষয়ে আমার কিছুই বলিবার নাই ; আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনি আমার পিতৃসম পূজনীয়, আপনার কথার উপর কথা কহিবার ক্ষমতা আমার নাই।"

কোজেন বলিলেন, "বৎস, তোমার কথায় বড়ই প্রীত হইলাম। তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণবান্ শিষ্য পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

সোগোরো যে এই বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাহা সোয়েমন মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি শুভকার্য্যের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সোগেরোর গুণে সকুরাগড়ের সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে সোয়েমন মহাশয়ের জামাতা হইতেছেন শুনিয়া সকলেই বিশেষ তুষ্ট হইলেন।

জাপানের রীত্যনুসারে সোয়েমন মহাশয় প্রথমে সোগোরোকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন ; তাহার পর শুভদিনে সোগোরোর হস্তে তাঁহার কন্যা চূতাকে সম্প্রদান করিলেন।

মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল ; সকুরাগড়ের প্রধানগণ ও জনসাধারণ এই বিবাহে উপস্থিত হইলেন ; সকুরাগড়ের অধিপতি মহামান্য হোট্টারাজ বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলেই এই মিলনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

বিবাহের পর সোগোরো শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। গুণবতী চূতাকে পত্নীরূপে পাইয়া সোগোরো ধন্য হইলেন ; চূতাও তাঁহার অভীষ্ট সোগোরোর সহিত পরিণীতা হইয়া মুগ্ধ হইলেন। নবদম্পতীর সুখের আর সীমা রহিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সোগোরোর বিবাহের পর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দশ বৎসরে সকুরাগড়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সকুরাগড়ের প্রজাবৎসল নরপতি হোট্টা বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার পুত্র মাসানবু এক্ষণে পিতৃ-সিংহাসনে বিরাজমান।

হোট্টারাজের মৃত্যুতে সকুরাগড়ে হাহাকার পড়িয়া যায়; এই বিভ্রাটের উপর আবার একটী বিভ্রাট উপস্থিত হয়; সকুরাগড়ে প্রজাসাধারণের দলপতি সহৃদয় সোয়েমন মহাশয় সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় প্রজাগণের আর শোকের সীমা রহিল না।

অতঃপর প্রজাসাধারণের অভিপ্রায় অনুসারে এবং মোহন্ত কোজেনের প্রস্তাবে সোগোরো শ্বশুরের পদ প্রাপ্ত হইলেন, সকুরাগড়ের সমস্ত প্রজা ও 'প্রধান'গণ সোগোরোকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন।

হোট্টারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মাসানবু গদী প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু মাসানবু পিতার গুণরাশির অনুসরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পিতৃ-

সম্মানের অনুরোধে তিনিও সোগুনের মন্ত্রীসভার সদস্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই সূত্রে তিনি দেওয়ান সুগিয়ামার হস্তে সকুরাগড়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া বৎসরের অধিকাংশ কাল রাজধানী জেডোতে অবস্থান করিতেন। সকুরাগড়ের সংস্রব তিনি এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রভুর অবর্ত্তমানে দেওয়ান সুগিয়ামা সকুরাগড়ের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি কতিপয় স্বার্থপর কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব স্বার্থ চরিতার্থ করিবার মতলব অাঁটিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় হোট্টারাজ যে প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, দেওয়ান সুগিয়ামা এক্ষণে তাহাদের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অতিরিক্ত খাজনা এবং নানা প্রকার শুল্ক বসাইয়া তিনি প্রজাগণের সর্ব্বস্ব-শোষণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎকট ক্ষুধার তাড়নায় অনেক প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইল, অনেকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া দেশত্যাগ করিল, অনেকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল; বর্দ্ধিষ্ণু প্রজাগণের বিষয়-সম্পত্তি অকারণে বাজেয়াপ্ত হইতে লাগিল!—সকুরাগড়ের চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

হতভাগ্য প্রজাগণের মর্ম্মভেদী হাহাকারে দেওয়ান সুগিয়ামার পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইল না।

মোহন্ত কোজেন, সোগোরো, রোকুরবেই প্রভৃতি দেশনায়কগণ এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। এমন কি, তাঁহারা দেওয়ানজীর সাক্ষাৎলাভেও সমর্থ হইলেন না। দেওয়ান সুগিয়ামা কাছারী-বাটী পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত উদ্যান-ভবনে অবস্থান করিতেন। সে স্থানে প্রজাগণের গমন নিষিদ্ধ ছিল।

অত্যাচারের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে একদিন সকুরাগড়ের বিভিন্ন তালুকের প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া স্থির করিল যে,

তাহারা যে কোন প্রকারে দেওয়ান সুগিয়ামার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; যদি এজন্য তাহাদিগকে অবৈধ উপায়ে দেওয়ানজীর উদ্যানভবনে যাইতে হয়, তাহাতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না।—যেমন কথা, অমনি কাজ! উন্মত্ত প্রজাবর্গ প্রতীকারকামনায় দেওয়ানজীর সন্ধানে যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে একদিন অপরাহ্নে দেওয়ান সুগিয়ামা মোসাহেবে পরিবেষ্টিত হইয়া সকুরাগড়ের উদ্যানবাটীর একটী প্রশস্ত কক্ষে ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত ছিলেন।

সকুরাগড়ের উদ্যানটী যেমন সুবৃহৎ, তেমনি সুদৃশ্য। উদ্যানের তিন দিকে পরিখা; পরিখার পার্শ্বে বড় বড় ঝাউগাছ; সেগুলির মাথা অত্যুচ্চ উদ্যানবাটীর ছাদ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে;—তাহাদের মধ্যে বাতাস আটকাইয়া গম্ভীর শব্দ করিতেছে; গাছের পাতাগুলি বাত্যাহত হইয়া ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, তাহার উপর অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় বিবিধ রঙ্গের বিচিত্র শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। নিম্নে পরিখার স্বচ্ছ জলে প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল কারুকার্য্য প্রতিবিম্বিত হইয়া অতি মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করিতেছে।

কিন্তু দেওয়ান সুগিয়ামা এবং তাঁহার আনুসঙ্গীগুলি এই মধুর অপরাহ্নে প্রকৃতির মাধুর্য্য সন্দর্শন করিতেছিলেন না; তাঁহারা সকলে স্ব স্ব স্বার্থ চরিতার্থ করিবার অমোঘ উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন।

হাইমা নামক একজন আমলা এই সময় দেওয়ান সুগিয়ামাকে বলিতেছিলেন, "দেখিলেন দেওয়ানজী মহাশয়! আমার প্রস্তাবানুসারে দাঁড়িপাল্লা বিছাইবার চাটাই ও মাল বহিবার বাঁকের উপর মাশুল বসায় ইতিমধ্যেই কেমন আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়াছে! আমি তো তখনই আপনাকে বলিয়া-

ছলাম যে, আমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার পরিণাম কখনও ক্ষতিকর হইবে না। কি বলিব, সকুরাগড়ের আমলাগিরী করিয়াই এ জীবনটা কাটিয়া গেল, যদি আমি মহামহিম সোগুন বাহাদুরের মন্ত্রিসভার সচিবের পদ পাইতাম, তাহা হইলে জাপানে এমন নূতন নূতন মজার মাশুল বসাইতাম যে, দুদিনে রাজ্যের আয় দশ গুণ বাড়িয়া যাইত ও আমার নামে সমস্ত দেশে ধন্ত ধন্ত পড়িয়া যাইত। কিন্তু সে বাহাদুরী দেখাইবার আর সুবিধা পাইলাম না। সে যাহা হউক, আপনি যেন আমার ও কথাটা ভুলিবেন না, আমার প্রতি একটু নজর রাখিবেন, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।”

তানাকা নামে আর একটী আমলা হাইমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “তুমি বলিতেছ কি? তুমি বুঝি ভাবিতেছ, তোমার প্রস্তাবমত মাশুল বসায় একেবারে ষোল আনা লাভ হইতেছে? তুমি যাহার জন্য বড়াই করিতেছ, ফলে কিন্তু তাহা হইতে এক পয়সাও আয় হয় নাই; তোমার নূতন মাশুলের চোটে তালুকে আগুন ছুটিয়া গিয়াছে, প্রজারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, নূতন মাশুল দিতে সকলেই অসম্মত হইয়াছে; এজন্য অনেক প্রজাকে কয়েদ করা হইয়াছে এবং অনেকের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ওয়াশীলের চেয়ে বাকীই বেশী পড়িয়া গিয়াছে। তোমার প্রস্তাবের তো এই পরিণাম, তুমি আবার মন্ত্রিসভার সচিব হইবার জন্য মানের কান্না জুড়িয়াছ! আহা, তুমি যদি সচিব হইতে, তাহা হইলেই দেশটা একেবারে ষোল কলায় বাড়িয়া উঠিত; আর তহবিলখানা বাড়াইবার জন্য সোগুন বাহাদুরকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত; প্রজাদেরও আমোদের সীমা থাকিত না আর কি!—হাঁ, যদি আয়বৃদ্ধির জন্য বড়াই করিতে হয়, তাহা হইলে বরং আমি তাহা করিতে পারি; তুমি গোটাকতক খুচরা জিনিসের উপর মাশুল আদায় করিয়া এত গর্ব্ব করিতেছ, কিন্তু আমার কলমের এক আঁচড়ে তাহার এক

শত গুণ টাকা আদায় হইয়া তহবিলজাত হইয়াছে। দেওয়ানজী মহাশয়! আপনি তো জানেন, আমি কেমন এক কথায় আপনাকে বেশ একটা মোটা টাকা যোগাড় করিয়া দিয়াছি! সুতরাং আমার বিষয়টাই অগ্রে আপনাকে বিশেষরূপে মনে করিয়া রাখিতে হইবে।"

তানাকার কথায় হাইমা চটিয়া উঠিলেন, হাত-মুখ নাড়িয়া তিনি মহা আড়ম্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার সেই জাল জুয়াচুরীর কথা রাখিয়া দাও; জালিয়াতী করিয়া তুমি সকুরাগড়ের সম্রান্ত প্রজা গোহেই মহাজনের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছ সত্য, কিন্তু তাহাতে আর বাহাদুরী হইয়াছে কি? ভাল, জুয়াচুরী করিয়া অমন অনেকে রাতারাতি বড়লোক হইয়া থাকে, তার জন্য আবার গর্ব্ব কি? তুমি সরকারী আমলা, তাই এই দিনে ডাকাতী করিয়া পদমর্য্যাদার আবরণে রক্ষা পাইয়া গিয়াছ, অপর কেহ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শূলে চড়িতে হইত। তুমি জালিয়াতের কার্য্য করিয়া হঠাৎ কিছু লুঠিয়াছ, কিন্তু আমি পাকা মুচ্ছুদ্দির মত আইন বাঁচাইয়া স্থায়ী আয়-বৃদ্ধির কৌশল করিয়াছি।"

হাইমার কথায় তানাকা একেবারে গরম হইয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি! সামুরাই তানাকাকে তুমি জালিয়াত বল?—এত দূর স্পর্দ্ধা তোমার?"—তানাকার আর রাগ বরদাস্ত হইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ খাপ হইতে তলোয়ার টানিয়া লইলেন।

হাইমাও চটিয়াছিলেন; তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার ধরিয়া সদর্পে বলিলেন, "উত্তম, অগ্রসর হও, স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া দাও।"

দেওয়ান সুগিয়ামা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন; বেগতিক দেখিয়া তিনি তখন বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম—থাম, তোমরা কর কি? ন্যায় অন্যায় যে উপায়েই হোক, যে সরকারের হিতসাধন করে, সেই প্রশংসার পাত্র; তোমরা সরকারের জন্য কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছ সত্য, কিন্তু স্ব স্ব

স্বার্থ পূর্ণ করিতেও ছাড় নাই ; তোমাদের সকলের কথা মনে রাখিতে হইলে আমার স্মরণশক্তিটা একেবারে ভোঁতা হইয়া যাইবে।"

এই সময় হঠাৎ বাহিরে একটা কোলাহল উঠিল। সুগিরামা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি ! বাহিরে কিসের গোলমাল হইতেছে ?"

সুগিরামার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন প্রহরী ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই কক্ষে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর—হুজুর, দাঙ্গা ! দাঙ্গা ! ফটকের কাছে অনেকগুলো রেয়ৎ জমায়েত হইয়াছে, তাহারা বলিতেছে, আজ তাহারা জোর করিয়া হুজুরের বাড়ীতে আসিয়া হুজুরকে সমস্ত কথা জানাইবে। তাহাদের গতিক বড় ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না, আপনারা এই সময় সরিয়া পড়ুন। আমি কিন্তু দাঁড়াইয়া মার খাইতে পারিব না, আমি চলিলাম," এই বলিয়া প্রহরী অন্তর্দ্ধান করিল।

সুগিরামা বিরক্তিভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি আপদ্ ! দিন-রাতই উহাদের মঙ্গলের জন্য এত করিয়াও হতভাগ্যদের মন পাইলাম না, দেখ তো বাহিরে গিয়া ব্যাপারটা কি ! হতভাগাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া বিদায় করিয়া দাও ; যদি বেশী গোলযোগ করে, তাহা হইলে বেশ করিয়া শাসাইয়া দাও।"

তারিয়ামা নামে দেওয়ানজীর এক প্রিয়পাত্র এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিল। এই গোলমালের কথা শুনিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল এবং সেই কক্ষের দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বাহিরের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি রেয়ৎ জমা হইয়া গোলমাল করিতেছে। তারিয়ামা আর একটু নজর দিয়া দেখিল, লোকগুলা শুধু চীৎকার করিতেছে, তাহাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নাই; সুতরাং সে তখন একদৌড়ে তাহাদের কাছে আসিয়া ধমক দিয়া বলিল, "তোরা এখানে কি কর্‌তে আসিয়াছিস্ ? যদি তোদের কিছু বলিবার কহিবার থাকে, তাহা হইলে এখানে কেন, কাছারীতে যা, সেখানে দরখাস্ত কর্ ; এখানে গোলমাল করিলে তোদের সকলকেই বিলক্ষণ বিপদে পড়িতে হইবে।"

তারিয়ামার কথা শুনিয়া দলের এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহাশয়ের উপদেশমত কাজ অনেক করা হইয়াছে, কাছারীতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া আমাদের পায়ের শির ছিঁড়িয়া গিয়াছে; কাছারীর আমলারা আমাদের কথা আমলেই আনে না, দরখাস্ত দাখিল করিলে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; আমরা এ পর্য্যন্ত কাছারীর আমলাদের নিকট কোন প্রতীকার না পাইয়া আজ আমাদের রাজার প্রতিনিধি দেওয়ান জী মহাশয়ের নিকট এত্তেলা দিতে আসিয়াছি; আজ তাঁহাকে আমাদের বিচার করিতেই হইবে। আমরা এক্ষণে ধনে প্রাণে মারা যাইতে বসিয়াছি; আমাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইতেছে; গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর প্রায় সিকি পরিমাণ খাজনা বাড়িয়া গিয়াছে; নূতন নূতন কর বসান হইতেছে, অধিক কি, আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির উপরও মাশুল বসিয়াছে; আমরা গরীব প্রজা, এরূপ অসম্ভব করের বোঝা বহন করা আমাদের সাধ্যাতীত; আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, আমরা মারা গেলাম!"

আর একজন রেয়ৎ বলিল, "গত বৎসর আমলারা বিলের জল-নির্গমের জন্য একটা নালা কাটাইবার অছিলায় আমাদের নিকট হইতে যথেষ্ট টাকা শুষিয়া লইয়াছে; ভাল আবাদ হইবে ভাবিয়া আমরা ঘরের তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া তখন টাকা দিয়াছিলাম, কিন্তু টাকা দেওয়াই সার হইল, নালা কাটাইবার কোন কিনারা হইল না, এ পর্য্যন্ত এক কোপ মাটীও উঠে নাই।"

এই সময় আর একজন রেয়ৎ উক্ত বক্তাকে বাধা দিয়া বলিল, "সেজন্য আর চীৎকার করিয়া কি হইবে? যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে আমরা যে জন্য আসিয়াছি; সেই কথা তোল; যাহাতে আর ঐরূপ কাজ না হয়, তাহার বিহিত করা হউক; এখন মহামান্য দেওয়ানজী মহাশয়ের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া অতিরিক্ত খাজনা ও মাশুলগুলি তুলিয়া দিন; স্বর্গীয় রাজার

আমলে আমরা যে প্রকার কর দিতাম, এখনও তাহাই বাহাল হউক। আমাদের এই প্রার্থনা শুনিতেই হইবে,—এই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেই হইবে।”

পরক্ষণেই সমস্ত রেয়ৎ একবাক্যে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “করিতেই হইবে—দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেই হইবে।”

রেয়ৎদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া তারিয়ামা চুপ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু একজন আমলা তখন প্রাঙ্গণে আসিয়া রেয়ৎদের ধম্‌কাইয়া বলিতে লাগিল, “থাম্‌ বেটারা থাম্‌; কেন মিছামিছি গোল করিতে আসিয়াছিস্‌? হোট্টারাজের আদেশানুসারেই এই সব মাশুল বসান হইয়াছে; তিনি এই তালুকের মালিক, সুতরাং তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতে পারেন, তোরা মিছামিছি বকাবকি করিয়া করিবি কি? লাভের মধ্যে, যদি তোদের এই সব বেয়াদবির কথা রাজার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তোরা তো কয়েদখানায় যাবিই, তা ছাড়া তোদের বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে; সুতরাং কেন সাধ করিয়া এ সব বিপদ্‌ ডাকিয়া আনিতেছিস্‌? যদি ভাল চাস্‌, তাহা হইলে গোলমাল না করিয়া যে যার কাজে যা।”

কিন্তু আমলাটীর এই প্রকার ভয় প্রদর্শনে প্রজারা ভয় পাইল না, তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া একজন প্রজা বলিতে লাগিল, “কি ভয় দেখাও মশায়? আমাদের আবার ভয় কি? আমাদের যথাসর্ব্বস্বই তো গ্রাস করিয়াছেন, আর আমাদের আছেই বা কি? অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে তো আর কোন সাজা নাই, আমাদের ঘরে ঘরে এখন এই সাজা পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আর আমাদের কিসের ভয়? আমাদের মারুন, ধরুন, যাহাই করুন—আমরা সব সহ্য করিব, কিন্তু আমাদের এই দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে তাহার ফল কখনও ভাল হইবে না, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি।”

তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রজা চীৎকার করিয়া বলিল, "দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া চাই—নচেৎ ভাল হইবে না—ইহা নিশ্চয়।"

দেওয়ান মুগিরামা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন, এক্ষণে বেগতিক দেখিয়া তিনি সেই প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইলেন; তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রজারা আরও চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন দেওয়ানজী খুব ধীরভাবে মুরুব্বিয়ানা চালে প্রজাদের বলিলেন, "এ কি! কেন তোমরা এরূপ ভাবে চীৎকার করিতেছ? যিনি এ রাজ্যের মালিক, যাঁহার অন্নে আমরা সকলে পুষ্ট, যিনি আমাদের সকলেরই পিতৃবৎ পূজনীয়, তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপভাবে কথাবার্ত্তা কওয়া কি তোমাদের ভাল হইতেছে? তোমরা তো সকলেই জান, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং রাজ্যের উন্নতিসাধন রাজার কর্ত্তব্যকার্য্য, এই সমস্ত কার্য্যের জন্য রাজাকে বাধ্য হইয়া প্রজাদের নিকট কিছু কিছু কর আদায় করিতে হয়, রাজা প্রজা উভয়েরই সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ, রাজা না থাকিলে প্রজার চলে না, আবার প্রজার অভাবে রাজ্য চলে না, সুতরাং উভয়ের স্বার্থই সমান; রাজা তোমাদের হিতের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কত কার্য্য করিয়াছেন, রাজসরকার হইতে তোমরা যথেষ্ট উপকার পাইয়াছ এবং পাইতেছ, সুতরাং এজন্য তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি কর্ত্তব্য নয়? স্বীকার করি, রাজা এই সমস্ত ব্যয়সাধ্য কার্য্যের জন্য তোমাদের নিকট কিছু কিছু অতিরিক্ত কর প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু, কার্য্যের দায়িত্ব ভাবিয়া সেজন্য তোমাদের রাগ করা উচিত নহে; আর তোমরা আমাদের উপর রাগ করিতেছ কেন? আমরা কি স্বেচ্ছামত কর বাড়াইয়াছি, রাজার আদেশানুসারেই আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। তোমরা সকলেই বুদ্ধিমান্ লোক, এ সব কথা তোমরা তো জান, তবে আর কেন গোলমাল করিতেছ?—সকলে এখন বাড়ী যাও।"

দেওয়ানজীর সারগর্ভ কথাগুলি শুনিয়া প্রজারা আরও গরম হইয়া উঠিল,

প্রতিনিধি দেওয়ানজী মহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে তাহাদের আর বাকী থাকিল না। তখন একজন প্রজা দেওয়ানজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখুন দেওয়ানজী মহাশয়! আপনি আমাদিগকে যতদূর বোকা ঠাওরাইয়াছেন, আমরা ততদূর বোকা নহি, আমরা আপনার মতলব অনেক আগেই জানিয়াছি, আজ কেবল প্রকাশ্যে আপনার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আসিয়াছি, আজ আপনার মতলব সমস্তই জানিতে পারিয়াছি; ও সব ফাঁকা কথায় আপনি আমাদের কি বুঝাইতে চাহেন? আমরা কি কিছু বুঝি না? আমাদের স্বর্গীয় রাজা আমাদের যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন, ছেলেদের লেখা-পড়া করিবার পাঠশালা, পূজা করিবার মন্দির, বড় বড় দীঘি প্রভৃতি করিয়া দিয়াছেন, রাস্তা-ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন, গরীব-দুঃখী প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই সব সৎকার্য্যের জন্য প্রজাদের চলিত খাজনার উপর এক পয়সাও অতিরিক্ত খাজনা বসান নাই; কিন্তু এ রাজার আমলে ঐরূপ একটাও সৎকার্য্যের কথা শুনি নাই, কেবল তাঁর আমোদ-প্রমোদের জন্য রাশি রাশি টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে, ইহা শুনিয়াছি; তাঁহার আমোদ-প্রমোদের জন্যই বুঝি আমাদিগকে রাশি রাশি টাকা গণিতে হইবে? স্বর্গীয় রাজা অনেক সৎকার্য্য করিয়াও চলিত খাজনার উপর আর কিছুই লন নাই, আর ইনি বুঝি আমোদ-প্রামোদের জন্য প্রজার ঘাড় ভাঙ্গিবেন? আর এ রাজা গদী পাইয়া পর্য্যন্ত এমন কি সৎকার্য্য করিয়াছেন—যাহার জন্য আমরা এত টাকা গণিব? আমরা যে আর পারি না, ধনে প্রাণে মারা গেলাম, আপনারা অত্যন্ত নির্দ্দয়, তাই আমাদিগকে আবার ফাঁকা কথায় বুঝাইতে চান; যান মশায়! আমরা আপনাদের কাছে দয়া চাহিব না, আমরা এবার রাজধানীতে গিয়া খোদ রাজার কাছে দয়া চাহিব, আপনাদের এই সমস্ত নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা জানাইব,—তখন আপনারা ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন। চল ভাই সকল, চল আমরা রাজার কাছে যাই—আর এখানে কান্নাকাটি করিবার আবশ্যক নাই।"

তাহার কথায় সমস্ত প্রজা ফিরিয়া দাঁড়াইল; দেওয়ানজী মহাশয়কে শাসাইতে শাসাইতে তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিল। প্রজারা প্রস্থান করিলে হাইমা বলিল, "তাই তো, যদি বেটারা সদরে যায়, যদি রাজাকে সমস্ত কথা জানায়, তাহা হইলে তো আমাদিগকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইবে!"

হাইমার কথায় সুগিয়ামা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন পাগল হইয়াছ, উহারা আবার সদরে যাইবে! আর যদিই সদরে যায়, তাহা হইলে করিবেই বা কি? দরখাস্ত দিবে কাহাকে? আমি যে সেদিকে সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; আমার কন্যাকে রাণীর নিকট রাখিয়া দিয়াছি; সে রাণীর প্রধানা সহচরী, সেখানকার সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, ঘরকন্না সমস্তই তাহার হাতে, আর সদরে আমার চরেরও অপ্রতুল নাই, সেখানে এমন বলিয়া কহিয়া রাখিয়াছি যে, এ অঞ্চলের কোন প্রজা সদরের কাছারীতে যাইতে পারিবে না, তাহাদের দরখাস্ত পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে না, সদরে যাইলেও তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না; তবে সেখানে কোন সুবিধা করিতে না পারিলে ওরা একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ফলে আমাদেরই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা; রাজায় প্রজায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিলে তাহা মহামান্য সোগুণ বাহাদুরের কর্ণগোচর হইবে, তাহা হইলে তিনি তালুকটা বাজেয়াপ্ত করিবারই হুকুম দিবেন, কিন্তু সে সময় আমিও সোগুণের দরবারে দুই একটা চাল চালিতে চেষ্টা করিব; অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে, হয় ত শোগুণ বাহাদুর তালুকটার ভার আমার স্কন্ধেও দিতে পারেন; যদি সেরূপ হয়, যদি এই তালুকের ভার একদিন আমার হাতে পড়ে, তাহা হইলে তোমাদেরও আমি নিরাশ করিব না, সকলরেই বড় বড় কাজে বাহাল রাখিব; এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি রাজার খেলাতের তলোয়ার এবং তালুকের মূল পাট্টাটা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা আপাততঃ একটু সাবধানে কাজ করিও।"

আমলাবর্গ দেওয়ানজীর নিকট ভবিষ্যৎ আশার এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া সসম্মানে দেওয়ানজীকে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর সকলে ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল চিত্র কল্পনা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে সেই অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গ সুগিয়ামার উদ্যানবাটী হইতে বাহির হইয়া পথে জমায়েত হইল, সেখানে তাহারা স্থির করিল যে, সেই দিনই তাহারা সদরে যাত্রা করিবে। এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিবার জন্য দলের একজন প্রধান সন্ধ্যার পর সকলকে মাসাকাডো পাহাড়ে জমা হইতে বলিয়া দিল; সে ইহাও বলিল যে, সকলে যেন নিরস্ত্র হইয়া না আসে। প্রধানের কথায় সম্মত হইয়া প্রজারা সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

সুপ্রসিদ্ধ মাসাকাডো পাহাড় ইম্বা নামক একটা বিলের ধারে অবস্থিত; 'এই পাহাড়ের ধারে অনেকগুলি ছোট পাহাড় আছে। কথিত আছে, মাসা- নামক জনৈক বিদ্রোহী যোদ্ধা এই পাহাড়ে অবস্থান করিত, তাহারই নামানুসারে এই পাহাড়টী মাসাকাডো নামে বিদিত।

সন্ধ্যার পর এই পাহাড়ের উপর সমস্ত প্রজা জমা হইতে লাগিল। ইতি- পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রজা দেওয়ানজীর উদ্যানবাটীতে গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই এই পাহাড়ে আসিয়া জুটিয়াছিল, তদ্ভিন্ন আরও অনেক লোক তাহা- দের সহিত আসিয়াছিল, অনেকগুলি স্ত্রীলোকও এই দলে ছিল। ফলতঃ এই দঙ্গলের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ, বালক সকল প্রকার লোকই ছিল। দলের সকলেরই হাতে কোন না কোন অস্ত্র ছিল; কেহ তলোয়ার, কেহ সড়কী,

কেহ বর্শা, কেহ কুড়াল, কেহ বা লাঠি লইয়া ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছিল; সকলেরই তীব্র উত্তেজনার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল।

তাকিজাবা গ্রামের রোকুরবেই নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাদের দল-পুষ্টি হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একটী পতিত বৃক্ষকাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, "ভাইসকল! আজ সকুরাগেড় তালুকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের প্রজাগণ এই পাহাড়ে সমবেত হইয়াছেন, এক্ষণে আমাদিগকে খুব সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের মন্ত্রণা শত্রু-পক্ষের কর্ণগোচর না হয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইবে এবং যাহাতে শত্রুচর আমাদের দলমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতে না পারে, তাহারও একটা উপায় করিতে হইবে; সুতরাং তোমরা বিভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়া স্ব স্ব মস্তকে একটা কিছু চিহ্ন বাঁধিয়া ফেল।"

তৎক্ষণাৎ জনতা হইতে শব্দ উঠিল, "তাহাই হইবে, আমরা তাহাই করিতেছি।"

রোকুরবেই পুনর্ব্বার বলিলেন, "আর একটী কথা, এই দলের মধ্যে যে সমস্ত বালক আছে, তাহারা যেন কাহারও নিকট কোনও কথা প্রকাশ না করে এবং যেন বালকসুলভ চপলতা বশতঃ হঠাৎ কোন কাজ করিয়া না ফেলে; দলের প্রধানদের বিনা আদেশে তাহারা যেন কোন কার্য্য হস্তক্ষেপ না করে। সকলের যেন এটা স্মরণ থাকে যে, এখানকার আমলারা আমাদের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; সুতরাং আমাদিগকে প্রগাঢ় দৃঢ়তার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। যতক্ষণ আমাদের দাবী গ্রাহ্য না হইবে—যতক্ষণ আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর না হইবে, ততক্ষণ আমরা কোন মতে পশ্চাৎপদ হইব না!"

পরক্ষণে জনতা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "কখনও না—কোন মতে না; এক পাও পিছাইব না।"

রোকুরবেই পুনর্ব্বার বলিলেন, "আজ এখানে বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলো-

কেয়া পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁদের সদরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই; আমার অনুরোধ, যাহারা ষাট বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন এবং যে সমস্ত বালক এখনও পঞ্চদশ বৎসরের অতীত হয় নাই; তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাউক, স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের সহিত ফিরিয়া যাউন।"

বক্তার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন; বৃদ্ধ, বালক এবং স্ত্রীলোকেরা গৃহে ফিরিয়া যাইবে স্থির হইল।

রোকুরবেই তখন সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্থান হইতে রাজধানী জেডোর দূরত্ব প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ হইবে এবং আমাদিগকে হয় তো সে স্থানে দুই এক মাস থাকিতে হইবে; সুতরাং সকলের নিকট সেইমত খাদ্য-সামগ্রী মজুত আছে তো?"

দলের অনেকে চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, আমরা সকলেই সেজন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি; আমরা সকলেই থাম আলু, চিঁড়ের চাক্তি, গম-সিদ্ধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়াছি।"

রোকুরবেই সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম হইয়াছে, বুদ্ধিমানের মতই কার্য্য হইয়াছে।—যাহা হৌক, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্যের বিষয় আর একবার সকলে উত্তমরূপে ভাবিয়া লও। আমরা প্রতীকারপ্রাপ্তির আশায় জেডো নগরে যাইতেছি, কিন্তু যদি জেডোতে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে আমরা সহজে ছাড়িব না, আমরা প্রথমে সকুরাগড়ের কাছারীবাটী লুঠ করিব, কাছারীবাটীতে আগুন লাগাইয়া দিব, আমলা বেটাদের সকলকেই খুন করিয়া ফেলিব; ইহার জন্য যদি আমাদিগকে শাস্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে আমরা অম্লানবদনে সে শাস্তি গ্রহণ করিব, সুতরাং আমাদিগকে আজ হইতে এক প্রকার প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দিতে হইবে, তোমরা ইহাতে রাজী আছ তো?"

তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্তর হইল, "হাঁ—হাঁ, রাজী আছি, আমরা সকলেই বাড়ী হইতে শেষ বিদায় লইয়া আসিয়াছি; আমরা সংসারের মায়া

পরিত্যাগ করিয়াছি, আমরা এজন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি; আমাদের মধ্যে একজনও কাপুরুষ নাই—প্রাণ দিতে কেহই কাতর নয়! আমাদের আদেশ করুন, পথ প্রদর্শন করুন।”

বোকুরবেই সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, “যথার্থই তোমরা ধন্যবাদের পাত্র। এরূপ একাগ্রতা ও দৃঢ়তা থাকিলে আবার কার্য্যোদ্ধারের ভাবনা কি? কিন্তু ভাইসকল, আমাদের পরম সুহৃদ মাননীয় সোগোরো মহাশয়কে আজ এ স্থানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাঁহার কোন সংবাদ জান?”

জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, “সোগোরো মহাশয় তো সমস্ত সৎকার্য্যে অগ্রগামী হইয়া থাকেন, তিনি যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি সাহসী ও বিবেচক, এ সব কার্য্যে তিনি তো কখনও পশ্চাৎপদ হন না, তবে আজ আসিলেন না কেন?”

আর একজন বলিল, “বোধ হয়, তাঁর বাড়ীতে কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে।”

অপর একজন ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল, “এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁহার আসা উচিত ছিল, আমাদের এখন যে ভয়ানক অবস্থা, ইহা অপেক্ষা আর কি বিপদ্ আছে?”

এইরূপে জনতার মধ্য হইতে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। এক ব্যক্তি অবসর বুঝিয়া বলিল, “সোগোরো মহাশয়ের সমস্ত ভাল, কিন্তু তাঁর সংসারের উপর মায়াটা বড় বেশী, এই গোলযোগের মধ্যে থাকিলে পাছে তাঁর স্ত্রীপুত্রের কোন বিপদ্ ঘটে, এই ভয়েই বোধ হয়, তিনি এখানে আসেন নাই।”

কিন্তু বক্তার এই কথায় জনতার মধ্যে বিষম গোলমাল উঠিল; চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “সোগোরো মহাশয় সে প্রকৃতির লোক নহেন; তাঁহার মত স্বার্থত্যাগী জাপানে একজনও আছেন কি না সন্দেহ।”

এই সময় এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাই সকল! ঐ দেখ, সোগোরো মহাশয় এখানে আসিতেছেন।"

তখন সকলে সমস্বরে "সোগোরো মহাশয় আসিয়াছেন" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই সোগোরো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমবেত জনসাধারণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া দলের প্রধানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, দেশের জন্য তোমরা সকলে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতেছ দেখিতেছি—"

রোকুরবেই তখন সোগোরোর কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি, ভাই, আবার কষ্টের কথা নূতন করিয়া বলিতেছ কেন? আমাদের উপর এক্ষণে কি ভয়ানক দায়িত্বভার পড়িয়াছে, তুমি কি তাহা জান না? তবে আজ তুমি হঠাৎ এমন ফাঁকা ফাঁকা কথা বলিতেছ কেন? তুমি কি আমাদের সহিত যোগদান করিতে অসম্মত, না আমাদিগকে কোন যুক্তি দেখাইয়া সংকল্পচ্যুত করিবার জন্য আসিয়াছ?—তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা ভাই স্পষ্ট করিয়া বল।"

এ কথায় জনতার মধ্যে ভীষণ গোলমাল উঠিল, সকলেই সমস্বরে বলিতে লাগিল, "উত্তর দিন! এ কথার উত্তর দিন!"

তখন সোগোরো ধীর ও প্রশান্তভাবে বলিলেন, "ভাই সকল! তোমরা যে জন্য এখানে সমবেত হইয়াছ, এবং এখানে আসিয়া যে যুক্তি করিয়াছ, আমি তাহা সমস্তই অবগত আছি; আমি তোমাদিগকে সংকল্পচ্যুত করিতে আসি নাই এবং তোমাদের উদ্দেশ্যের সহিত আমার উদ্দেশ্যের কোনও পার্থক্য নাই। তোমরা সকলেই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হইতেছ; কিন্তু তোমাদের একবার বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, আমাদের আবশ্যক কি, কি জন্য আমরা সদরে যাইতেছি এবং সেখানে যাইয়া আমরা বলিব কি? ঐগুলি প্রথমেই আমাদের ভাবা উচিত।

বর্ত্তমানে জমীর উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইয়াছে এবং ব্যবহারিক তৈজসপত্রের উপর মাশুল বসিয়াছে, ইহা রদ করিবার জন্যই তো আমাদের এই আন্দোলন ? আমরা আমলাদের নিকট এজন্য বিচারপ্রার্থী হই, কিন্তু তাহারা বলে যে, রাজার আদেশমত এই সমস্ত কর বসিয়াছে ; কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, আমাদের বিশ্বাস, আমলারা এই করগুলি বসাইয়া টাকাটা নিজেরাই আত্মসাৎ করিতেছে এবং পীড়াপীড়ি করিলে রাজার উপর দোষ চাপাইয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিতেছে, আমরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য সদরে যাইতেছি ;—কেমন, এই তো কথা ?"

রোকুরবেই বলিলেন, "হাঁ, তুমি ঠিক কথাটাই ধরিয়াছ ; এই জন্যই আমরা সদরে যাইতেছি ; সদরে গিয়া রাজা মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিব স্থির করিয়াছি।"

সোগোরো সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু ভাই, ঐখানেই তোমরা ভুল করিয়াছ।"

রোকুরবেই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন, "কি আবার ভুল করিয়াছি ? তোমার কথা তো বুঝিতে পারিলাম না।"

সোগোরো বলিলেন, "তবে বুঝাইয়া বলিতেছি শুন ; যদি তোমরা সেখানে রাজার পায়ে ধরিবার জন্যই যাইতেছ, তাহা হইলে এত লাঠি-সোটার আমদানী কেন ? আমরা যদি সদরে গিয়া হুজুরের সাক্ষাৎ পাই ও তাঁহাকে আমলাদের অত্যাচারের কথা বুঝাইয়া বলিতে পারি, আর তিনি যদি তাহার প্রতীকার করিবার অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলেই তো সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাইবে ; কিন্তু তিনি যদি নিজেই এই কর বসাইয়া থাকেন, আর যদি সেই কর রদ করিতে স্বীকার না করেন, তাহা হইলে হয় তো তখন আমাদিগের অস্ত্র ধরিবার সময় আসিবে ; কিন্তু অগ্রে তাঁহার মনের ভাব বুঝা আবশ্যক ; সুতরাং এখন সাজিয়া গুজিয়া দলবল

লইয়া সেখানে যাওয়া উচিত নহে। আর একটী কথা, এরূপ ভাবে দাঙ্গাকারীর বেশে রাজধানীতে গেলে আমাদের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, কারণ, যদি সোগুন বাহাদুর শুনেন যে, সকুরাগড় তালুকের প্রজারা দল বাঁধিয়া দাঙ্গা করিবার জন্য রাজধানীতে জমায়েত হইয়াছে, তাহা হইলে হয় তো তিনি ফৌজ পাঠাইয়া আমাদিগকে কয়েদ করিয়া ফেলিবেন। সেই জন্যই বলিতেছি, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।”

সোগোরোর যুক্তি-সঙ্গত কথায় দলের মাতব্বর লোকগুলি সকলেই সম্মত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাই! তোমার যুক্তি সারগর্ভ সন্দেহ নাই; এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য, তুমিই তাহা বলিয়া দাও।”

সোগোরো বলিলেন, “ভাই সকল! তোমরা দশ জনে মিলিয়া যাহা স্থির করিয়াছ, আমি তাহা অপেক্ষা আর অধিক কি বলিব? তবে আমার বিশ্বাস, দল বাঁধিয়া সদরে যাইলে আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে না; বরং তাহাতে আমাদের বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক; যদি কলে কৌশলে কাজ গুছাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সকলেরই সদরে যাইবার আবশ্যক নাই, দলের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি সদরে যাউক, তাহারা সদরে গিয়া রাজার অভিপ্রায় জানিয়া আসুক, তখন যদি জানা যায় যে, রাজার অভিপ্রায় ভাল নয়, তাহা হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করা যাইবে; কিন্তু যতক্ষণ প্রধানেরা ফিরিয়া না আসিবেন, ততক্ষণ তোমাদিগকে স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই জন্যই তোমাদিগকে বলিতেছি, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রাণ দিবার প্রয়োজন নাই, অপেক্ষা কর, প্রাণ দিবার সময় আসিবে; অকারণে প্রাণদান করিয়া স্ত্রীপুত্রকে অনাথ করা অপেক্ষা সৎকার্য্যে প্রাণদান করাই শ্রেয়ঃ।”

সোগোরোর কথাগুলি সমবেত সমস্ত লোকগুলিরই মনঃপূত হইল।

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "সোগোরো মহাশয়ের কথাই ঠিক; আমরা ইহাতে রাজী আছি।"

সোগোরো আবার বলিলেন, "ভাই সকল! তোমাদিগকে আর একটী কথা বলিয়া রাখি; আমলাদিগকে জব্দ করিবার জন্য যেন তোমরা মাতিয়া উঠিও না; আমাদের জব্দ করিলে আমাদের বিশেষ কোন লাভ হইবে না; সুতরাং দাঙ্গা ও হাঙ্গামার দিকে মন না দিয়া যাহাতে আমাদের কার্য্যোদ্ধার হয়, যাহাতে আমাদের দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান হয়, সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সেই জন্য তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি, যে পর্য্যন্ত প্রধানেরা কোন সংবাদ লইয়া ফিরিয়া না আসেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা যেন কোন গোলযোগ বাধাইও না।"

সোগোরোর কথায় সকলেরই মন স্থির হইল, সকলেই তাঁহার কথা-মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল। এই সময় রোকুরবেই বলিলেন; "তোমার কথামতই কার্য্য করা স্থির হইল, প্রধানেরা পরামর্শ করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা হউক একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন; কিন্তু আমার আর একটা কথা বলিবার আছে; প্রধানেরা সদরে যাইলে ইতিমধ্যে যদি আমলা প্রজাদের পীড়ন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কি করা যাইবে?"

রোকুরবেই এই প্রশ্ন তুলিবামাত্র আবার জনতামধ্যে গোলমাল উঠিল, অনেকে বলিতে লাগিল, "আমরা পরিবারবর্গের নিকট শেষ বিদায় লইয়া আসিয়াছি, এখন বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব, তাহা বলিয়া দিন।"

সোগোরো কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাহার পর তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ভাই সকল, আমি তোমাদিগকে শুধু উপদেশ দিবার জন্য এখানে আসি নাই। তোমাদের অদৃষ্টের

সহিত আমারও অদৃষ্ট বিজড়িত, চল, আমরা আজই সাতগ্রামের সাতজন প্রধান মিলিয়া জেডো যাত্রা করি; সেখানে যাইলেই আমরা সমস্ত বুঝিতে পারিব। যদি দেখি, রাজার হুকুমেই এই সমস্ত জুলুম হইতেছে, তাহা হইলেও আমরা নিবৃত্তি হইব, রাজার হুকুম রদ করিবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব; কিন্তু যদি তাহাতেও রাজা স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে আর একটা উপায় অবলম্বন করিব।"

তৎক্ষণাৎ জনতা হইতে প্রশ্ন উঠিল, "সে উপায় কি?"

সোগোরো বলিলেন, "সে উপায় আমি এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারিব না; কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে মন্ত্র প্রকাশ করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, আজই আমরা জেডো যাত্রা করিব, তোমরা এই কয়টা দিন আমাদের উপর বিশ্বাস করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর; যদি ইতিমধ্যে কোন বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে আমাদের মুখ চাহিয়া তাহা ধীরভাবে সহ্য করিও। তোমরা কি ভাই সকল আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া এই কয়টা দিন অপেক্ষা করিতে পারিবে না?"

জনতা হইতে সমস্বরে উত্তর হইল, "পারিব—নিশ্চয় পারিব।"

অতঃপর সোগোরো সেই জনতার মধ্যে হইতে বিভিন্ন গ্রামের ছয় জন প্রধান নির্ব্বাচিত করিয়া সেই রাত্রেই জেডো যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সোগোরো সঙ্গীগণের সহিত রাজধানী জেডোয় উপস্থিত হইয়া একটী হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানেই তাঁহারা সঙ্কল্পসিদ্ধি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, তাঁহারা কোন প্রকারে রাজা মাসানবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইবেন।

সোগোরো ও তাঁহার সঙ্গীরা রাজার সহিত সাক্ষাৎকার যত সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ফলে কিন্তু তাহা হইল না। সপ্তাহকাল ধরিয়া তাঁহারা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া দূরের কথা, তাঁহারা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সমর্থ হইলেন না।

সুচতুর দেওয়ান সুগিয়ামা অসন্তুষ্ট প্রজাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। তিনি মাসানবু হোট্টার দরবারের প্রধান প্রধান আমলাদের জানাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, নূতন কর আদায় করা হইতেছে বলিয়া প্রজারা একটু গোলযোগ করিতেছে; সম্ভবতঃ এ জন্য তাহারা সদরে হুজুরের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে; কিন্তু

তাহাদিগকে যেন কোন ক্রমে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, তাহারা যেন হুজুরের দেউড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি পর্য্যন্ত না পায়।” জেওয়ানজীর এই কড়া হুকুম শুনিয়া মাসানবুর আর্‌গারা বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাসাদের দ্বাররক্ষকদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, সকুরাগড়ের কোনও প্রজা যেন প্রাসাদে প্রবেশ করিতে না পারে। এই জন্য সোগোরো ও তাঁহার সঙ্গীগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই।

অনেকবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও সোগোরো কিন্তু চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—তিনি স্বেচ্ছায় যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যতদিন তাহার একটা উপায় স্থির করিতে না পারিবেন, ততদিন সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। সোগোরোর সহযোগীদের মধ্যে অনেকেই ক্রমে নিরাশ হইতেছিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে সোগোরো তাঁহার সহযোগীদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদ-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

চীবাগ্রামের প্রধান চুজো প্রতীকারের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পথে আসিতে আসিতে তিনি হতাশভাবে বলিতে লাগিলেন, “আশার মোহিনী মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া এই কয় দিন আমরা তো ক্রমাগত ফটক পর্য্যন্ত যাতায়াত করিলাম,—কিন্তু তাহাতে কি ফললাভ হইল? রাজা ও প্রজার মধ্যে যে দুর্ভেদ্য আবরণ রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া আমরা কি কোনও কালে রাজার সম্মুখীন হইতে পারিব? কখনও কি আমরা আমাদের অভাব অভিযোগ রাজার গোচর করিতে সক্ষম হইব? হায়! বুঝি আমাদের অত্যুচ্চ আশা এবার আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল!”

তাকানো গ্রামের প্রধান সাবুরবেই চুজোর হতাশব্যঞ্জক কথাগুলির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, “চুজো ভাই, তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ;

বুঝি, এ যাত্রা আর আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। এই ফটক অতিক্রম করিয়া রাজদরবারে যাইবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কখনও যে সফল হইবে, এমন আশাও নাই। নগণ্য তুচ্ছ প্রহরী—যাহাদিগকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, তাহাদের হস্তেই আমাদিগকে নিগৃহীত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে!—ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? দুর্ব্বৃত্তেরা আমাদিগকে ভিক্ষুকেরও অধম মনে করিয়া প্রত্যেকবার বিতাড়িত করিয়াছে। আমাদের তো রক্ত-মাংসের শরীর,—এ সব কি সহ্য করা যায়? আর রাজার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, শত বৎসরেও আমাদের এ চেষ্টা সফল হইবে না, চল, আমরা সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।”

সোগোরো এতক্ষণ ধীরভাবে সহযোগীদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। সাবুরবেইয়ের কথা শেষ হইলে তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন “তোমরা বলিতেছ কি? যদি এই সামান্য প্রতিবন্ধকে আমরা ভীত হইয়া সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলে আর কখনও কি আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে? রাজার অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের উৎকট আকাঙ্ক্ষার গতিরোধ করিতে ভবিষ্যতে কি তোমরা সমর্থ হইবে? রাজদরবারে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়া যদি আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি, অত্যাচারস্পৃহা অতঃপর কি শত সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে না মনে করিয়াছ? ভাই সব! উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যখন আমরা স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গের স্নেহ-মমতা পরিত্যাগ করিয়াছি, প্রিয়তম জন্মভূমির স্নেহময় অঞ্চলাবরণ পরিত্যাগ করিয়া প্রতীকার-কামনায় যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যখন আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, তখন আমরা তুচ্ছ প্রতিবন্ধকে ত্রস্ত হইব কেন? যত বিঘ্ন-বাধা, যত বিপদ-আপদ উপস্থিত হউক না কেন, আমরা কোনক্রমে সঙ্কল্পচ্যুত হইব না; আমাদের একাগ্রতায় বিঘ্ন-বাধা অপসৃত হইবে, সাধনার প্রভাবে নিশ্চয়ই আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে। রাজার দর্শন পাইবার

জন্য আমরা অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অদ্যও একবার চেষ্টা করিব; অদ্যকার চেষ্টাই আমাদের শেষ চেষ্টা; যদি অদ্যও আমাদের চেষ্টা বিফল হয়, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিব।”

সোগোরোর এই উৎসাহবাক্যে তাঁহার সঙ্গীগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া সোগোরোর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা রাজা মাসানবুর প্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

রাজধানী জেডোর প্রান্তভাগে রাজা মাসানবুর প্রাসাদ অবস্থিত। প্রসাদের উভয় পার্শ্বে সুপ্রশস্ত সুদৃশ্য উদ্যান; এই উদ্যান প্রাসাদের সহিত সংলগ্ন; উদ্যান ও উদ্যানবাটীর চতুর্দ্দিক্ পরিখায় পরিবেষ্টিত। পরিখার পার্শ্বে পার্শ্বে অবিচ্ছেদে কর্ম্মচারিগণের বাসগৃহ; গৃহগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার মধ্যস্থলে প্রাসাদের প্রকাণ্ড ফটক; ফটক সশস্ত্র-প্রহরী-রক্ষিত; পাঁচ সাত জন সশস্ত্র প্রহরী প্রায়ই ফটক রক্ষা করিয়া থাকে।

সোগোরো ও তাঁহার সঙ্গীগণ যখন ফটকের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরীরা ফটকের সম্মুখে প্রস্তরাসনে বসিয়া গল্প করিতেছিল। সোগোরো ও তাঁহার সঙ্গীদের দেখিয়াই তাহারা বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

একজন প্রহরী বলিল, “হুজুরের সকুরা-তালুকের এই প্রজাগুলা আমাদিগকে জ্বালাতন করিয়া মারিল; ঐ দেখ, আজ আবার জ্বালাইতে আসিতেছে।”

দ্বিতীয় প্রহরী মুরুব্বিচালে বলিয়া উঠিল, “লোকগুলা একেবারে নাছোড় বান্দা; তাড়া খাইয়া আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতেছি, ওদের সঙ্গে পারিবার যো নাই। লোকগুলা দলে ভারী, আবার দেহেও বেশ ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হৌক, চল আমরা দেউড়ী আটকাইয়া দাঁড়াই; কি জানি, যদি রাগিয়া একটা হাঙ্গামা বাধায়, অথবা আমাদের হাত ছাড়াইয়া হুজুরের দরবারে ছুট দেয়?”

বক্তার যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অন্যান্য প্রহরীদের চমক ভাঙ্গিল, সকলে শশব্যস্তে ফটক আটকাইয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে সোগোরো সদলে ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই প্রহরীরা হাঁকিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিল, "হটিয়া যাও।"

সোগোরো প্রহরীদের গর্জ্জনে দমিলেন না বা একপদও হটিলেন না; বরং সম্মুখে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া প্রহরীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই সব; আমরা সকলেই রাজার তালুকের প্রজা; আমাদের বড়ই বিপদ্, রাজার কাছে আমাদের গুরুতর দরখাস্ত আছে; সেইজন্যেই তোমাদের নিকট বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও আমরা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। আমাদের বিশেষ আবশ্যক না হইলে আমরা কখনও তোমাদের নিকট এত কাঁদাকাটি করিতাম না। আজ আমাদের শেষ চেষ্টা। ইহা আমাদের মরণ-বাঁচনের কথা! আজ আমাদিগকে ভিতরে যাইতে দিতেই হইবে; অন্ততপক্ষে আমাদের এই দরখাস্তখানি রাজার কাছে পাঠাইয়া দিতে হইবে।"

সোগোরোর কথা শুনিয়া একজন প্রহরী বলিল, "দেখ, তোমরা রোজ রোজ দেউড়ীর কাছে আসিয়া গোলমাল করিতেছ, এ কথা হুজুরের কাণে গিয়াছে। তিনি তোমাদের এই বেয়াদবির কথা শুনিয়া মহাখাপ্পা হইয়া হুকুম দিয়াছেন যে, প্রজারা এবার গোলমাল করিতে আসিলেই তাহাদিগকে যেন দাঙ্গাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। সেইজন্য তোমাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, এই বেলা সরিয়া পড়, দেউড়ীর কাছে ভিড় করিও না, তাহাতে তোমাদের মহা বিপদ্ হইবে।"

সোগোরো বলিলেন, "আমরা আজ আর ও সব কথা শুনিতেছি না, আমরা এবার প্রাণপণ করিয়াছি; আজ যাই হোক, একটা বিহিত করিবই করিব। তোমরা যদি আমাদের দরখাস্ত রাজার নিকট পাঠাইয়া না দাও,

তাহা হইলে আমরা এই দেউড়ীর সম্মুখে পড়িয়া থাকিব, এক পদও নাড়িব না।”

সোগোরোর সহযোগিগণও এই সঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমরা এক পদও নাড়িব না।”

প্রহরীরা প্রমাদ গণিল। এইরূপ গোলমালে তাহারা আর কখনও পড়ে নাই; এখন যে তাহাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা তাহারা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

এই সময় একজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি সহসা প্রহরীদের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রহরীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। আগন্তুকের সুন্দর আকৃতি ও তাঁহার পোষাকের পারিপট্য দেখিয়া তাঁহাকে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই বোধ হইল।

তিনি বাহিরে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে এত গোলমাল কেন?”

একজন প্রহরী সসম্ভ্রমে বলিল, “এই হুজুর, হুজুরের তালুকের প্রজারা গোলমাল করিতেছে।”

আগন্তুক সোগোরো ও তাঁহার সহযোগিগণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আপনারাই সকুরা হইতে আসিয়াছেন?”

সোগোরা বলিলেন, “হাঁ, আমরাই আসিয়াছি; আমরা রাজাবাহাদুরের সকুরা-তালুকের প্রজা।”

আগন্তুক বলিলেন, “আমি রাজাবাহাদুরের একজন কর্ম্মচারী, আমার নাম ইকেউরা। শুনিলাম, আপনারা খাজনা ও মাশুল তুলিয়া দিবার জন্য রাজার নিকট অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের এত দূরে আসিবার আবশ্যক কি? প্রথমে আপনাদের সকুরার তালুকে অভিযোগ উপস্থিত করাই কর্ত্তব্য ছিল।”

কাটাসুতা গ্রামের প্রধান জুয়েমন বলিলেন, “আমাদের পরম সৌভাগ্য,

আমাদের প্রতি আপনার দয়া হইয়াছে। সকুরা-কাছারীর আমলা মহাশয়ের নিকট আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া কাঁদাকাটি করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা আমাদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন নাই, আমাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহেন নাই। সম্প্রতি দেওয়ানজী মহাশয়ের নিকটও অভিযোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনিও তাহার বিচার করিলেন না; কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে খোদ রাজার নিকট আসিতে হইয়াছে।"

সোগোরো বলিলেন, "সকুরা-তালুকের দেওয়ানজী ও তাঁহার আমলাদের অত্যাচারে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছি। যদি রাজাবাহাদুর ইহার কোন প্রতীকার না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে সকুরা তালুকের চারিশত গ্রামের অগণ্য অসংখ্য প্রজা অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সমগ্র সকুরাগড় দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর লীলানিকেতন হইবে—শ্মশানে পরিণত হইবে! ভবিষ্যতের এই শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া হতভাগা প্রজারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহাদের হিতাহিত-জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে। সে দিন তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রতীকার-কামনায় সদরে রাজদরবারে আসিয়াছিল।"

ইকেউরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অস্ত্র-শস্ত্র ধরিয়াছিল?—ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার আর কিছুই নয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া কাতর প্রার্থনা করিয়া যখন তাহারা কোন প্রতীকার পাইল না, ক্রমেই যখন সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল, মুষ্টিমাত্র অন্নের সংস্থান পর্য্যন্ত রহিল না; যখন তাহারা দেখিল ধ্বংস অনিবার্য্য—আশা-ভরসা সুদূরপরাহত, তখন তাহারা মুক্তির জন্য সচেষ্ট হইল; হঠকারিতাকেই তাহারা মুক্তিলাভের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিল। তাহারা ভাবিল, অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সদরে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের মনোবেদনা জানাইলেই তাহাদের মুক্তি হইবে।"

ইকেউরা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি উৎকট কল্পনা!—তার পর?"

"তাহার পর আমরা তাহাদিগকে বিস্তর বুঝাইয়া শান্ত করিয়া নিবৃত্ত করিলাম। অবশেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আমরা সাতজন প্রধান প্রতীকার-কামনায় রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছি। শুনিয়াছি, আমাদের রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-অবতার; প্রজার কাতরপ্রার্থনা তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হয় না; সেই জন্যই আমরা তাঁহার দরবারে বিচারপ্রার্থী হইবার আশা করিয়াছি; এখন আপনি যদি আমাদের প্রতি সদয় হন, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে রাজদরবারে লইয়া যান, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।"

সোগোরোর সহযোগীরা সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই হুজুর, আপনাকে এই অনুগ্রহটুকু করিতেই হইবে, আপনার এই অনুগ্রহের উপর সকুরার লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ নির্ভর করিতেছে।"

ইকেউরার হৃদয় বিপন্ন প্রজাগণের এই হৃদয়ভেদী কাহিনীতে অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তিনি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সোগোরো বুঝিলেন, তিনি বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন; বুঝিলেন, তুচ্ছ প্রহরী হইতে সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কোন সতর্ক ইঙ্গিত রহিয়াছে! অতঃপর সোগোরো নিতান্ত বিনীতভাবে ইকেউরাকে বলিলেন, "মহাশয়, আমাদিগকে দরবারে লইয়া যাইতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দরখাস্তখানি কোন ক্রমে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিন। আপনাকে সম্ভ্রান্ত সামুরাই বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইজন্য আমরা আপনার নিকট এতটুকু আবদার করিতেছি; আশা করি, গরীব প্রজাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এই দরখাস্তখানি যদি রাজার হস্তগত হয়, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব।"

ইকেউরা অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সকুরার প্রজাগণের কোনও কথা রাজার কর্ণগোচর করা সম্বন্ধে কড়া হুকুম রহিয়াছে। ইকেউরা ভাবিলেন, "যদি হুকুম অমান্য করিয়া প্রজাদের দরখাস্তখানি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার তো বিপদ্ হইবেই,

তাহা ছাড়া দরখাস্তকারিগণেরও সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এ ক্ষেত্রে উঁহাদিগকে নিরস্ত করাই কর্ত্তব্য।"

অতঃপর তিনি প্রজাগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় আপনারা এ সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করুন; একেবারে রাজদরবারে যাইলে কিংবা দরখাস্ত পাঠাইলে সহজে যে সুবিচার হইবে এমন বোধ হয় না, বরং তাহাতে আরও বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনারা এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করুন।"

ইকেউরার মুখে এই প্রকার নিরাশব্যঞ্জক কথা শুনিয়া, সোগোরোর সঙ্গিগণ অসংযত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা ইকেউরাকে মহা পীড়াপিড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সোগোরো ইঙ্গিতে তাহাদগকে নিবারণ করিলেন।

অতঃপর সোগোরো ইকেউরাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহার সহযোগিগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজদর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া সোগোরো সঙ্গিগণের সহিত বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাসায় আসিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সোগোরোর সঙ্গিগণ এবার সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এ যাত্রা যে আর কোন প্রতীকার হইবে, তাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

বাসায় বসিয়া তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় মোহন্ত কোজেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন্তকে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, হৃদয়ে নূতন বল পাইলেন।

সোগোরো সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনি এত পরিশ্রম করিয়া এতদূর আসিলেন কেন? আপানার হয় তো কতই কষ্ট হইয়াছে।"

মোহন্ত বলিলেন, "আমার কষ্টের জন্য তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; তোমরা এখন কতদূর কি করিয়াছ বল। তোমাদের বিলম্ব দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ব্যাপার জানিবার জন্য আসিয়াছি। যাহা হউক, এখন কি খবর বল।"

সোগোরো যেডোয় আসিয়া অবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বলিলেন। ইকেউরার শিষ্টতার কথা বলিতেও বিস্মৃত হইলেন না।

হাঞ্জুরো বলিলেন, 'ইকেউরা লোকটী অতি শিষ্ট; প্রথমে বেশ মিষ্টকথা বলিয়া আমাদিগকে তুষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু শেষে কেমন ভয় পাইয়া গেল,

দরখাস্তখানি পর্য্যন্ত লইতে সম্মত হইল না। সোগোরো মহাশয় যদি সে সময় আমাদিগকে তাড়াতাড়ি টানিয়া না আনিয়া, লোকটাকে আরও কিছু অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধি হইত।"

সোগোরো বলিলেন, "তোমাদিগকে তখন কেন যে ডাকিয়া আনিলাম, তাহা তোমরা বুঝিতে পার নাই, তাই একথা বলিতেছ। ইকেউরার কথার ভবে আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই; আমাদিগকে প্রশ্রয় না দেওয়া সম্বন্ধে উপর হইতে কোনও আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্য তিনি ইতঃস্তত করিয়াছিলেন। আমিও সেই জন্য আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া অন্য উপায় দেখিবার জন্য তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিলাম।"

চুজো বলিলেন, "আর কি উপায় আছে? এ যাত্রা যে আর কোন উপায় হইবে, এমন তো বোধ হয় না।"

সোগোরো বলিলেন, "ভাই সব নিরাশ হইও না; আমাদের এখনও একটা উপায় আছে।"

সকলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়?"

সোগোরো বলিলেন, "যে ব্রহ্মাস্ত্র এতদিন শেষ উপায় ভাবিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিব। ভাই সব! মাসাকাডো পাহাড়ে আমি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, যদি আমরা আমাদের তালুকের রাজার নিকট সুবিচার না পাই, তাহা হইলে আর একটী উপায় অবলম্বন করিব। সে কাজ এত দিন আমি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তাহা প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। সে উপায়—মহামান্য শোগুণ বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত। যখন আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমাদের তালুকের রাজা—সকুরাগড়ের রাজার নিকট সুবিচার পাইলাম না, তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আমাদের দেশের রাজা—শোগুণ বাহাদুরের শরণাপন্ন হইতে হইবে।"

সোগোরোর এই কথায় সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই পরস্পরের মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিলেন।

সোগোরো বলিলেন, "তোমরা যে আশ্চর্য্য হইলে দেখিতেছি! ইহা তো আশ্চর্য্যের কথা নয়; সকুরা হইতে আসিবার সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমরা ইহার যে কোন একটা বিহিত করিব; সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া এস ভাই সব, আজ আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।"

টীবা গ্রামের প্রধান চুজো বলিলেন, "সোগোরো, তুমি উত্তম প্রস্তাবই করিয়াছ। তোমার কথায় আবার আমাদের নিরাশ-হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে; আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আমাদের এই দুঃখের নিশা অচিরে অবসান হইবে, সুদিনের বিমল-আলোকে আমাদের অদৃষ্টাকাশ আবার আলোকিত হইবে। এস ভাই সব, আমরা সোগোরোর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হই "

দলের অপর সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের ইহাতে কোন আপত্তি নাই, সোগোরোর কথা-মত কার্য্য করিতে আমরা এখনি প্রস্তুত।"

সোগোরো সহাস্যে বলিলেন, "ভাই সব! এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না। আমাদের তালুকের রাজার দর্শন পাওয়াই যখন দুষ্কর, তখন মহামান্য শোগুণ বাহাদুরের দরবারে দরখাস্ত পেস করা কত কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়।"

রকুরবেই বলিলেন, "তাহা তো বটে! তবে কেমন করিয়াই বা আমরা ইহাতে সাফল্য লাভ করিব? মহামান্য শোগুণ বাহাদুরের দরবারে কি আমরা দরখাস্ত পেস করিতে সক্ষম হইব?"

সোগোরো বলিবেন, "ভাই সব! আমার মতের সহিত যখন তোমাদের মতের পার্থক্য হইতেছে না, তখন বোধ হয়, আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আমাদের সম্মুখে একটী সুযোগ উপস্থিত!"

"কি সুযোগ?"

"বর্ত্তমান মাসের ২০শে তারিখে মহামান্য শোগুণ বাহাদুর উয়েনো-মন্দিরে পিতৃপূজা করিতে গিয়া থাকেন। ঐ সময়েই আমাদিগের দরখাস্ত কোনক্রমে তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হইবে।"

"সেই কথাই উত্তম, তাহা হইলে ঐ সময়েই দরখাস্ত দাখিল করা যাইবে।"

সোগোরো বলিলেন, "কিন্তু এই কথাগুলি বলা যত সহজ, কার্য্যটী তত সহজ নয়। সোগুণ বাহাদুর যখন রাজকর্ম্মচারী ও সশস্ত্র সৈন্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, চতুর্দ্দলা আরোহণে মন্দিরে গমন করেন, তখন গন্তব্য পথগুলি বিশেষরূপে সুরক্ষিত হইয়া থাকে, গলীতে গলীতে পাহারা বসে, সে সময় সে পথে সাধারণ লোকের গমনাগমন নিষিদ্ধ, এমন কি, পথিপার্শ্বস্থ বাটীর জানালা-দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়; সুতরাং বুঝিয়া দেখ, রাস্তায় বাহির হইবার পক্ষেই যখন এত প্রতিবন্ধক, তখন সশস্ত্র সৈনিক ও রাজকর্ম্মচারিগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক শোগুণ বাহাদুরের সন্নিকটে অগ্রসর হওয়া কত কষ্টকর!"

"তবে কি হইবে?" নিতান্ত হতাশভাবে রকুরবে বলিলেন, "তবে কি হইবে?—ইহার কি উপায় করা যায়?"

সোগোরো বলিলেন, "আমার বিবেচনায় আমাদের মধ্যে এক জনকে এই কার্য্যের ভার লইতে হইবে; সে দরখাস্ত লইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইবে; অপর সকলকে সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।"

"ভাল, তাহাই যেন হইল, কিন্তু একজন লোকই বা কোন্ উপায়ে এত প্রতিবন্ধক কাটাইয়া রাজপথে উপস্থিত হইবে, এবং কেমন করিয়াই বা শোগুণ বাহাদুরের নিকটে গিয়া তাঁহার হস্তে দরখাস্ত প্রদান করিবে?"

সোগোরো বলিলেন, "অবশ্য একটী উপায় আছে। উয়েনোর বাগানে

প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটী নদী পার হইতে হয়। সেই নদীর উপর পাশাপাশি তিনটী সেতু আছে। মধ্যস্থলের সেতুটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত; সেই সেতুর উপর দিয়া শোগুণ বাহাদুরের চতুর্দ্দোলা যায়। এই কার্য্যে আমাদের মধ্যে যে নির্ব্বাচিত হইবে, তাহাকে এই সেতুর নীম্নে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। শোগুণ বাহাদুরের চতুর্দ্দোলা সেতুর নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার রক্ষকগণ অগ্র-পশ্চাতে পৃথক্ হইয়া পড়িবে, বাহকেরা কেবল চতুর্দ্দোলাটীই সেতুর উপর দিয়া লইয়া যাইবে। সুবিধাজনক স্থানে চতুর্দ্দোলাটী আসিলেই লুক্কায়িত ব্যক্তি হঠাৎ সেতুর উপর উঠিয়া পড়িবে এবং দরখাস্তখানি কোন ক্রমে চতুর্দ্দোলায় শোগুণ বাহাদুরের হস্তে নিক্ষেপ করিবে। এই পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে। যদি কোন ক্রমে দরখাস্তখানি শোগুণ বাহাদুরের হস্তগত হয়, তাহা হইলে অবিলম্বেই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।"

সোগোয়োর সারগর্ভ কথাগুলি শুনিয়া সকলেই নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, সোগোরো পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে কথা এই যে, আমাদের মধ্যে কে এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে? কাহার উপর এই ভার অর্পিত হইবে? প্রজাগণের দরখাস্ত শোগুণ বাহাদুরের হস্তগত হইলে, তিনি আমাদের রাজার বিচার করিবেন, রাজা হয় তো দণ্ডিত হইবেন, কিন্তু যে প্রজা শোগুণ বাহাদুরের চতুর্দ্দোলায় দরখাস্ত নিক্ষেপ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ পশ্চাতের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইবে। ধৃত প্রজার বিচারভার শোগুণ বাহাদুর তালুকের রাজার উপরেই অর্পণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্রুদ্ধ রাজার বিচারে সেই হতভাগ্য প্রজার কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে, তাহা তোমরা অবগত আছ। সাধারণতঃ এই অপরাধে প্রজার প্রাণদণ্ড হয়। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে, তাহার পরিণাম সহজেই অনুমেয়।"

সোগোরো নীরব হইলেন। তাঁহার যুক্তিসঙ্গত তেজোব্যঞ্জক কথা-গুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গিগণের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; প্রত্যেকের নয়নপ্রান্তে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! রাজধানী যেডোর তৎকালীন সুরক্ষিত বর্ত্মগুলি, অগণ্য অসংখ্য সৈনিক প্রহরী, উয়েনো-উদ্যান-সন্নিহিত নদীর উপরিস্থ সেতু, তাহার নিম্নে অবস্থান, চতুর্দ্দোলায় শোগুণের আগমন, সেতুতল হইতে সহসা উত্থান ও ক্ষিপ্রতা-সহকারে শোগুণ বাহাদুরের হস্তে দরখাস্ত প্রদান, পরক্ষণে সৈন্যগণের হস্তে গ্রেপ্তার, সকুরাগড়ের দরবারে বিচার, প্রাণদণ্ডের আদেশ, শূল-কাষ্ঠে শোচনীয় মৃত্যু প্রভৃতি ভয়াবহ ঘটনাগুলি প্রত্যেকেই অবধারণা করিয়া লইলেন, প্রত্যেকেই নিজেকে এই ঘটনাগুলির নায়ক বলিয়া স্থির করিলেন, প্রত্যেকেই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; প্রাণের জন্য—বিপদের জন্য—স্বার্থের জন্য—স্বপুত্র-পরিবার-বর্গের জন্য, কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হইল না, প্রলোভনের আকারের ঐ দৃশ্য সকলের নয়নপ্রান্তে প্রতিভাত হইয়া উঠিল; নর-জগতে চিরপ্রতিষ্ঠা-স্থাপনের—মাতৃভূমির ঋণপরিশোধের—আত্মোৎসর্গের এমন অপূর্ব্ব সুযোগ, সুন্দর অবসর আর তো সহজে ঘটিয়া উঠিবে না!—ধন্য জাপান!

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর টীবা গ্রামের প্রধান চুজো বলিলেন, "ভাই সব! তোমাদের মধ্যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং এ সম্মান আমারই প্রাপ্য; তোমরা এ জন্য চিন্তিত হইও না, আমি নিশ্চয়ই এই কার্য্য সম্পন্ন করিব। সোগোরো! ভাই! আজ আমার বড়ই সৌভাগ্যের দিন! তুমি সকলকে লইয়া সকুরায় যাও, আমি আমার কর্ত্তব্যসাধনের জন্য সচেষ্ট হই।"

কোইজুমী গ্রামের প্রধান হাঞ্জুরো অতঃপর বলিয়া উঠিলেন, "না ভাই, এ ক্ষেত্রে তোমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইতে পারে না, বয়সের

আধিক্য কার্য্যসিদ্ধির পরিচায়ক নহে, শারীরিক সামর্থ্যের উপরই এই প্রকার গুরুতর কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে। আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিও; কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, এই হিসাবে এই সম্মান আমারই প্রাপ্য।"

চুজো এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন, "ইহা কখনই হইতে পারে না, এ সম্মানলাভের এক-মাত্র পাত্র আমি; আমি এই কার্য্যে আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়াছি, তুমি ভাই তাহাতে প্রতিবন্ধক হইও না, আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিও না।"

মোহন্ত কোজেন এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, মনোযোগ সহকারে তিনি সোগোরোর কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দুইজন প্রধানকে আত্মদানের জন্য দ্বন্দ্ব করিতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন; বলিলেন, "বৎসগণ, মৃত্যু-সম্মান গ্রহণের জন্ত তোমাদিগকে এত ব্যস্ত দেখিয়া আমি পরম প্রীত হইলাম। ইহাতে তোমাদের সদ্গুণেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সম্মান সোগোরোর প্রাপ্য। তোমরা ত সকলেই অবগত আছ, অপর তালুকে সোগোরোর নিবাস, সোগোরোর পিতা একজন সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তালুকের রাজা সোগোরোর যথাসর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া সোগো-রোকে নির্ব্বাসিত করে। সোগোরো তখন নিরাশ্রয় হইয়া আমার আশ্রমে আসে। ক্রমে তাহার সদ্গুণে সমগ্র সকুরাগড় মুখরিত হইয়া উঠে; স্বর্গীয় সোয়েমন মহাশয় সোগোরোর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। ইহাতেই বুঝিয়া দেখ, নিরাশ্রয় সোগোরো-রিক্তহস্তে সকুরায় আসিয়া নিজের গুণে ক্রমে ক্রমে ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র সমস্তই পাইয়াছে। সোয়েমন মহাশয়ের মৃত্যুর পর তোমরাও সোগোরোকে সাদরে প্রধান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছ।—

এই সমস্ত কারণে সোগোরো তোমাদের নিকট ঋণী ; সোগোরো এ পর্য্যন্ত তোমাদের ঋণপরিশোধের সময় পায় নাই, এবার তাহার সেই সুযোগ উপস্থিত। আমার মতে সোগোরোর এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। সোগোরো যদি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সম্মানজনক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বিধাতার নিকট সে যে উপকার পাইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে সক্ষম হইবে।"

সোগোরোর বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি সানন্দে মোহন্ত মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি যথার্থই সুবিচার করিয়াছেন ; এ সম্মান আমারই প্রাপ্য।"

অতঃপর সোগোরো সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভাই সব! তোমরা ক্ষুণ্ণ হইও না, আমিই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম ; আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে তোমাদের আর আপত্তি থাকিবে না।"

মোহন্ত কোজেনের কথা অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না, কাজেই সোগোরোর কথায় সকলকে সম্মত হইতে হইল। অতঃপর সোগোরোকে লক্ষ্য করিয়া কোজেন বলিলেন, "বৎস, তুমি প্রস্তুত হও, এখনই তোমাকে কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, আমরাও সকুরায় যাইব, কিন্তু দেহমাত্র সকুরায় যাইবে, মন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। তুমি কাজ সারিয়া লও।"

সোগোরো পার্শ্বের একটী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সোগোরো যতক্ষণ সঙ্গিগণের নিকটে ছিলেন, ততক্ষণ পরিবার-বর্গের অবস্থার কথা তাঁহার মনে হয় নাই। পার্শ্বের নির্জ্জন কক্ষে আসিবামাত্র পরিবারবর্গের চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইলেন। সোগোরো ভাবিতে লাগিলেন, "নিগৃহীত দরিদ্র প্রজাগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা-মোচনের জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করিলাম, আমাকেই এক্ষণে সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে : দেশের জন্য—দশের জন্য অবিলম্বে আমাকে দুর্গম কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে ; এই দুঃসাধ্য সাধনার পরিণামে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য ; এই গৌরবজনক মৃত্যু প্রত্যেক নিষ্কাম দেশভক্তের কামনার বস্তু,—এজন্য আমি বিন্দুমাত্র সন্তপ্ত নহি।—কিন্তু আমার মৃত্যুতে আমার প্রাণাধিকা চূতা, আদরের পুত্র-কন্যা—তাহাদের অবস্থা কি হইবে? সকুরা পরিত্যাগের সময় আমি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় পর্য্যন্ত লইয়া আসিতে পারি নাই, প্রতিদিন—প্রতি দণ্ডে—প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে!--কিন্তু তাহাদের সেই সাগ্রহ প্রতীক্ষা কখনও কি পূর্ণ হইবে?—আর কি আমার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে? প্রাণাধিকা চূতা—জানি না, আমার এই দীর্ঘকালব্যাপী নিরুদ্দেশে সে কতই ব্যথিতা হইয়া পড়িয়াছে, কত আগ্রহে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু যখন এই অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা

সে শুনিবে—তাহার হতভাগ্য স্বামী রাজার বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—শূলকাষ্ঠে তাহার দেহ শতধা খণ্ডিত হইবে, তখন অভাগিনীর অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিবে!—উহুঃ! তাহা স্মরণ করিলেও আমি ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হইয়া পড়ি!"

সোগোরো আর অশ্রুসংবরণে সমর্থ হইলেন না; তাঁহার নেত্রপ্রান্ত হইতে সবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। পরক্ষণে সোগোরো কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন," ছি! ছি! এ আমি কি করিতেছি! কেন আমার এত দুর্ব্বলতা! আর এক দণ্ড পরে যাহাকে কর্ত্তব্যসাধনের জন্য জীবন-সংগ্রামে মত্ত হইতে হইবে, পরিবারবর্গের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অবিলম্বে যাহাকে মৃত্যুর দ্বারদেশে অগ্রসর হইতে হইবে,—তাহার কেন এ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য? কেন তাহার এ অশ্রুধারা? স্ত্রীপুত্রের জন্য কেন তাহার এত মমতা?"

সোগোরোর সর্ব্বশরীর ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিল; তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া সোগোরো দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর লিখিবার উপকরণসমূহ রহিয়াছে। সোগোরো আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আবার চুতার কথা—পুত্রদের কথা তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিল। সোগোরো চুতাকে একখানি বিদায়-পত্র লিখিবার জন্যই এই কক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। কিন্তু কি লিখিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বিদায়—জন্মের মত বিদায়—প্রাণাধিক চুতা—স্নেহের পুত্র কন্যা—সাধের সংসার—সকলেরই নিকট বিদায় গ্রহণ,—তাহার বিবরণ এই পত্রে লিখিত হইবে! তাহা কি সম্ভব? অভাগিনী চুতা এই শেষ বিদায় পত্র পাইয়া কি মনে করিবে? এই অপ্রত্যাশিত পত্রে সে যে জগৎসংসার অন্ধকার দেখিবে! সংসারে

আপনার বলিতে তাহার যে আর কেহ থাকিবে না!—আর সোগোরো? সেই বা কেমন করিয়া তাহার প্রাণাধিকা ধর্ম্মপত্নীকে এই নিষ্ঠুর পত্র লিখিবে? তাহার তো রক্তমাংসের শরীর! সোগোরো অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর অবশ হইল, শ্লথ-হস্ত হইতে লেখনী খসিয়া পড়িল; সোগোরো পত্র লিখিবার আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। কাষ্ঠাসন হইতে উঠিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সোগোরো ভাবিতে লাগিলেন, "ছি! ছি! আমি কি করিতেছি! স্ত্রী-পুত্রের স্নেহে আবদ্ধ হইয়া মাতৃভূমিকে ভুলিতে বসিয়াছি! সংসারচিন্তায় আত্মহারা হইয়া আমার গুরুতর দায়িত্ব—কঠোর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছি! ছি! ছি! আমি অতি অপদার্থ—অতি হীন! ধিক্ আমাকে! এই ভাবে আমাকে আত্মহারা দেখিলে, আমার সঙ্গীরা কি মনে করিবে? তাহারা কি ভাবিবে না যে, আমি স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় আত্মহারা হইয়া কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছি? তাহারা কি আমাকে ভীরু কাপুরুষ ভাবিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখিবে না? মোহন্ত ঠাকুরই বা কি মনে করিবেন?—না, না, আর আমি তুচ্ছ পার্থিব চিন্তায় আত্মহারা হইব না; ভগবান অমিতাভ! আমার হৃদয়ে বল দাও।"

এই ভাবিয়া সোগোরো ভগবান অমিতাভের শরণাপন্ন হইয়া আবার কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন। তিনি একবার করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন, আবার লিখিতেছেন, তাহাও আবার অশ্রুধারায় মুছিয়া যাইতেছে; এমন সময় কোজেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সোগোরোর চক্ষে জল, হস্তে কলম। ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না।

মোহন্ত কোজেন ধীরে ধীরে সোগোরোর পশ্চাতে আসিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিলেন। সোগোরো চমকিয়া উঠিলেন।

কোজেন সোগোরোর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কি লিখিতেছ সোগোরো ?"

লজ্জায় সোগোরোর বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠাসন হইতে উঠিয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান হইলেন।

কোজেন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "সোগোরো! তুমি কি অবশেষে পিতৃপিতামহদের নাম ডুবাইবে? কি প্রকার গুরুতর দায়িত্ব এখন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না? এ সময় যদি তুমি বিচলিত হও, যদি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে তোমার পিতৃবংশ—শ্বশুরবংশ চিরকালের জন্য দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। বৎস, আমার কথা শুন, সংসারচিন্তায় এখন বিচলিত হইও না, অত্যাচার-প্রপীড়িত বিপন্ন দুঃস্থ প্রজাগণের প্রাণরক্ষার জন্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, এখন একাগ্রচিত্তে তাহাই সম্পাদন কর।"

কোজেনও সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, সংসারচিন্তায় তিনি অনভিজ্ঞ; সংসারের মায়া কাহাকে বলে, তাহা তিনি কখনও জানেন নাই; সুতরাং এই কথাগুলি বলিবার সময় সোগোরোর তৎকালীন শোচনীয় মানসিক অবস্থার কথা তাঁহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় নাই; কিন্তু কথাগুলি শেষ হইলে, যখন সোগোরোর বদনের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার করুণ-হৃদয় মুখের কঠোরতার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; ত্যাগী পুরুষের চক্ষু হইতেও আজ অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। সোগোরো যে তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয়—সোগোরো যে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন!

উভয়েই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সোগোরো প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! এই ভাবে আত্মহারা হওয়ায় আমি বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। ক্ষণেকের

জন্য আত্মহারা হইলেও আমি কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হই নাই। আপনি এজন্য চিন্তিত হইবেন না; আমার আশা আছে, সর্ব্বসমক্ষে আমি আজ যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, আপনার আশীর্ব্বাদে তাহা সম্পন্ন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব।"

কোজেন গদ্গদশ্রুলোচনে বলিলেন, "ভগবান্ অমিতাভ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

এই সময় সোগোরোর সঙ্গীগণ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিদায় লইতে আসিলেন।

চুজো বলিলেন, "ভাই সোগোরো, আমরা আর কি বলিব, দেবতারা যেন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

রকুরবেই বলিলেন, "সোগোরো, আমরা কয় বন্ধুতে একসঙ্গে সকুরা হইতে বাহির হইয়াছিলাম; কিন্তু হায়! সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তুমি আর আমাদের সঙ্গে রহিলে না। বন্ধুরত্ন! পুরুষসিংহ! আজ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ মুখে আমরা সকুরায় যাইব?—তোমার পরিণাম চিন্তা করিয়া আমাদের হৃদয় যে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে ভাই!" রকুরবেই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন তাঁহার সঙ্গীগণও নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।—আহা! সেই বিদায়-দৃশ্য কি শোচনীয়! কি মর্ম্মন্তুদ!

তখন সোগোরো দৃঢ়স্বরে বন্ধুগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এ কি ভাই সব, তোমরা কি করিতেছ? আমাকে এখন বিচলিত করিও না; এখন আমাকে সাহস প্রদান করাই তোমাদের কর্ত্তব্য; তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আমার উপর নির্ভর করিয়া তোমরা নিশ্চিন্তার থাকিও।"

কম্পিতকণ্ঠে রকুরবেই বলিলেন, "সোগোরো! ভাই! তবে তোমার সহিত এই আমাদের শেষ দেখা!—এই কি আমাদের শেষ বিদায় গ্রহণ?"

সোগোরো অবিচলিত-স্বরে বলিলেন, "শেষ কেন ভাই? ভগবান্ দিন দেন, আবার সাক্ষাৎ হইবে, অন্ততঃ মৃত্যুর প্রারম্ভে মশানেও সাক্ষাৎ হইবে। ভাই সব! আর বিলম্ব করিও না, তোমরা প্রসন্নমনে আমায় বিদায় দাও।"

প্রথমে কোজেন সোগোরোর মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর সকলেই শোকসন্তপ্ত চিত্তে রুদ্ধকণ্ঠে সোগোরোকে অভিবাদন করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। সোগোরো দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন যতক্ষণ বন্ধুগণ দৃষ্টিপথে বহির্ভূত না হইলেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর রুদ্ধকণ্ঠে নির্জ্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাসের ১৭ই উপস্থিত। সোগোরোর অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার আর তিন দিনমাত্র অবশিষ্ট। এই দিন প্রভাতে সোগোরো সরাই হইতে বাহির হইয়া রঙ্গস্থলটী উত্তমরূপে পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে উয়েনোর দিকে অগ্রসর হইলেন।

যথাসময়ে সোগোরো উয়েনোয় উপস্থিত হইলেন। উয়েনার সাঁকোর নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি তিনি বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সাঁকোর নিম্নে যে স্থানে তাঁহাকে অতর্কিতভাবে অবস্থান করিতে হইবে, এবং সোগুণের আগমনে সহসা যে স্থানে আবির্ভূত হইতে হইবে, তিনি সে স্থানগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সুবিধা অসুবিধা কিছুই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সোগোরো তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লইলেন।

উয়েনোর সন্নিকটে আশাকুশা নামে একটী অতি পবিত্র উদ্যান অবস্থিত। এই উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত কাননদেবীর মন্দির জগদ্বিখ্যাত। আশাকুশা জাপানের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ প্রধান তীর্থস্থান। এই মন্দিরে যাত্রীর আনাগোনার বিরাম নাই; প্রত্যহ শত শত ভক্ত দেবী-দর্শনের জন্য আগমন করিয়া থাকেন, অনেকে কেবল ভ্রমণ

করিতে বা উদ্যানের শোভা সন্দর্শনেও আসেন। সমস্ত দিন উদ্যানে জনতা থাকায় এস্থানে প্রত্যহই মেলা বসিয়া থাকে।

আশাকুশার এত সন্নিকটে আসিয়া সোগোরো দেবী-দর্শনের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে আশা-কুশার উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

আশাকুশা-উদ্যানের দৃশ্যও অতি চমৎকার, তাহার শোভার সীমা ছিল না। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত উদ্যান, উদ্যানের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার। দ্বারপ্রান্ত হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান, সেই সকল দোকানে ফল-ফুল, জপমালা, চিত্রপট, মন্ত্রখোদিত পাষাণখণ্ড প্রভৃতি বৌদ্ধপূজার উপকরণ-সমূহ বিক্রয়ার্থ সুসজ্জিত রহিয়াছে।

সোগোরো মন্দিরের সন্নিকটে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আশা-কুশার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশাকুশার এত সৌন্দর্য্য দেখিয়াও আজ সোগোরো শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, দুর্নিবার চিন্তাস্রোতে আবার তিনি মগ্ন হইয়া পড়িলেন; সংসারের চিন্তায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

এই সময় একটী বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে সোগোরোর সংজ্ঞা হইল। সোগোরো দেখিলেন, একটী বৃদ্ধা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, বৃদ্ধার সঙ্গে একটী বালিকা।

বৃদ্ধা বলিল, "বাবা, কিছু ভিক্ষা দাও।"

বৃদ্ধার এই কাতর প্রার্থনায় সোগোরোর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বলিলেন, "আহা! এ বয়সেও তোমাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইতেছে? তোমাকে দেখিয়া ভদ্রঘরের রমণী বলিয়া বোধ হয়; তোমার বাড়ী কোথায় বাছা?"

সোগোরোর এই সাদর প্রশ্নে বৃদ্ধা মুগ্ধা হইল। তাহার দুঃখে এ

পর্য্যন্ত কাহারও হৃদয় বিগলিত হয় নাই। সোগোরের কথায় আজ তাহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল; অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বৃদ্ধা বলিল, "বাবা! তোমার দয়ার শরীর, তাই আমার মত হতভাগিনীর দুঃখে তোমারও দুঃখ হইয়াছে। তোমার যখন দয়া হইয়াছে, তখন তোমাকে আমার দুঃখের কথা সমস্ত বলিব। সকুরায় আমার বাড়ী ছিল।"

সকুরার নাম শুনিয়া সোগোরোর কৌতুহল আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি সাগ্রহে বৃদ্ধার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল. "আমার স্বামী সকুরার একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে জানিতেন; কিন্তু দুর্দ্দিনে বজ্রাঘাতের মত একটা ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত হইল, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল!"

সোগোরো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামীর নাম কি ছিল, বাছা?"

বৃদ্ধা বলিল, "তাঁহাকে সকলেই গোহেই মহাজন বলিয়া জানিত।"

সোগোরো সবিস্ময়ে বলিলেন, "গোহেই মহাজন! আপনি কি তাঁহারই স্ত্রী?—কি আশ্চর্য্য!"

বৃদ্ধা বলিল, "তুমি কি তাঁহাকে জানিতে বাবা?"

সোগোরো বলিলেন, "খুব জানিতাম, আমার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল; আমার নাম সোগোরো, কোজুগ্রামে আমার নিবাস।"

বৃদ্ধা আনন্দে আত্মহারা হইল, সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "তুমিই সোগোরো? সোয়েমন মহাশয়ের পুষ্যিপুত্র তুমি?—বাবা! আমি এতক্ষণ তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

সোগোরো বলিলেন, "আমিও আপনাকে চিনিতে পারি নাই, তবে আপনাকে দেখিবামাত্রই বুঝিয়াছিলাম যে, আপনি কোন সম্ভ্রান্ত-ঘরের মহিলা।—সে যাহা হোক, আপনাদের কি প্রকারে এমন দুর্দ্দশা হইল? আপনার তো এক উপযুক্ত পুত্র আছে, সে এখন কি করিতেছে?"

বৃদ্ধা আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সোগোরোকে বলিল, "বাছা! তুমি তাহা হইলে আমাদের বিপদের কথা শোন নাই দেখিতেছি। সকুরার কাছারীর আমলারা আমার স্বামীর নামে এক মিথ্যা বদনাম রটায়, শেষে নিজেরাই তাহার বিচার করিয়া আমার স্বামীকে কয়েদ করে; আমার স্বামী গারদেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর পিশাচেরা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, এমন কি, ঘর-বাড়া পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়।"

সোগোরো বলিলেন, "আমিও সে সব কথা অবগত আছি; আপনার স্বামীকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত দেওয়ান কিছুতেই আমাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই; তত্রাচ আমরা নিরস্ত্র হই নাই, আমরা অন্য উপায় অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু কারাগারে সহসা মহাজন মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। তাহার পর আমলারা আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি ও বাসস্থান বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। আমরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষার গতিরোধের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনারা গোপনে সকুরা হইতে পলাইয়া আসাতেই তো এই বিপদ্ উপস্থিত হইল! আমলাদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গেল; পক্ষান্তরে আপনারা নিরুদ্দেশ হওয়ায় প্রজারাও নিরুদ্যম হইয়া পড়িল, পাপিষ্ঠেরা বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল;—আপনাদেরও দুর্দ্দশার সীমা র'হল না!"

বৃদ্ধা বলিল, "কি করিব বাছা, আমরা শুনিয়াছিলাম, আমলারা

আমাদের উপর অত্যাচার করিবে। সেই ভয়েই কাহাকেও না বলিয়া কহিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম।”

সোগোরোর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন, “সকুরার একজন প্রজার অস্তিত্ব থাকিতে, আমলারা কখনও আপনাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিত না; তাহারা যতই নিঃস্ব হউক না কেন, কিন্তু পুরনারীর মর্য্যাদারক্ষার জন্য তাহারা প্রাণ উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। আপনারা সকুরা হইতে চলিয়া আসিয়া ভাল কাজ করেন নাই; যদিও আমলারা আপনার ঘর-বাড়া কাড়িয়া লইত, তাহা হইলে কি আপনারা সকুরায় আশ্রয় পাইতেন না? সকুরার প্রজারা কি আপনাকে মাথায় করিয়া রাখিত না?”

বৃদ্ধা বলিল, “বাবা! সকুরায় থাকিলে বর্ত্তমান অবস্থায় পড়িতাম না সত্য, কিন্তু যেখানে আমার স্বামী সম্মান ও গৌরবের সহিত দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, আমর সেখানে পরের গলগ্রহ হইয়া হীনার মত কেমন করিয়া থাকিব? বিশেষতঃ আমরা যাহার গলগ্রহ হইতাম, আমলাদের আক্রোশে পড়িয়া সে বেচারাও হয় তো সর্ব্বস্বান্ত হইত— আমাদের মত নিরাশ্রয় হইত! এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া সকুরা হইতে চলিয়া আসিয়াছি।”

সোগোরো এ সম্বন্ধে বৃদ্ধাকে আর কোন কথা বলিলেন না; পূর্ব্বের অবস্থার কথা—জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া সকুরায় আগমনের কথা সহসা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—যে বিবেকবুদ্ধির অনুরোধে আমি একদিন কোয়েনোর প্রজাগণের অগোচরে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া সকুরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, এই নিগৃহীতা বৃদ্ধাও সেই বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের অসাক্ষাতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে!

সোগোরো বলিলেন, “আপনার পুত্র কোথায়? সে তো যোগ্য

হইয়াছে; সে কি এই দুঃসময়ে আপনাদের ভরণপোষণ করিতে পারে না?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আহা! তাহার কোন দোষ নাই, আমাদের ভরণ-পোষণের জন্য সে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াছে, মজুরী পর্য্যন্ত করিয়াছে; খাটিয়া খাটিয়া তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, এখন সে শয্যাগত, তাহার আর উঠিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নাই।"

"তাহা হইলে ভিক্ষাই এখন আপনাদের একমাত্র অবলম্বন, ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই?"

"আর কি উপায় আছে বাবা! তবে বৌমা শিল্পকাজ করিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে। কিন্তু রুগ্ন স্বামীর সেবায় ও সংসারের কাজ-কর্ম্মে তাহার আর সময় হইয়া উঠে না।"

"তোমার সঙ্গে এটা কে, নাত্নী বুঝি?"

"হাঁ বাবা, এইটীই বড় নাত্নী, এর কোলে আরও দুটী আছে; খাইতে আমরা ছয়জন, কিন্তু উপার্জ্জন করিবার কেহ নাই, কাজেই ভিক্ষা এখন প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। হায় রে অদৃষ্ট! গোহেই মহাজনের স্ত্রীর ভাগ্যে শেষে এত কষ্ট ছিল!"—বৃদ্ধা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, সশব্দে কাঁদিতে লাগিল; বৃদ্ধার রোদনে সোগোরোর হৃদয় বিগলিত হইল; তিনি নিজের দুঃখের কথা বিস্মৃত হইলেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "আর রোদন করিয়া কি হইবে বলুন, যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা নিশ্চয়ই ফলিয়া যাইবে। এখন আপনি গৃহে যান; আমার নিকট কিছু খাবার আছে, এগুলি লইয়া আপনার পুত্রকে দিবেন, পুষ্টিকর খাদ্যে তাহার অনেকটা উপকার হইবে, আর এই টাকা কয়টা লইয়া যান, নাতী-নাত্নীদের কিছু কিনিয়া দিবেন। আমি অনেকদিন বাড়ী হইতে আসিয়াছি, এখন নিকটে অধিক কিছু নাই; এখন ইহাই গ্রহণ করুন।"

বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। সোগোরো প্রদত্ত খাদ্য ও অর্থ পাইয়া সে কানন-দেবীর নিকট মুক্তকণ্ঠে সোগোরোর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে করিতে নাত্নীকে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা প্রস্থান করিলে সোগোরো ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়! এই সরলা বৃদ্ধা কাননদেবীর নিকট আমার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া গেল, কিন্তু সে জানে না যে, হতভাগ্য সোগোরোর জীবন কি প্রকার দীর্ঘ হইবে,—সে জানে না যে, অতি শীঘ্রই সোগোরোর প্রাণ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাইবে!"

সোগোরো পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আহা! সকুরার সম্ভ্রান্ত সামুরাই গোহেই মহাজনের স্ত্রীপুত্রদের আজ কি শোচনীয় অবস্থাই না হইয়াছে! দুর্ব্বৃত্ত সুগিয়ামা ও তাহার আনুসঙ্গীদের পৈশাচিক পীড়নে আজ একটী পুণ্যবংশ ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছে! হা—ভগবান্! নরপিশাচদের এই সকল মহাপীড়নের প্রায়শ্চিত্ত কবে হইবে?—দেবতার বজ্র কতদিনে এই সকল নারকীদের মস্তকে পতিত হইবে?"

গোহেই মহাজনের পরিবারবর্গের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে সহসা সোগোরোর অন্তরে তাঁহার পরিবারবর্গের পরিণাম-চিন্তা উপস্থিত হইল। সোগোরা ভাবিতে লাগিলেন, "গোহেই মহাজনের স্ত্রী-পুত্রের দুরবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে আমি আজ আত্মহারা হইতেছি, কিন্তু আমার স্ত্রীপুত্রের অবস্থাও তো একদিন এইরূপ শোচনীয় হইতে পারে! দুর্ব্বৃত্ত রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহারাও তো এক-দিন এইরূপে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে প্রকাশ্য রাজপথে উপস্থিত হইতে পারে!"

পরিবারবর্গের কথা মনে উদয় হওয়ায় সোগোরোর হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, জন্মের মত একবার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার গতিরোধে সমর্থ হইলেন না।

গত দশ বৎসরের কথা আজ সোগোরোর মনে উদয় হইতে লাগিল।— নিঃসহায় অবস্থায় সকুরায় আগমন, মহাত্মা কোজেনের আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণ, চুতার সহিত প্রথম পরিচয়, শত্রুর হস্ত হইতে চুতার উদ্ধার, সেই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ চুতার সহিত বিবাহবন্ধন, তাহার পর দীর্ঘকাল পরমসুখে অবস্থান—প্রভৃতি সমস্ত অতীত ঘটনা আজ তাঁহার নয়নপ্রান্তে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সোগোরা অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিলেন,"নির্ম্মম নিষ্ঠুর আমি,তাই আমার প্রাণাধিকা পত্নীকে নিঃসহায় অবস্থায় সংসারসমুদ্রে ভাসাইয়া শেষবিদায় পর্য্যন্ত না লইয়া মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর হইয়াছি! না না, আমি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারিব না, আমি একবার জন্মের মত তাহার নিকট শেষ-বিদায় লইয়া আসিব!"

সোগোরো আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন; কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীপুত্রাদির কথা মনে পড়ায় তাঁহার হৃদয় যেমন বিচলিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণে রাজকর্ম্মচারীদের পৈশাচিক অত্যাচারের কথা—প্রপীড়িত প্রজাগণের অবস্থার কথা, তাঁহার ভীষণ দারিদ্রের কথা স্মরণ হওয়ায় আবার তাঁহার অন্তরে বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। সোগোরো বলিতে লাগিলেন,"ছি! ছি! স্বার্থপর কাপুরুষ আমি, অন্তঃসার-শূন্য পিণ্ডশূর আমি, তাই আজ আমার কর্ত্তব্য—গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া স্ত্রীপুত্রের জন্য আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছি! স্ত্রীপুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমি কি আজ কর্ত্তব্যচ্যুত হইব? একদিকে আমার প্রাণাধিকা পত্নী, আদরের পুত্র-কন্যা, অন্যদিকে সকুরার অত্যাচারপ্রপীড়িত অগণ্য অসংখ্য প্রজা!—তাহারা আজ আমার মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছে! আমি কি তাহাদিগের কাতর-প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিস্মৃত হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিব? পত্নীর অঞ্চলের আবরণে আত্মগোপন পূর্ব্বক শান্তিলাভে সচেষ্ট হইব?—ইহা কি

সম্ভব? না, না, আমি ত কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি না, আমার দায়িত্ব বিস্মৃত হইতেছি না,—আমি কেবল আমার স্ত্রী-পুত্রের নিকট হইতে শেষ-বিদায় লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি মাত্র! মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার সংসারের এই শেষ কর্ত্তব্যটুকু সম্পন্ন করিলে বোধ হয়, দেবতারা এই হতভাগ্যের উপর রুষ্ট হইবেন না!"

সোগোরো আবার নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সোগোরোর উদ্দেশ্যসাধনের আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট। আশাকুশা হইতে কোজুগ্রামের দূরত্ব বিশ ক্রোশ মাত্র; সোগোরো এই পথ দীর্ঘ বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; তিনি স্থির করিলেন, এই তিনদিনের মধ্যেই স্ত্রীপুত্রের নিকট অন্তিম বিদায় লইয়া আসিবেন। সোগোরোর যাওয়াই স্থির হইল।

অতঃপর সোগোরো কাননদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তিভরে দেবীচরণে প্রণত হইয়া সোগোরো অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রার্থনা করিলেন,—"মা! হয় তো আমার এই কার্য্য দেবতার অভিপ্রেত নয়; কিন্তু কি করি, আমার মন যে বড় দুর্ব্বল মা! দয়াময়ি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও। দেখো মা, যেন ২০ শে তারিখের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে আশাকুশায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি—যেন আমার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হই।"

দেবী-চরণে শেষবার প্রণত হইয়া সোগোরো তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সোগোরো ও তাঁহার সঙ্গিগণের সদরযাত্রার কথা দেওয়ান সুগিয়ামার অগোচর রহিল না। সুগিয়ামা সোগোরোকে উত্তমরূপে জানিতেন; সুতরাং এই ঘটনায় সোগোরো বিজড়িত থাকায় তিনি বিশেষ চিন্তিতও হইয়াছিলেন। সোগোরো যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও হোট্টারাজের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইবেন না, সে সম্বন্ধে সুগিয়ামার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল; কিন্তু সদরে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যদি সোগোরো মহামান্য সোগুন বাহাদুরের দরবারে উপস্থিত হয়, যদি সকুরাগড়ের রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে তাহা হইলে যে বিষম অনর্থপাত হইবে, সে বিষয়ে সুগিয়ামার সন্দেহ ছিল না। সেই জন্য সোগোরো ও তাঁহার সঙ্গিগণের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্ধানের জন্য তিনি চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক সুদক্ষ চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তিনি ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন যে,—সোগোরো ও তাহার ছয়জন আনুসঙ্গী রাজবিদ্রোহী হইয়াছে, যদি কেহ তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে রাজসরকার হইতে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পুরস্কারের প্রলোভনে ও রাজসরকারে প্রতিপত্তিলাভের প্রত্যাশায় ইদানীং অনেকগুলি দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার সুগিয়ামার গুপ্তচরের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল।

যে সকল অপরাধী ইতিপূর্ব্বে গুরুতর অপরাধের জন্য সামাজিক বিধানে দণ্ডিত ও সকুরাগড় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে আত্ম-

প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আবার সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল ও সুগিয়ামার গুপ্তচরের কার্য্য করিতে লাগিল। সকুরাগড়ের সর্ব্বত্র হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে এমন কি, পবিত্র দেবালয়ে পর্য্যন্ত সুগিয়ামার চরেরা নানা বেশে বিচরণ করিতে লাগিল। এই সকল গুপ্তচর-পোষণের ব্যয়ভার নিরীহ নিঃস্ব প্রজাগণের স্কন্ধে পতিত হইল! অত্যধিক করভার-প্রপীড়িত হতভাগ্য প্রজাবর্গ আবার এই অভিনব ব্যয়ভার-বহনে আদিষ্ট হইয়া মর্ম্মাহত হইল,—ভগবানের দোহাই দিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

কোজুগ্রামের অদূরে সুপ্রসিদ্ধ মাসাকাডা পাহাড়ের সন্নিকটে ইন্বাবিল প্রবাহিত, মাসাকাডা ও ইন্বাবিলের মধ্যস্থ স্থানটুকু হিরাকাবা নামে অভিহিত। কোজুগ্রাম হইতে রাজধানী জেডো পর্য্যন্ত যে রাজপথ গিয়াছে, তাহা এই হিরাকাবার ইন্বা-বিলে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে; এই ইন্বাবিলই সকুরাগড়ের শেষ সীমা। বিলের অপরপার্শ্ব হইতে বরাবর এই রাজপথ অগ্রসর হইয়া রাজধানী পর্য্যন্ত গিয়াছে; সুতরাং রাজধানী জেডো যাইতে হইলে ইন্বা-বিল অতিক্রম করিয়া অপর পার্শ্বের রাস্তা ধরিতে হয়।

সকুরাগড় হইতে রাজধানী জেডোয় যাইবার এই পথই প্রশস্ত। এই পথে জেডোর দূরত্ব বিশ ক্রোশ মাত্র। এতদ্ব্যতীত রাজধানী যাইবার অন্য পথও আছে, কিন্তু তাহা দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল; দূরত্বও অপেক্ষাকৃত অধিক। সাধারণতঃ যাত্রীরা হিরাকাবার পথই জেডো হইতে সকুরাগড়ে যাতায়াত করিয়া থাকে।

যাত্রিগণের সুবিধার জন্য হিরাকাবায় একটী খেয়াঘাট আছে। জিম্বেই নামক একজন বৃদ্ধ পাটনী তাহার ক্ষুদ্র তরণী লইয়া সর্ব্বদাই এই ঘাটে যাত্রীর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। খেয়াঘাটের পার্শ্বেই বৃদ্ধ পাটনীর পর্ণকুটীর। জিম্বেইয়ের সংসারে আর কেহই নাই, অন্য উপজীবিকাও নাই; দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাত্রী পার করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতেই কোনক্রমে তাহার দিনগুজরাণ হয়।

আজ সমস্ত দিন ধরিয়া হিরাকাবায় তুষার পড়িয়াছে; সন্নিহিত পাহাড় ও উপরিস্থিত বৃক্ষগুলি বরফে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অবিশ্রান্ত তুষারপাতে রাত্রে হিরাকাবার অবস্থা অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবল শৈত্যে স্থানে স্থানে ইষার জল জমিয়া গিয়াছে; তুষারশীতল কন্‌কনে বাতাসে হিরাকাবা কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ দুর্যোগে অগ্নির উত্তাপ ব্যতীত গৃহে অবস্থান করাও দুঃসাধ্য; গৃহের বাহির হওয়া তো দূরের কথা!

বৃদ্ধ পাটনী জিম্বেই এই রাত্রে তাহার পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়া অগ্নির উত্তাপ লইতেছে, আবার সময়ে সময়ে কুটীরদ্বার হইতে উপার্জ্জনের আশায় মুখ বাড়াইতেছে। বৃদ্ধ পাটনীকে এইরূপে দিবারাত্রই উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইত; নচেৎ খেয়াঘাটের খাজনা দিয়া, তাহার জীবিকার ব্যয় সঙ্কুলান হইত না।

জিম্বেই এই ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, অবশেষে এ দুর্যোগে কেহ আসিবে না স্থির করিয়া সে একটু বিশ্রামলাভের আশায় অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে একটী বিস্তৃত চাটায়ের উপর শুইয়া পড়িল।

কিন্তু বেচারার অদৃষ্টে অধিকক্ষণ বিশ্রাম করা ঘটিয়া উঠিল না; কিছুক্ষণ পরেই একজন লোক পার করিবার জন্য তাহাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল।

জিম্বেই শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল। পথিক বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিম্বেইকে দেখিয়াই তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ওহে বাপু, শীঘ্র আমাকে পার করিয়া দাও, বিশেষ কাজ আছে।"

জিম্বেই দেখিল, পথিক একজন বৌদ্ধ পুরোহিত; তাহার উপার্জ্জনের আশা বিলীন হইল। পুরোহিত বা পর্য্যটকেরা পারের কড়ি দিবেন না; তাঁহারা বিনা শুল্কে পার হইবার দাবী করিতেন। জিম্বেই নিরাশ হইল, কিন্তু সে পুরোহিতকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না; তাঁহাকে অনুনয়

করিয়া বলিল, "দেখুন ঠাকুরমহাশয়! আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইতেছে। আমাকে ক্ষেপ হিসাবে খাজনা দিতে হয়; এক ক্ষেপে কেবল আপনাকে পার করিলে আমার ক্ষতি হইবে। গরীব মানুষ আমি, কোথায় পাইব বলুন? যাহা হউক, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আর একজন আসিলেই তাহার সহিত আপনাকে পার করিয়া দিব। আপনি ততক্ষণ আমার ঘরে বিশ্রাম করুন্।"

পুরোহিতমহাশয়গণের প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্ব্বত্রই সমান। পাটনীর এই সঙ্গত প্রস্তাবে পুরোহিত-ঠাকুর সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি দেশ কাল ও অধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে করিতে জিম্বেইয়ের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বিস্তৃত জীর্ণ চাটাইখানি দখল করিয়া বসিয়া পড়িলেন। জিম্বেই অগ্নিকুণ্ডের অপরপার্শ্বে কতকগুলি পাতা-কুটার উপর বসিয়া মনে মনে পুরোহিত-জীবনের সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

কিন্তু পুরোহিত-মহাশয় তাহাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবারও অবসর দিলেন না। এই দুর্যোগে পাটনীর অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার কুটীরে পদার্পণ করিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, দরিদ্র নীচ পাটনীর প্রতি তিনি যতটুকু অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন বুঝি আর কেহ করে না। অতঃপর তিনি জিম্বেইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, যদি কখনও পুণ্য করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে কদাচ সে সুবিধা ছাড়িও না, এ জন্মে না হউক্, পরজন্মেও তাহাতে কাজ দেখিবে। এই দেখ, আমি তবু দয়া করিয়া তোমার কুটীরে আসিলাম বলিয়া তুমি আজ অতিথিসেবার ফল প্রাপ্ত হইলে!—সাধুসঙ্গের গুণ অনেক।"

পুরোহিতঠাকুরের আরও অনেক উপদেশ দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সহসা আর একজন যাত্রী আসিয়া ডাকাডাকি করায় তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। জিম্বেই গৃহের বাহিরে গেল। তাহার সৌভাগ্যবশতঃ এবার আর

কোন পুরোহিত বা পরিব্রাজকের আগমন হয় নাই, একজন ফেরিওয়ালা পার হইবার জন্য আসিয়াছিল।

জিম্বেই তখন পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুরমহাশয়! আপনাকে আর অপেক্ষা করিতে হইল না, আর একজন যাত্রী জুটিয়াছে; আসুন, এইবার আপনাকে পার করিয়া দিই।"

অতঃপর জিম্বেই খোঁটা হইতে ক্ষুদ্র খেয়ানৌকাখানি খুলিয়া ঘাটে আনিল। পুরোহিত মহাশয় প্রথমেই নৌকায় উঠিয়া একখানি চৌকী দখল করিয়া বসিলেন। তাহার পর ফেরিওয়ালা তাহার বোঝাটী নৌকায় তুলিয়া দিয়া সভয়ে একপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। ভয়ের কারণ, পুরোহিত-ঠাকুরের সহিত সে এক নৌকায় যাইতেছে, যদি তাহার কোন ত্রুটিতে ঠাকুর মহাশয় রুষ্ট হইয়া তাহাকে অভিসম্পাত করেন।

যাহা হউক, অতঃপর জিম্বেই উভয়কে লইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এ স্থলে আমাদের আর একটী কথা বলা আবশ্যক।—হিরাকাবার এই খেয়া-ঘাটটী ইম্বা-বিলের উভয় পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলির একমাত্র সংযোগস্থল, সুতরাং এ স্থলে দেওয়ান সুগিয়ামার গুপ্তচরের অপ্রতুল ছিল না। এই খেয়া-ঘাটের সন্নিহিত পর্ব্বতে চরদিগের একটা গুপ্ত ঘাঁটী ছিল। সেই ঘাঁটী হইতে তাহারা ঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিত। এই দুর্য্যোগে পুরোহিত ও ফেরিওয়ালার পর পর আবির্ভাব ও তাহাদিগকে লইয়া জিম্বেইয়ের অন্তর্দ্ধান—গুপ্তচরের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। একব্যক্তি জিম্বেইয়ের কুটীরপার্শ্বে অদৃশ্যভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিল। জিম্বেই নৌকা লইয়া অদৃশ্য হইলে সে অতি সতর্কতা সহকারে নিঃশব্দে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল। কুটীর শূন্য দেখিয়া সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী বাঁশী বাহির করিয়া তাহাতে আওয়াজ করিল। পরক্ষণেই তাহার উত্তরস্বরূপ আর একটী বংশীধ্বনি শ্রুত হইল।

বংশীধ্বনি শুনিয়া আগন্তুক অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "তারাগুকো!"

পর ক্ষণে আর একব্যক্তি সহসা সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "বিদ্রোহীদের কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "না, আমি প্রত্যহই এই ঘাটে দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ তাহাদের কেহই আইসে নাই।"

"আমার বোধ হইতেছে, আজ তাহারা ফিরিবে।"

"কিরূপে জানিলে?"

"আকাশের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে। পলায়িত বিদ্রোহী বা ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের পক্ষে আজিকার রাত্রিই প্রশস্ত; খুব সম্ভব, বিদ্রোহীরা আজ সংগোপনে সকুরায় ফিরিয়া আসিবে। আমি আজ সোগোরোর বাড়ীতে দৃষ্টি রাখিব; অপর পথেও তাহার আসিবার সম্ভাবনা আছে। তুমি আজ খুব সতর্কভাবে খেয়াঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিবে—খুব হুঁসিয়ার থাকিবে; এখন তোমার গুপ্ত ঘাটীতে যাও।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিল। তখন কিয়েমন একবার ঘাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর চতুর্দ্দিকে সতর্কভাবে চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা-গ্রহণের জন্যই আমি আজ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি! দীর্ঘ দশ বৎসর কাল যে প্রতি-হিংসানল হৃদয়ের নিভৃত অংশে লুক্কায়িত ছিল, আজ সময় পাইয়া তাহা শত সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জ্বলন্ত অনলে যতক্ষণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সোগোরো ভস্মীভূত না হইবে, যতক্ষণ সেই গর্ব্বিতা চুতার দর্প চূর্ণ না হইবে, যতক্ষণ সে আমার পদানতা দাসী না হইবে—ততক্ষণ এই অনল নির্ব্বাপিত হইবে না!"

কিয়েমন আর একবার সতর্কতা সহকারে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "বিধাতা আমার অনুকূল; নচেৎ দশবৎসরকাল

নানাপ্রকার বিড়ম্বনা ভোগের পর আবার আমার এমন সুযোগ উপস্থিত হইবে কেন? আমার ভবিষ্যৎ জীবন অতি সুন্দর—অতি শান্তিময়! বিধাতার আশীর্ব্বাদে, দেওয়ান সুগিয়ামার অনুগ্রহে আমি এবার সোগোরোর মাজ্ঞান বাগান অধিকার করিয়া বসিব। সোগোরো এখন একপ্রকার নিরুদ্দিষ্ট, সকুরায় তাহার আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, ফিরিলেও নিষ্কৃতি নাই, রাজরোষে অবিলম্বে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইবে! তাহার পর? চূতা—আমার আশৈশব আকাঙ্ক্ষার চূতা, সোগোরোর অতুল বিষয়-বৈভব—প্রাসাদ, সমস্তই আমার হইবে!”

কিয়েমন আবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর অতি ধীরে ধীরে বলিল, “আর এ স্থানে অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়; আজ আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অতি উত্তম অবসর উপস্থিত। এই রাত্রে—এই দুর্যোগে সমস্ত সকুরাগড় নিস্তব্ধ—অধিবাসীরা সকলেই নিদ্রিত; মোহন্ত কোজেনও আর সকুরায় নাই; এই সময় চূতা তাহার সুবৃহৎ প্রাসাদে নিঃসহায় অবস্থায় রহিয়াছে; দাসদাসী পর্য্যন্ত বাড়ীতে নাই, সোগোরোর অন্তর্দ্ধানে সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছে! এই তো আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির উত্তম অবসর! এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যদি সেই অনুপমা সুন্দরী চূতাকে আমার হৃদয়গত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার অশান্তহৃদয়ের গাঢ় কৃষ্ণ মেঘমালা ভেদ করিয়া শান্তির বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে!—আমার মরুজীবন নন্দনকাননে পরিণত হইবে। হতভাগ্য সোগোরো, সাবধান! তোমার আর কোন আশা নাই—জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে তুমি এবার ঝাঁপাইয়া পড়;—আমার পথ ছাড়িয়া দাও!”

কিয়েমন অতঃপর উন্মত্তের ন্যায় সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় এই কিয়েমনকে চিনিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে পাঠকপাঠিকাগণ চূতার প্রেমাকাঙ্ক্ষী

যে কিয়েমনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, ইনিই তিনি! দীর্ঘকাল অদর্শনের পর আবার ইনি সকুরায় আবির্ভূত হইয়াছেন!

বুচোজি-মন্দিরের মোহন্ত কোজেন কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া কিয়েমন সেই রাত্রেই সকুরাগড় পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই দীর্ঘকাল সে জাপানের বভিন্ন অংশে বিচরণ করিতেছিল। যেদিন সোগোরো ও তাঁহার সঙ্গিগণ প্রতীকারকামনায় জেডো যাত্রা করেন, তাহার কিছুদিন পরে কিয়েমন সহসা সকুরাগড়ে উপস্থিত হয়। সকুরাগড়ের ভূতপূর্ব্ব হোট্টারাজ ও গোয়েমনের মৃত্যুসংবাদ কিয়েমন ইতিপূর্ব্বে প্রাপ্ত হয় নাই। সকুরায় আসিয়া সে সকল সংবাদ অবগত হইল। সর্ব্বনাশের মূল সোগোরো বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, রাজসরকার হইতে সে উত্তমরূপে পুরস্কৃত হইবে।—এই শুভসংবাদে কিয়েমনের আর আনন্দের সীমা রহিল না; সে অবিলম্বে সুগিয়ামার নিকটে গিয়া গুপ্তচর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সুগিয়ামা তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। কিয়েমন নানাপ্রকারে অবিলম্বে সুগিয়ামার হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। দেওয়ানজী কিয়েমনের কার্য্যতৎপরতায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিদ্রোহীদের সন্ধানের জন্য যে সকল গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিয়েমনকে তিনি তাহাদের সর্দ্দার করিয়া দিলেন। লম্পট কিয়েমনের সৌভাগ্যের আর সীমা রহিল না!

এ পর্য্যন্ত কিয়েমন চুতাকে ভুলিতে পারে নাই! সোগোরার প্রতি তাহার আক্রোশও বিদূরিত হয় নাই। চরের সর্দ্দার হইয়া কিয়েমনের স্পর্দ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সোগোরোর সর্ব্বনাশ ও চুতাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার একান্ত বলবতী হইয়া উঠিল। সকুরাগড়ে আসিয়া অবধি চুতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিল, একদিন সে চুতার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিল; কিন্তু বাড়ীর সন্নিকটে সহসা মোহন্ত কোজেনকে দেখিতে পাইল, কোজেনকে দেখিবামাত্র তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, দশ বৎসরের কথা তাহার স্মরণ হইল, সে

তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিল। চরের সর্দ্দারী পাইলেও কিয়েমন কোজেনকে যমের মত ভয় করিত; সুতরাং সে স্থির করিল, কোজেন থাকিতে তাহার অভিসন্ধি সফল হইবে না।

অগত্যা কিয়েমন আপাততঃ চূতার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সোগোরোর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সে ভাবিয়াছিল, সোগোরোর সর্ব্বনাশ হইলে চূতাকে পাইতে কতক্ষণ? সেই ভাবিয়া সে বিশেষ সতর্কতা সহকারে সোগোরোর সন্ধান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কিয়েমন শুনিতে পাইল, মোহন্ত কোজেন সহসা অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, এবং তিনি বিদ্রোহিদলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এই অভাবনীয় ঘটনায় কিয়েমন আনন্দে আত্মহারা হইল, চূতার চিন্তায় আবার তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; দুর্ব্বৃত্ত উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হিরাকাবার খেয়াঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিবার ভার কিয়েমনের উপর ন্যস্ত ছিল। অদ্যকার দুর্যোগ দেখিয়া কিয়েমনের অত্যন্ত আনন্দ হইল; সে তাহার সহযোগী তারাগুকোকে ডাকিয়া কৌশলে তাহার উপর ঘাটে দৃষ্টি রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া নিজের পাপবাসনা চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট হইল। পাঠকপাঠিকাগণ ইতিপূর্ব্বে কিয়েমনের মুখেই তাহার অভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়াছেন; সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

এদিকে জিম্বেই যাত্রী দুজনকে পর-পারে তুলিয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অদূরে শ্মশানের উপর একটী বস্তুর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

জিম্বেই সবিস্ময়ে দেখিল, শ্মশানপার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলির অন্তরাল হইতে সহসা একটী কম্বলাবৃত মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জিম্বেই আরও দেখিল, সেই মূর্ত্তি শ্মশানের উপর দিয়া বরফ ভাঙ্গিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সেই গভীর রাত্রে, সেই নির্জ্জন ভয়াবহ শ্মশানে সেই নিরবচ্ছিন্ন তুষারপথে এরূপ দ্রুতবেগে সেই দীর্ঘ মূর্ত্তিটীকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া জিম্বেই তাহাকে অপদেবতা বলিয়া স্থির করিয়া লইল। জিম্বেই ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, এবং অনেকবার সে ভূতের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট গল্পগুজব করিত। আজ প্রভাত হইতে দুর্যোগের সৃষ্টি দেখিয়া জিম্বেই একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা করিতেছিল; এক্ষণে এই বিপদসঙ্কুল স্থলে অপদেবতাটীকে দেখিয়া পূর্ব্ব-অনুমানের কথা তাহার স্মরণ হইল। জিম্বেই ভাবিতে লাগিল, আজ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সে অতি অসৎলোকের মুখ দর্শন করিয়াছে,—তাই তাহার এই বিপদ্! জিম্বেই ইহাও ভাবিয়া লইল যে, আজ তাহার গতিক ভাল নহে।

কিন্তু জিম্বেই ভয় পাইবার পাত্র নহে; নিতান্ত নিরীহের মত ভূতের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সে সম্মত হইল না; সে ভাবিতে লাগিল,—যদি

মরিতেই হইবে; তাহা হইলে মানুষের মত মরিব, শিয়াল-কুকুরের মত মরিতে যাইব কেন?—এই ভাবিয়া জিম্বেই তাহার নৌকার সুদীর্ঘ দাঁড়টী দুই হাতে ধরিয়া ভূতকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু ভূত তাহাকে আক্রমণ করিল না; সে জিম্বেইয়ের সন্নিকটে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত আবেগভরে বলিল, "জিম্বেই! জিম্বেই!"

নাম শুনিয়া জিম্বেইয়ের বিস্ময় শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; সে তিন হাত হঠিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কে তুমি? কে তুমি?—ভূত?"

"না জিম্বেই, আমি ভূত নহি, কিন্তু এখন আমি ভূতেরও অধম হইয়াছি!" সেই মূর্ত্তি অত্যন্ত আবেগভরে এই কথাগুলি বলিয়া তাঁহার গায়ের কম্বল খুলিয়া ফেলিলেন।

জিম্বেই সবিস্ময়ে দেখিল,—আগন্তুক অপদেবতা নহে, তিনি তাহার দেবতা—বিপন্ন প্রজাগণের দেবতা—সোগোরো।

জিম্বেই তৎক্ষণাৎ দাঁড় ফেলিয়া দিয়া সবেগে সোগোরোর পদতলে পড়িয়া বলিল,—"হুজুর! ধর্ম্মাবতার! আপনি!"

জিম্বেই সোগোরোকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত; সোগোরোর নিকট সে অনেক বিষয়েই ঋণী ছিল। এক সময় জিম্বেই ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সোগোরো তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে কারাবাস হইতে রক্ষা করেন এবং বহু কষ্টে জিম্বেইকে এই খেয়াঘাটের জমাটা যোগাড় করিয়া দেন। জিম্বেই সোগোরোর এই উপকার কখনও বিস্মৃত হয় নাই।

জিম্বেই পুনর্ব্বার বলিল, "হুজুর! এত রাত্রে এখানে কেন?"

সোগোরো অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "জিম্বেই, আস্তে কথা কও, তুমি কি আমাদের বিপদের কথা শোন নাই? বিশেষ কার্য্যের জন্য এখন

আমাকে গৃহে যাইতে হইতেছে; অত্যন্ত গোপনে, সকলের অগোচরে যাইব; চতুর্দ্দিকে সুগিরামার চর ঘুরিতেছে, আমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা গ্রেপ্তার করিবে—আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিবে। জিম্বেই, তোমাকে আজ একটী কার্য্য করিতে হইবে, অত্যন্ত সতর্কভাবে কোন নির্জ্জন স্থান দিয়া আমাকে পার করিয়া দিতে হইবে;—পারিবে তো?"

জিম্বেই স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর! আপনার খাইয়া পরিয়া মানুষ; আপনার দয়ার জোরেই এখনও বাঁচিয়া আছি; যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ আপনার কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

সোগোরো বলিলেন, "জিম্বেই! প্রাণাধিক! তা বেশ জানি; তুমি আমার অনুগত—আমার জন্য তুমি অসাধ্যসাধনেও কুণ্ঠিত নহ, তাহা আমি জানি; তোমার উপর এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আজ বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এতদূরে আসিয়াছি, স্ত্রী-পুত্রের সহিত জন্মের মত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি!"

জিম্বেই তৎক্ষণাৎ পতিত দাঁড় তুলিয়া লইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। অতঃপর বলিল, "হুজুর, তবে নৌকায় উঠুন; আপনার অনুগ্রহে দশ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্য করিতেছি; যদি এই কার্য্যে অধমের একটুও দক্ষতা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, নিরাপদে আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিব; কোন সয়তান আপনার সন্ধান পাইবে না!"

অতঃপর জিম্বেই সোগোরোকে সযত্নে নিকটে বসাইয়া নিঃশব্দে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে সোগোরো মাসাকাডা পাহাড়ে সমবেত উন্মত্ত জনসঙ্ঘ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক জেডো যাত্রা করেন, সে রাত্রে তিনি পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধিমতী চূতা আভাষে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে প্রজারা যখন দলবদ্ধ হইয়া স্থগিয়ামার উদ্যানবাটীতে গিয়াছিল, তখন সোগোরো বাড়ীতেই ছিলেন। সন্ধ্যার সময় একজন আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, প্রজারা দেওয়ানজীর নিকট অভিযোগ করিবার জন্য তাঁহার উদ্যানবাটীতে গিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেন নাই; ইহাতে সমস্ত প্রজা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা রাজধানীতে অভিযোগ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সন্ধ্যার পর তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া মাসাকাডা পাহাড়ে সমবেত হইবে এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবে; সুতরাং সে স্থলে সোগোরোকে উপস্থিত হইতে হইবে।

এই সংবাদে সোগোরো বিশেষ চিন্তিত হইলেন। অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রজাগণের সমবেত হইবার আবশ্যক কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রজাগণের এই আকস্মিক হঠকারিতায় তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত

হইয়া উঠিলেন। প্রজাগণের নিকট যাইবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন এবং যাইবার সময় চুতাকে বলিয়া গেলেন,—"প্রজারা যখন এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাদিগকে যে সহজে নিবৃত্ত করিতে পারিব, এমন বোধ হয় না; সমগ্র প্রজার প্রতিনিধিস্বরূপ অন্ততঃ পক্ষে কাহা-কেও রাজধানীতে না পাঠাইলে তাহারা কখনই নিবৃত্ত হইবে না; রাজ-ধানীতে আমার যাইবারই সম্ভাবনা অধিক, সুতরাং যদি অদ্য ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে চিন্তিত হইও না; তবে খুব সম্ভব, যাইবার সময় বিদায় লইয়া যাইব।"

ইহার পর মাসাকাডা পাহাড়ে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। সোগোরোকে সঙ্গী নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সেই রাত্রেই জেডো যাত্রা করিতে হইয়াছিল, যাত্রাকালে তিনি আর চুতার নিকট বিদায় লইবার অবসর পান নাই।

চুতা সমস্ত রাত্রি স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্তু সমস্ত রাত্রের মধ্যেও যখন তিনি আসিলেন না, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেই রাত্রেই তাঁহাকে রাজধানীতে যাইতে হইয়াছে, পুনর্ব্বার গৃহে আসিবার আর তিনি অবসর পান নাই। পরদিন প্রভাতে প্রতিবাসি-গণের নিকট চুতা শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামী ছয় জন সঙ্গীর সহিত রাত্রেই জেডো যাত্রা করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম চুতা স্বামীর জন্য তত বিচলিত হন নাই; কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার চিন্তা ও আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার পর দেওয়ান সুগিয়ামা যখন সোগোরোকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রচার করিল ও তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিল, তখন চুতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইল। এই তিন মাসের মধ্যে চুতা সোগোরোর কোনও সংবাদ পাই-লেন না। তাঁহার দুর্ভাবনা ক্রমশঃ আশঙ্কায় পরিণত হইল।

কিন্তু বুদ্ধিমতী চূতা প্রকাশ্যে কদাচ তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেন না। চূতা এখন আর বালিকা নহেন,—তিনি এখন পুত্রের জননী; সংসারে চূতা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। এই আকস্মিক আবর্ত্তনে তিনি বিচলিত হইলেও তিনি আত্মহারা হন নাই, ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেন নাই, তাঁহার বর্ত্তমান কর্ত্তব্যও তিনি বিস্মৃত হন নাই।

চূতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর সন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে চর ঘুরিতেছে, এবং তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথা জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। চূতা এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন। বাড়ীর দাস-দাসীর প্রতিও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ইদানীং দাস-দাসীরা সোগোরো সম্বন্ধে নানাবিধ অসঙ্গত প্রশ্ন করিতে লাগিল; চূতা বড়ই বিস্মিত হইলেন; ভৃত্যেরা যে উৎকোচে বশীভূত হইয়া তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা জানিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা বুঝিতে চূতার আর বিলম্ব হইল না; তিনি অবিলম্বে সমস্ত দাসদাসীকে বিদায় করিয়া দিলেন। সুতরাং ইদানীং সাংসারিক কাজকর্ম্ম তাঁহাকে একাইসমস্ত করিতে হইত
চূতা তাহাতে অণুমাত্র দুঃখিত হইতেন না; স্বামীর মঙ্গলের জন্য চূতা সমস্তই সহ্য করিতে পারিতেন।

সেই দুর্যোগের রাত্রে চূতা পুত্রগুলিকে লইয়া চিন্তাকুলমনে গৃহমধ্যে বসিয়াছিলেন। চূতার এখন চারিটী পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সোহেইয়ের কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়াছিল; সে মাতার মর্ম্মবেদনা কতকটা অনুভব করিতে পারিত।

এই রাত্রে বড় ছেলেটী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল; ছোটটী ছয় মাসের শিশু; সে মায়ের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল। আর দুইটী ছেলে তখন শয্যায় নিদ্রিত ছিল।

এই নীরব নিস্তব্ধরজনীতে চূতা নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছে, এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী বলিয়া উঠিল, "মা! বাবা কবে আসিবেন,

তিনি যে বড়ই দেরী করিতেছেন; কত দিন কাটিয়া গেল, তাহার ঠিক নাই।"

চূতার চমক ভাঙ্গিল, তিনি পুত্রকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভাবনা কি বাবা! তিনি শীঘ্রই আসিবেন; জানো ত তিনি কাজের লোক, সুতরাং কাজ শেষ না হইলে কেমন করিয়া আসিবেন? তুমি বাবা, ভাবিও না, তিনি তোমাদের জন্য কত ভাল ভাল জিনিস লইয়া আসিবেন।"

সোহেই প্রসন্নবদনে বলিয়া উঠিল, "বাবা তবে শীঘ্রই আসিবেন?"

"আসিবেন বৈ কি; দেখ বাবা সোহেই, অনেক রাত্রি হইয়াছে; তুমি ভাইদের কাছে শুইবে চল, আমি খোকাকে লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া চূতা শিশুটীকে লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন; তাঁহার আদেশে সোহেইও বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

চূতা শয়নের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সহসা বাহিরে ডাকা-ডাকির শব্দ শুনা গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

এই কক্ষের বাহিরেই দরদালান, তাহার পর প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ অন্তঃপুরসংলগ্ন; প্রাঙ্গণ-সংস্পৃষ্ট রুদ্ধদ্বারের বহির্ভাগ হইতে এক ব্যক্তি ডাকাডাকি করিতেছিল। এই দ্বারের অপরপার্শ্বে আর একটী প্রাঙ্গণ, সেটী বহির্ব্বাটীসংলগ্ন। বাটীর দ্বারবান্ বিদায় প্রাপ্ত হওয়ায় সম্ভবত বহির্ব্বাটীর দেউড়ী উন্মুক্ত ছিল; সেইজন্য আগন্তুক অবাধে অন্তঃপুরসংলগ্ন দ্বার পর্য্যন্ত আসিতে সমর্থ হইয়াছিল।

চূতা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারে বাহির হইতে কে আঘাত করিতেছে।

চূতা সাহসে ভর করিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "কে তুমি?—এত রাত্রে এখানে চাও কি?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "ঠাকুরাণি! শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দিন, কর্ত্তার সংবাদ আছে।"

চূতা এই সংবাদ শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই; স্বামীর সংবাদ আছে শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। প্রতিবাসিগণ চূতাকে মাতৃবৎ ভক্তি করিত, বাটীতে চূতার আর কোন অভিভাবক নাই, থাকিলেও প্রতিবাসিগণ সদাসর্ব্বদা তাঁহার আবশ্যক অনাবশ্যকাদি সম্বন্ধে সন্ধান লইত এবং যাহাতে চূতা ও তাঁহার শিশু পুত্রগণের কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। সম্প্রতি চূতার অনুরোধে কেহ কেহ সোগোরোর সংবাদ আনিবার জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিল। চূতা ভাবিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ হয় তো তাঁহার স্বামীর সংবাদ পাইয়াছে এবং রাত্রেই সেই সংবাদ তাঁহার গোচর করিতে আসিয়াছে। সুতরাং চূতা কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাঙ্গণ পার হইয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিল। একখানি কম্বলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন ছিল।

চূতা সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কে?—কি সংবাদ?"

আগন্তুক অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল, "ঠাকুরাণি! কর্ত্তার সংবাদ আছে.—সুসংবাদ! কিন্তু এখানে নয়, চারিদিকে চর ঘুরিতেছে; একটা নিভৃতস্থানে চলুন; আমি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

চূতা স্বামীর সংবাদে—বিশেষতঃ সুসংবাদ শুনিয়া—আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার অবসর পাইলেন না, আগন্তুককে লইয়া তিনি তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্রকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আগন্তুক কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। গুপ্তসংবাদ-প্রচারের জন্য আগন্তুক এরূপ সতর্কতা সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিল ভাবিয়া বিস্মিতা হইলেন না। স্বামীর সংবাদ শুনিবার জন্য তিনি সাগ্রহে আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।—কিন্তু তিনি কি দেখিলেন? যে সকল প্রতিবাসী তাঁহাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিত,—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যাহারা তাঁহার স্বামীর সংবাদ আনিতে গিয়াছিল, এই আগন্তুক কি তাহাদেরই কেহ?"

চূতা কম্পিতদেহে আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; লোকটা তখন তাহার গাত্রাবরণ কম্বলখানি উন্মোচন করিয়া সহাস্য আস্যে চূতার তৎকালীন চিন্তাক্লিষ্ট ম্লানবদনের উপর সতৃষ্ণনয়নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছিল! সে দৃষ্টিতে চূতার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল; তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।

চূতাকে ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত দেখিয়া আগন্তুক অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিল; সে বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "কি চূতা! আমায় দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইবে না কি? আমাকে চিনিতে পারিলে না? দশবৎসরের মধ্যেই কিয়েমনকে ভুলিয়া গেলে? আশ্চর্য্য বটে!"

এতক্ষণে চূতার চৈতন্য হইল,—এতক্ষণে তিনি বুঝিলেন, ছদ্মপ্রতিবাসীরূপে কে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! চূতার পরম শত্রু লম্পট কিয়েমন দীর্ঘকাল পরে পুনর্ব্বার যে সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে ও দেওয়ান স্যুগিয়ামার গুপ্তচরগণের সর্দ্দারপদে নিযুক্ত হইয়াছে, চূতা তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে কিয়েমনকে সম্যক্‌রূপে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে আগন্তুকের মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া চূতা বুঝিতে পারিলেন, সে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবাসী নয়, সে যে একজন ছদ্মবেশী চর—সে যে তাঁহার পরম শত্রু কিয়েমন—সে বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। চূতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা রমণী, শৈশব হইতেই তিনি সংযম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকগণের ন্যায় আকস্মিক বিভীষিকায় ভীতা হইবার পাত্রী নহেন। প্রথমে তিনি অত্যন্ত বিচলিতা হইলেও পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন এবং কিয়েমনকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিয়েমন! তুমি কি জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়াছ?"

কিয়েমন অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "আস্‌বার কারণ তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি চূতা; আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিয়াছি।"

"যে এক্ষণে দেওয়ান স্যুগিয়ামার গুপ্তচর হইয়াছে, স্বার্থের তাড়নায়

পুরস্কারের প্রত্যাশায় যে আমার স্বামীর সর্ব্বনাশের জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে,—সে আবার তাঁহার সংবাদ—সুসংবাদ লইয়া আসিবে? এ কি সম্ভব!" ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত চূতা এই কথাগুলি বলিলেন।

কিয়েমন বলিল, "অসম্ভবই বা কিসে? আমি যে তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি চূতা, তোমার সুখই যে আমার একমাত্র কামনা! স্বার্থের জন্য নয় চূতা, তোমার সুখের জন্যই আমি তোমার হতভাগ্য স্বামীর সংবাদ আনিয়াছি। তুমি সুখী হইলেই—"

বাধা দিয়া চূতা বলিলেন, "কিয়েমন, আমি সম্ভ্রান্তঘরের মহিলা, আমার নিকট তোমার এ উচ্ছাস শোভা পায় না; নিতান্ত অভদ্রের মত তুমি আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ; তোমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়; আমার স্বামী যদি আজ উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হইত না; তুমি এখনই চলিয়া যাও, আমি তোমার কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা কার না।"

কিয়েমন বলিল, "অনেক কষ্ট করিয়া আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিয়াছি, সুতরাং তোমাকে সে সংবাদ না দিয়া যাইতে পারিতেছি না, তুমি সহস্রবার বলিলেও আমি ফিরিয়া যাইব না।"

চূতা কিয়েমনকে চিনিতেন; এই দুর্যোগ-রজনীতে তিনি নিজের কক্ষেই আজ দুর্ব্বৃত্ত কিয়েমনের করকবলিতা, তিনি আজ সহায়হীনা, কাহারও নিকট সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা নাই, তাঁহার কাতর প্রার্থনা—মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। চতুরা চূতা তাঁহার ভীষণ অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং লম্পট কিয়েমনকে রুষ্ট করা আর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বলিলেন, "তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; আমার স্বামীর কি সংবাদ আনিয়াছ বল।"

চূতাকে সহসা এরূপ নরম হইতে দেখিয়া কিয়েমন বড়ই তুষ্ট হইল। সে তখন বলিতে লাগিল, "তোমার স্বামী বিদ্রোহীদের দলপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, তাঁর বিদ্রোহবার্ত্তা রাজা মাসানবু হোট্টার কর্ণগোচর হইয়াছে, তিনিও তোমার স্বামীর উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়ছেন; তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ অপরাধ, তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবারই সম্ভাবনা অধিক। তোমার স্বামী এই পরোয়ানার কথা শুনিয়া প্রাণরক্ষার জন্য জাপানরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি পলায়িত—নিরুদ্দিষ্ট, জাপানে তাঁহার আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই।"

"তাই বুঝি এই দুর্যোগে—এত রাত্রে আমাকে এই সুসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছ? তোমার এই অপূর্ব্ব কল্পনার পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম। তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ! যাহা হোক, তোমার কর্ত্তব্য তো শেষ হইল, এবার তো তুমি বিদায় লইতে পার?"

"আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে, বলি শোন;—পুরুষানুক্রমে এই বংশে প্রধানগিরীটা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তোমার হতভাগ্য স্বামীর আমলেই এবার সে সব মানমর্য্যাদা লোপ পাইতেছে। আহা! সোয়েমন মহাশয়ের কন্যা হইয়া আজ তোমার এত কষ্ট! সংসারের সমস্ত কার্য্য এখন তোমাকেই করিতে হইতেছে। আহা! খাটিয়া খাটিয়া তোমার এমন সুন্দর চেহারাটা মাটী হইয়া যাইতেছে। সোগোরোর হাতে পড়িয়াই তোমাকে এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবার তোমার যন্ত্রণার অবসান হইবে, তোমার হতভাগ্য স্বামীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া তুমি এবার সুখ ও সৌভাগ্যের অভিনব সোপানে আরোহণ করিবে; তোমার জীবন-যৌবন ধন্য হইবে।"

কিয়েমন আরও অনেক কথা বলিতেছিল, কিন্তু চূতা সহসা বাধা দিয়া ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কিয়েমন, আবার বলিতেছি—কুল-

কন্যা আমি, এখন আমি সহায়হীনা—বিপন্না ; দোহাই তোমার, আর আমাকে বিরক্ত করিও না—বাক্যযন্ত্রণা দিও না।”

চূতাকে মর্ম্মাহত দেখিয়া কিয়েমন আরও আনন্দিত হইল, তাহার সাহস ও স্পর্দ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল।—সে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, “চূতা! চূতা! কেন তুমি মর্ম্মাহত হইতেছ? তোমার কিসের দুঃখ? অভাব কি তোমার? জীবনসংগ্রামে পরাস্ত, হতভাগ্য, তুচ্ছ সোগোরোর জন্য তোমার চিন্তা কেন? সে কি তোমার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরীর যোগ্য পতি? তোমার এই পরিপূর্ণ যৌবন—এই অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দর্য্য কি কেবল একটা অপ্রেমিক ক্লীবের উপভোগের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল? না না, তোমার এই অতুলনীয় অপার্থিব রূপ-যৌবন বর্ব্বর সোগোরোর জন্য নয়—ঐ সৌন্দর্য্য দেবতার উপভোগ্য! চূতা! চূতা! প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার আশৈশব আকাঙ্ক্ষার নিধি—তুমি আমার প্রেমরাজ্যের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী! প্রাণেশ্বরি! আমাদের প্রণয়ের অন্তরায় সোগোরো আজ অন্তর্হিত ; এই তো আমাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির উত্তম অবসর! সুন্দরি! আমার বহুকালের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ কর ;—আমার মরু-জীবন ধন্য হউক।” কিয়েমন উন্মত্তের ন্যায় চূতার দিকে অগ্রসর হইল।

পতিব্রতা সতী চূতা দুর্ব্বৃত্ত লম্পটের এই পৈশাচিক আচরণে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ; ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

চূতাকে নিরুত্তর দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত কিয়েমন বিবেচনা করিল যে, তাহার সঙ্গত কথাগুলি ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় চূতাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রথমে চূতার তেজোদ্দীপ্ত কথাগুলি শুনিয়া তাহার যে সঙ্কোচ হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে নিরুত্তর ও কম্পিতকলেবরা দেখিয়া তাহার সে সঙ্কোচ অপসৃত হইল। কিয়েমন চূতার সম্মুখে আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু চূতা বিদ্যুদ্বেগে পশ্চাৎপদ হইয়া তীব্রস্বরে

বলিলেন, "সাবধান লম্পট, আর একপদ অগ্রসর হইলে তোর বিপদ্ ঘটিবে, সর্ব্বনাশ হইবে! আমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে তোর আর রক্ষা থাকিবে না।"

কুটিল হাস্য করিয়া কুটিলচূড়ামণি কিয়েমন বলিল, "সে জন্য নিশ্চিন্ত থাক সুন্দরি! তোমার স্বামী আর ফিরিতেছেন না,—সকুরার ছবি তাঁহাকে আর দেখিতে হইবে না! কিন্তু বিধাতা অবিচার করেন না, তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, তোমার এই ভরা যৌবন—এই অতৃপ্ত প্রণয়-স্পৃহা অকালে বিলুপ্ত হয়! সেইজন্যই তিনি আমাকে তোমার এই শূন্যহৃদয়-তরণীর কাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়াছেন।" এই বলিয়া কিয়েমন বক্রদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে পুনর্ব্বার চূতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তখন সেই রুদ্ধ কক্ষে সেই নিঃসহায় অবস্থায় বিপন্না চূতা দুর্ব্বৃত্ত লম্পটের পাপস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিয়েমনও বাহু প্রসারিত করিয়া চূতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিয়েমন চূতার সন্নিহিত হইয়া সহসা দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল।

রুদ্ধকক্ষে ছুটাছুটি করিয়া চূতা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে কিয়েমন তাঁহার হস্ত স্পর্শ করাতে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া সবেগে কিয়েমনের বক্ষঃস্থলে পাদাঘাত করিলেন। সহসা প্রহৃত হওয়ায় কিয়েমনের হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল; সেই অবসরে চূতা হস্ত টানিয়া লইলেন।

কিয়েমন প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, পরক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে প্রতিহিংসাগ্রহণের জন্য অধীর হইল, পিশাচের মত লম্ফ দিয়া দুর্ব্বৃত্ত পুনর্ব্বার চূতার দিকে অগ্রসর হইল। এবার চূতা প্রমাদ গণিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইল; অসহায়া পতিব্রতা এবার পতির পবিত্র চরণ স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

এই সময় সহসা চূতার জ্যেষ্ঠপুত্র সোহেই সেই রুদ্ধ কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "মা! মা! মোহন্ত ঠাকুর আসিয়াছেন।"

অকস্মাৎ সম্মুখে উন্নতফণা কালসর্প দেখিলে পথবাহী পান্থ সভয়ে যেরূপ পশ্চাৎপদ হয়, চূতার শিশুপুত্রের মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র উন্মত্ত-হৃদয় কিয়েমন সেইরূপ স্তম্ভিত হইল, সে আর একপদও অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, তাহার সমস্ত উত্তেজনা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। মোহন্তের নামে তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল; সে তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া সবেগে পলায়ন করিল। চূতা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

পরক্ষণে সোহেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। চূতা তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহন্ত ঠাকুর কোথায় বাবা?"

সোহেই হাসিয়া বলিল, "তিনি তো আসেন নি মা; আমি দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম, লোকটা তোমাকে মারিতে যাইতেছে, তাই আমি তাঁহার নাম করিয়া ডাকিলাম। তাঁহার নামেই লোকটা চম্পট দিয়াছে।"

চূতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নাম করিলেই ঐ লোকটা পলাইবে, তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে?"

বালক উত্তর করিল, "কেন, মোহন্ত ঠাকুর যে আমাকে এ কথা শিখাইয়া দিয়াছিলেন; যে দিন তিনি বাবাকে আনিতে যান, সেই দিনই তিনি আমাকে বলেন যে, যদি কেহ বাড়ীতে আসিয়া উপদ্রব করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার নাম ধরিয়া ডাকিবে।"

পুত্রের উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চূতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্রের জন্যই তিনি আজ পিশাচের লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

এই সময় সোহেই বলিল, "মা! আমাদের আর এ ঘরে থাকা উচিত

নয়, কি জানি, দুর্ব্বৃত্ত যদি আমাদের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া আবার আসিয়া পড়ে; চল মা, আমরা শুইবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ি।”

পুত্রের কথায় চূতার সংজ্ঞা হইল। তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি এখনও নিরাপদ্ নহেন, কিয়েমন হয় ত এখনি আসিয়া আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। চূতা তৎক্ষণাৎ পুত্রের সহিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চূতা শয়নের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আবার তাঁহার কক্ষদ্বারে আঘাত হইল। চূতার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। বালক সোহেই বিছানার উপর উঠিয়াছিল, দ্বারে পুনর্ব্বার আঘাতের শব্দ শুনিয়া সে নামিয়া পড়িল এবং সভয়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চূতা শুনিতে পাইলেন, কে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তিনি ভাবিলেন, বুঝি, দুর্ব্বৃত্ত কিয়েমন আবার জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে। চূতা কোন উত্তর দিলেন না, মনে মনে দেবতার নাম করিতে লাগিলেন।

পরক্ষণে আবার দ্বারে আঘাত হইল, আবার কে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল।

চূতা বাহিরে ভয়ের কোন ভাব না দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কে তুমি এত রাত্রে আসিয়া জ্বালাতন করিতেছ? কাজ থাকে, কাল আসিও।"

বাহির হইতে সে বলিল, "চূতা! চূতা! আমি আসিয়াছি,—দ্বার খুলিয়া দাও।"

চূতা এ স্বর চিনিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল, অত্যধিক আনন্দে কণ্ঠরোধ হইল, দ্বারের দিকে চাহিয়া তিনি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোহেই এ স্বর চিনিয়াছিল; সে অত্যন্ত আগ্রহভরে চীৎকার করিয়া ব।লয়া উঠিল,—"মা, মা!—বাবা!"

সোহেই তখন ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কক্ষে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন।—তিনি সোগোরো।

সোগোরো কক্ষমধ্যে আসিয়াই আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "চূতা! চূতা! প্রিয়া আমার! না জানি, এতদিন তোমার কত কষ্টেই অতি-বাহিত হইয়াছে!"

"তুমি! তুমি! প্রাণাধিক!—এ কি সত্য, না, আমি স্বপ্ন দেখি-তেছি!"—চূতা আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দেহযষ্টি বাত্যাহত লতি-কার ন্যায় কাঁপিতেছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীর প্রসারিত বাহুযুগলের মধ্যে ঝ।াপাইয়া পড়িলেন, তাঁহার বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রুধারা আজ সবেগে প্রবাহিত হইয়া সোগোরোর বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সোগোরোও তাঁহার জীবনসঙ্গিনীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন,—উভয়ের মর্ম্মবেদনায় উভয়েই অভিভূত হইয়া পড়িলেন!—সে দৃশ্য কি সুন্দর! কি মর্ম্মস্পর্শী!

সোহেই এতক্ষণ অপরাধীর মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল,এক্ষণে সে বাহি-রের দ্বারগুলি রুদ্ধ করিবার জন্য দ্রুতবেগে সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

বহুক্ষণ অশ্রুবর্ষণের পর দম্পতিযুগল প্রকৃতিস্থ হইলেন। এতক্ষণে চূতার মুখে কথা ফুটিল; তিনি অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "তোমার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে আমার কি শোচনীয় অবস্থাই না হইয়াছে! তিন মাসের অধিক তোমাছাড়া রহিয়াছি, একটু খবর পর্য্যন্ত পাই নাই। গ্রামের প্রধান বলিয়া না হয় সদরে থাকাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া কি একখানি চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে নাই?" স্বামীর নিকট বিরহাবস্থার দুঃখকাহিনী বলিতে বলিতে চূতা পুনর্ব্বার রোদনের বেগ-সংবরণে অক্ষম হইলেন।

সোগোরো সাদরে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "আমি কি সাধ করিয়া বিলম্ব করিয়াছিলাম চূতা? তোমার জন্য কি আমার মন কাঁদে নাই, না তোমাদের সকলকে ভুলিয়া আমি সেখানে নিশ্চিন্তায় বসিয়া ছিলাম? আর চিঠিপত্র কেন লিখিতে পারি নাই, তাহা বোধ হয়, মোহন্ত মহাশয়ের নিকটেই শুনিয়াছ!"

"কৈ, তিনি তো এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।"

"তাহা হইলে বোধ হয়, গুপ্তচরগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্য তিনি ঘুরিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, তবে আমার মুখেই সকল কথা শোনো।"

অতঃপর সোগোরো মাসাকাডা পাহাড়ের ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া মহামান্য সোগুন বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত লইয়া যাইবার ভারগ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত চূতার গোচর করিলেন। অবশেষে বলিলেন, "মহামান্য সোগুন বাহাদুরের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা—একই কথা। আমি যদি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার যে প্রাণান্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; কিন্তু চূতা, আমার এই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর প্রাণের পরিবর্ত্তে সকুরাগড়ের শত শত প্রজাগণের ধনপ্রাণ রক্ষা হইবে; সেই জন্যই আমি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এই ভার গ্রহণ করিয়াছি। এখন আর আমার পশ্চাৎপদ হইবার উপায় নাই; আমার ও তোমার উভয়েরই পিতৃপিতামহগণের সুনাম এখন আমাকেই রক্ষা করিতে হইবে। আমি বুঝিয়াছি—আমার মৃত্যু অনিবার্য্য, তাই আমি সংগোপনে তোমার নিকট শেষবিদায় লইতে আসিয়াছি, এখনই আমাকে আবার উয়েনোয় যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে, বিদ্রোহী বলিয়া আমি ধৃত হইলে রাজবিধান অনুসারে আমার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে, সেই সূত্রে দুর্ব্বৃত্ত আমলারা তোমার উপর অত্যাচার করিতেও

কুণ্ঠিত হইবে না। আমার ইচ্ছা নয় যে, আমার জন্য তুমি কষ্ট পাও—আমার দোষে তোমার পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া পথে গিয়া দাঁড়াও। সেই জন্য যাহাতে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত না হয়—পুত্রদের লইয়া যাহাতে তোমাকে বিব্রত হইতে না হয়, আমি তাহার উপায় করিয়াছি; তোমার নামে আমি একটা ছাড়চিঠি * লিখিয়া আনিয়াছি; এই ছাড়চিঠির প্রভাবে তোমার সম্পত্তি ও সম্মান অব্যাহত থাকিবে।"

এই বলিয়া সোগোরো চূতার ক্রোড়ের উপর পত্রখানি রাখিয়া দিলেন।

অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে চূতা স্বামীর সেই সাংঘাতিক কথাগুলি শুনিতেছিলেন; ক্রমান্বয়ে ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু স্বামীর মুখে শেষের কথাগুলি শুনিয়া—সেই জঘন্য 'ছাড়চিঠি' দেখিয়া তাঁহার আর সহ্য হইল না, অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই পবিত্র পাতিব্রত্যবহ্নি তাঁহার অন্তরে সতেজে জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অবসন্নভাব—মানসিক সমস্ত অবসাদ অন্তরিত হইল; তিনি তখন সতেজে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমাকে এতই অপদার্থ স্বার্থপর মনে করিলে? তুমি পরের জন্য অম্লানবদনে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে যাইতেছ, আর

---

* জাপানে এই ছাড়চিঠি বা সংক্ষিপ্ত দলীল বিবাহবন্ধনচ্ছেদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি সংক্ষেপে দুই চারিটী বাঁধিগতে দলীলখানি লিখিত হয়। সেই জন্য ইহার চলিত নাম 'সাড়ে তিন ছত্রের পত্র।'

ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেও বিবাহবন্ধনচ্ছেদনের নানারূপ প্রথা প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ লিখিয়া পতি ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পত্র 'ছোড়চিঠি' নামে অভিহিত।

আমি—তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—এই জঘন্য 'ছাড়চিঠির' দোহাই দিয়া নিজের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হইব? তুমি কি আমাকে এতই হীনা মনে করিতেছ? আমার যে দেবপ্রতিম স্বামী আছে, স্বেচ্ছায় দেশের জন্য আত্মবলিদান করিতেছেন, আমি তো তাঁহারই জীবনসঙ্গিনী—আমি তো তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গিনী বনিতা! আমার যে স্বর্গীয় পিতার স্বার্থত্যাগে—নামগৌরবে সমগ্র সকুরাগড় মুখরিত,—তাঁহার শোণিতেই তো আমার জন্ম—আমি তো তাঁহারই দুহিতা!—তুমি কি এ সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ?" সোগোরো কিছুই বাললেন না, নীরবে রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চুতা অভিমানভরে আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি ইচ্ছা কর—তোমার স্বার্থত্যাগে সমগ্র দেশের লোক যে মুখে তোমার সুখ্যাতি করিবে, সেই মুখে তাহারা আমাকে তোমার অনুপযুক্ত কুলটা স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিবে? আমাদের উভয়ের অদৃষ্ট যে একসূত্রে আবদ্ধ, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? জলে—আগুনে—শূলদণ্ডে—যে মৃত্যু তোমার গতি, আমারও সেই গতি! পুত্রদের জন্য চিন্তা কি? যাহাদের স্বার্থের জন্য তুমি প্রাণ উৎসর্গ করিতেছ, তাহারা থাকিতে, পূজ্যপাদ মোহন্ত থাকিতে তাহারা নিরাশ্রয় হইবে না। আমি সে জন্য চিন্তা করি না, কিন্তু প্রভু, মিনতি করি, ঐ জঘন্য 'ছাড়চিঠির' কথা আমাকে যেন আর শুনিতে না হয়।"

চুতা তখন কম্পিত-হস্তে সেই পত্রখানি শতধা ছিন্ন করিয়া প্রজ্বলিত দীপশিখায় নিক্ষেপ করিলেন।

সোগোরো এতক্ষণ যুগপৎ স্নেহ ও শ্রদ্ধার সহিত জীবনসঙ্গিনীর তৎকালীন মহামহিমময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন, "চুতা! প্রাণাধিকে! তুমি চিরকাল যে স্ত্রীরত্ন, আজও শতগুণে তাই! তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা আজ আরও শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল। প্রিয়তমে! যখন এই মহা সন্ধিক্ষণে আমরা পরস্পরে একপ্রাণে একমনে আবদ্ধ, একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, তখন আর আমাদের কিসের চিন্তা? কি

আশঙ্কা? আমার গুরুতর দায়িত্ব এতক্ষণে অতি সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে; তোমার মত মূর্ত্তিমতী সংযমস্বরূপা পত্নী যাহার, তাহার আবার কিসের অভাব? তোমার উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া আমি এ বার অম্লান-বদনে নির্ব্বিকারচিত্তে আত্মবলিদানে সক্ষম হইব। চূতা! আর আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাই, পুত্রগুলিকে ডাক, আমি তাহাদের নিকট শেষবিদায় লইয়া যাই।"

সোগোরোর কথা শেষ হইতে না হইতে সোহেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সোহেই বলিল, "বাবা! তুমি আসিয়াছ, আমরা বাঁচিয়াছি।"

চূতার আহ্বানে ইতিমধ্যে অপর পুত্রগুলিও সেই স্থানে আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল, খোকাটী তো কোলে উঠিয়া বসিল। সোগোরো স্নেহ-ভরে সকলের মুখচুম্বন করিলেন, পরে জ্যেষ্ঠের দিকে ফিরিয়া বসিলেন, "দেখ, বাবা সোহেই! এখন তুমি ছেলেমানুষ সত্য, কিন্তু একদিন তোমাকে এই বংশের মানমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। এখন বল দেখি, যদি এই রাজ্যের চারি শত গ্রামের লোক আমার সুখ্যাতি করে, সেইটী ভাল, না কোন কর্ম্মের যোগ্য নয় বলিয়া নিন্দা করিলে ভাল? তোমার মনের ভাবটী আমাকে ঠিক করিয়া বল দেখি?"

সোহেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তোমাকে সকলেই যেমন ভাল বলিয়া আসিতেছে, তাই বলিতে থাকিলেই তো ভাল বাবা!"

সোগোরো স্নেহভরে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "সোহেই! তোমার কথায় পরম পরিতুষ্ট হইলাম; তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। এখন আমি যাহা বলি, তাহা শুন। আমি এই তালুকের হাজার হাজার প্রজার হইয়া রাজার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে যাইতেছি। যদি আমি তাহাদের কার্য্য উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা আমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইবে। সুতরাং যদি আমার ফিরিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তোমরা যেন অস্থির হইয়া পড়িও না।"

সোগোরো পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ছি বাবা, এমন সময় কি কাঁদিতে আছে ?"

সোহেই সজলনয়নে বলিল, "আমি কায়মনোবাক্যে স্বস্তি বলিতেছি বাবা, কিন্তু সদরে গেলে তুমি তো আর ফিরিতে পারিবে না,—বাবা, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুতেই যে সুস্থির থাকিতে পারিতেছি না।"

সোগোরো পুত্রের কথাগুলি শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ইতিপূর্ব্বে চূতাকে তিনি এ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সোহেই শুনিতে পাইয়াছে। সোগোরো তখন বলিলেন, "কিছু পূর্ব্বে আমি এ সম্বন্ধে তোমার মাকে যে সব কথা বলিয়াছিলাম, তুমি বুঝি তাহা শুনিয়াছ ?"

"হাঁ বাবা, আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি।" এই কথা বলিয়া বালক পিতার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "দোহাই বাবা! তোমার কাজ শীঘ্র শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিও, তোমাকে ফিরিয়া আসিতেই হইবে ; বল বাবা, আসিবে ?"

পুত্রের কাতর-প্রার্থনা শুনিয়া চূতা আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সোগোরো অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "কেন বাবা কাঁদিতেছ ? পথে কি কি বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাহাই আমি তখন বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকল বিপদ্ যে হইবে, এমন কোন কথা নাই। খুব সম্ভব, তোমরা দেখিবে, আমি বল্লমধারী বরকন্দাজে পরিবেষ্টিত হইয়া সকুরায় ফিরিয়া আসিতেছি।" *

---

* সোগোরোর এই শেষ কথার দ্ব্যর্থ ছিল। সামুরাইগণ অশ্বারোহী সেনাদলের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা বল্লমধারী বরকন্দাজ লইয়া বেড়াইবার অধিকার পাইতেন। আবার শূলকাষ্ঠে প্রাণদণ্ডবিধান হইলে অপরাধীকে অশ্বপৃষ্ঠে বন্ধন করা হইত এবং শূলধারী ঘাতকগণ তাহাকে সেই অবস্থায় একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়াই বধ্যভূমিতে লইয়া যাইত। কিন্তু শূলদণ্ড এতই অল্প দেওয়া হইত যে, সোহেই দ্বিতীয় অর্থ জানিতই না।"

পিতার পদন্নোতির কথা শুনিয়া সোহেই আহ্লাদ সহকারে বলিল, "তাহা হইলে ত খুব চমৎকারই হয় বাবা!"

এই সময় চূতা বলিলেন, "প্রিয়জনের নিকট বিদায় লওয়া সহজে শেষ হয় না। তোমাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে চর ঘুরিতেছে, রাত্রিও বড় অধিক নাই; সুতরাং এ সময় আর বিলম্ব করা উচিত নয়, রাত্রি থাকিতে থাকিতে বাহির হইয়া পড়াই ভাল।"

সোগোরো বলিলেন, "তুমি উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ; আমি চলিলাম, সংসারের সমস্ত ভার তোমার উপর দিয়া গেলাম।"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। সংসারের চিন্তায় যেন তোমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত না হয়।" স্বামীকে উৎসাহ দিবার ভাবে চূতা এই কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গলা কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, আর স্বর বাহির হইল না।"

তখন সোগোরো বলিলেন, "চূতা—প্রিয়া আমার! তুমিও যখন কার্য্য-সিদ্ধির জন্য আমারই মত দৃঢ়ব্রত হইয়াছ, তখন আমার উদ্দেশ্য কখনই ব্যর্থ হইবে না। আজ হইতে আমার ঐ এক জ্ঞান, এক ধ্যান, একই ধারণা;—অন্য ভাবনা আর আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না।—চূতা—চূতা—প্রিয়তমে! বাছারা আমার! আমি চলিলাম; জানি না, আবার তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না! তবে ইহকালে না হউক, পরকালে আবার আমাদের মিলন হইবে!" সোগোরো আর বলিতে পারিলেন না, প্রবল অশ্রুবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পুত্রগণ পিতাকে যাইতে দেখিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! বাবা! শীঘ্র ফিরিয়া আইস!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সোগোরোর শেষ পদশব্দ যখন মিলাইয়া গিয়া শূন্যগৃহের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন চুতা মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছেলে-গুলিও মায়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চীৎকার শব্দে কান্না জুড়িয়া দিল।

ইতিমধ্যে দেউড়ীর মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত কিয়েমন আসিয়া লুকাইয়া ছিল। বাড়ীর মধ্যে হঠাৎ ক্রন্দনের রোল শুনিয়া তাহার কারণ সে কিছু উল্টা বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের চীৎকার শুনিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে, সোগোরো ফিরিয়া আসিয়াছে। সে কোথায় আছে; বল।"

কিয়েমনকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া আবার চুতার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু প্রকাশ্যে বিচলিত না হইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তিনি এখানে নাই।"

কিয়েমন তর্জ্জন করিয়া বলিল, "সাবধান! মিথ্যাকথা বলিও না; আমি তাহাকে মুড়িস্যুড়ি দিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছি, শীঘ্র বল, সে কোথায় গিয়াছে।"

বুদ্ধিমতী চুতা বুঝিলেন যে, কিয়েমন এখন তাঁহার স্বামীর সন্ধানে ব্যস্ত, সুতরাং তাহাকে এখন অন্যদিকে ধাবিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "হাঁ, মোহন্ত মহাশয়ের আসিবার পরেই তিনি আসিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তিনি মন্দিরে গিয়াছেন।"

"মিথ্যাকথা—সব মিথ্যা! মোহন্ত কোজেন কথনই আসে নাই; তোমার পুত্রের কৌশলে তখন আমি হাতের শীকার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলাম; তুমি আজ বড়ই রক্ষা পাইয়াছ। কিন্তু কতক্ষণ? কত দিন আত্মরক্ষা করিবে? আজ আর তোমাকে কিছু বলিব না, অগ্রে তোমার স্বামীর সর্ব্বনাশ করিব, তাহার পর তোমাকে দেখিব। বুঝিয়াছি—মিষ্টকথায় তুমি বাধ্য হইবে না, পাশব বলে তোমাকে হৃদয়গত করিতে হইবে। আমার প্রস্থানের পরেই সোগোরো আসিয়াছিল, এইমাত্র সে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কতদূর যাইবে? সর্ব্বত্র আমার চর ঘুরিতেছে, আজ সে গ্রেপ্তার হইবেই। কাল রাত্রে সোগোরোর ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া তোমাকে উপহার দিব, তাহার পর বলপূর্ব্বক তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিব—এ কথা স্থির জানিও! এই আমি সোগোরোর সর্ব্বনাশ করিতে চলিলাম।"

কিয়েমন বাহির হইবে, এমন সময় স্বামীকে পলাইবার অবসর দিবার অভিপ্রায়ে চূতা তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিলেন, সকাতরে বলিলেন, "না, না, তুমি যাইতে পাইবে না।"

কিয়েমন চীৎকার করিয়া বলিল, "ছাড়্ পা ছাড়্ বলিতেছি।"

চূতা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কথনই নয়, জীবন থাকিতে নয়।"

"বটে! স্বামীর প্রতি এত টান!" এই কথা বলিয়া দুর্ব্বৃত্ত চূতার মস্তকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিল। চূতা সে অবস্থাতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়েমন তখন দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

ছেলেরা এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এক্ষণে মাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চূতা চৈতন্যলাভ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় উঠিয়া বসিলেন, মনের বলে শারীরিক যাতনা উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি সোহেইকে বলিলেন, "দেখ, বাবা সোহেই! বাড়ীর দরজা-

গুলিকে বন্ধ করিয়া রাখ, আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ভাইগুলিকে দেখিও।”

এই কথা বলিয়াই চূতা স্বামীর সাহায্য করিবার জন্য কিয়েমনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে সোগোরো স্ত্রীপুত্রের নিকট শেষ বিদায় লইয়া দ্রুতপদে হিরাকাব্যর খেয়াঘাট অভিমুখে-অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে; তুষারাচ্ছন্ন মেঘগুলি প্রবল ঝড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পশ্চিমাকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে, তুষারশুভ্র স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত।

সেই আলোকে সোগোরো প্রাণ ভরিয়া একবার সকুরাগড়ের শেষ দৃশ্য দেখিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, সকুরার গৃহ-সমূহের তুষারাচ্ছন্ন ছাদ-গুলি স্তরে স্তরে উঠিয়া চন্দ্রালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, অদূরে সকুরা-গড়ের রাজবাটীর অত্যুচ্চ প্রাচীর ও অভ্রভেদী গম্বুজ ঈষৎ রক্তিমবর্ণ কৃষ্ণা-কাশের ক্রোড়দেশে ভয়াবহ কৃষ্ণমূর্ত্তিতে জাগিয়া রহিয়াছে। অদূরে ইম্বা-বিলের সন্নিকটে সুপ্রসিদ্ধ মাসাকাডো পাহাড় সেই ভীষণতা আরও পরি-স্ফুট করিয়া তুলিয়াছে!—তিন মাস পূর্ব্বে এই পাহাড়ের উপর সোগো-রোর ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের লিখন প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দক্ষিণদিকে—অতিদূরে কতকগুলি ঝাউগাছের তুষার-ভরা শির দেখা যাইতেছিল; এই ঝাউকুঞ্জের মধ্যস্থলে সোগোরোর বাটী।

সোগোরো একবার দাঁড়াইয়া এই সকল দৃশ্য—এই জল, স্থল, পাহাড়া বন প্রভৃতি শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এই দৃশ্য

তাঁহার নিকট এত সুন্দর বলিয়া বোধ হয় নাই। ঐ ঝাউগাছগুলির অন্তরালে অবস্থিত যে আলয়ে এতদিন তিনি সুখশান্তি উপভোগ করিয়াছিলেন, এ জন্মে আর বুঝি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, আর বুঝি কখনও তাহাতে বিরামলাভের আশা নাই!

এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সহসা সোগোরোর চৈতন্য হইল, তিনি বুঝিলেন, আর তাঁহার অপেক্ষা করিবার অবসর নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ খেয়াঘাটের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন।

সোগোরো খেয়াঘাটের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় সহসা পার্শ্বের গলীর ভিতর দিয়া একব্যক্তি বাহির হইয়া আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়াই সোগোরো বুঝিলেন, সে একজন শত্রুপক্ষের চর। চরের এই আকস্মিক আবির্ভাবে সোগোরো চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি ভাব গোপন করিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আগন্তুককে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু আগন্তুক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি হে কোজুর প্রধান মহাশয়! কিয়েমনকে কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ?"

সোগোরো ইতিপূর্ব্বে জিম্বেইয়ের মুখে কিয়েমনের সহসা সকুরায় আগমন ও দেওয়ান সুগিয়ামার নিকট আশ্রয়গ্রহণের সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিয়েমন যে সোগোরোর সন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে, জিম্বেই সোগোরোকে এ কথা বলিতে বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কিয়েমন সোগোরোর বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক চূতার প্রতি যে সকল অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, চূতা তাহা সোগোরোর গোচর করেন নাই। পাছে সোগোরো এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন, সেই জন্যই চূতা এই সংবাদ গোপন করিয়াছিলেন।

এতক্ষণে সোগোরো বুঝিলেন যে, যে কিয়েমন তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তাহারই সম্মুখে পড়িয়াছেন। কিয়েমনের এই সম্ভাষণে সোগোরো আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, কিয়েমন যে! ভাল আছ তো? বহুকাল পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাড়াতাড়িতে তোমাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই, সে জন্য কিছু মনে করিও না ভাই।" এই বলিয়া সোগোরো সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু কিয়েমন পথ ছাড়িয়া দিল না; সোগোরোর আরও নিকটে গিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "এত রাত্রে তোমার এত তাড়াতাড়ি কেন?"

সোগোরো বলিলেন, "আমার পুত্রের কঠিন পীড়া, তাই এত রাত্রে ঔষধের জন্য বৈদ্যের বাটী যাইতেছি। আমার ভাই এখন বড় তাড়াতাড়ি, প্রভাতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এখন আমাকে যাইতে দাও।" সোগোরো অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কিয়েমন পুনর্ব্বার বাধা দিয়া বলিল, "তোমার তাড়াতাড়ি থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার সহিত আমারও কোন বিশেষ কাজের কথা আছে।"

সোগোরো বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আমার আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই; যাহা হউক, তোমার কি কথা আছে, শীঘ্র বলিয়া ফেল।"

কিয়েমন বলিল, "দেখ, বিদ্রোহীদের ধৃত করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই আমি অনেককেই গ্রেপ্তার করিয়াছি। কিন্তু তুমি আর তোমার ছয়জন সঙ্গী এ পর্য্যন্ত ফেরার আছ। ইচ্ছা করিলে সরকারী পরোয়ানার বলে এই মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি। কিন্তু তুমি যদি সত্য করিয়া বল, তুমি কোথায় চলিয়াছ এবং তোমার ছয় জন সঙ্গী কোথায় আছে, তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

কিয়েমনের অভিসন্ধি বুঝিতে সোগোরোর আর বিলম্ব হইল না। তিনি তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে কিয়েমনকে বলিলেন, "তোমার অনুগ্রহ দেখিয়া ধন্য হইলাম। এখন প্রকৃত বৃত্তান্ত শোনো। করবৃদ্ধির জন্য যখন প্রজারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আমি তখন রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করিব বলিয়া তাহাদিগকে কোনক্রমে থামাইয়া রাখিলাম। সদরে গিয়া রাজার সাক্ষাৎ তো পাইলামই না, আর আমাদের সে ইচ্ছাও ছিল না; প্রজারা শান্ত হইলেই আমরা ফিরিয়া আসিব, এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আসিয়া দেখিতেছি, সকলেই আমাদের উপর সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া উঠিয়াছে! সেই জন্য স্থির করিয়াছি, কিছুদিন তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিব। আমার দুঃখের কথা সব শুনলে তো?—এখন পথ ছাড়িয়া দাও, আমি সরিয়া পড়ি।"

সোগোরোর কথাগুলি শুনিয়া কিয়েমন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা-বাদী! আমার সহিত প্রবঞ্চনা, আমি কি তোমাদের প্রকৃত সংবাদ রাখি না মনে করিয়াছ? বুঝিয়াছি, তুমি সহজে সত্যকথা বলিবে না; এখন কাছারী-বাড়ীতে চল, সেই স্থানেই সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" কিয়েমন সোগোরোকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।

সোগোরো বুঝিলেন, শক্তিপ্রকাশ ব্যতীত কিয়েমনের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। গ্রামের প্রধান বলিয়া সোগোরের তরবারি-ধারণের অধিকার ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তরবারি বাহির করিয়া সবেগে কিয়েমনকে আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সোগোরোর উদ্যম ব্যর্থ হইল। দীর্ঘপথপর্য্যটনে ও অনশনে সোগোরোর শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যেমন তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া সবেগে কিয়েমনের দিকে অগ্রসর হইলেন, অমনি একটী প্রস্তরখণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তিনি সশব্দে ভূপতিত হইলেন;

তাঁহার হস্ত হইতে ধরাতলে তরবারি স্খলিত হইয়া দূরে তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত হইল।

কিয়েমন এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিল না: দুর্জ্জয় শত্রুকে ঘটনাক্রমে বিপন্ন হইতে দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না; সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সোগোরোর বুকের উপর চাপিয়া বসিল।

কিয়েমনের বস্ত্রাভ্যন্তরে সর্ব্বদাই কয়েদী-বাঁধা দড়ী লুকানো থাকিত; সোগোরোকে বাঁধিবার জন্য সে দড়ী খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু আজ সে দড়ী পাইল না; তাহার দুর্ভাগ্যে অথবা সোগোরোর সৌভাগ্যে আজ সে দড়ী আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। দড়ী না পাইয়া কিয়েমন একটু চিন্তিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সে একটী উপায় উদ্ভাবন করিল; তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, খেয়াঘাটের পাটনী জিম্বেই ঘটনাস্থলের সন্নিকটেই অবস্থান করে; কিয়েমন জিম্বেইকে সরকারের অনুগত প্রজা বলিয়া জানিত; সুতরাং এ সময় জিম্বেইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করাই সে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল। কিয়েমন উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতে লাগিল, "জিম্বেই! জিম্বেই! শীঘ্র একগাছি দড়ী লইয়া আইস;—সোগোরো ধরা পড়িয়াছে!"

ইতিমধ্যে চুতা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বামীর দুর্গতি দেখিলেন; কিন্তু বুদ্ধিমতী চুতা তাহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া একটী উপায় স্থির করিলেন; তিনি নিঃশব্দে কিয়েমনের পিছন হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটী ধরিয়া প্রবলবেগে আকর্ষণ করিলেন; কিয়েমন তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িল।

পদস্খলিত হইয়া সহসা পতিত ও কিয়েমন কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়ায় সোগেরো প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কিয়েমনকে হঠাৎ পিছনে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া তিনি সবেগে উঠিয়া

পড়িলেন। কিয়েমনও পরক্ষণে চূতার হস্ত হইতে খুটী ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার সোগোরোকে আমক্রণ করিল। তখন সেই পার্ব্বত্যপথে দুইজনের রীতিমত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চূতা সেই সঙ্কটকালে স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনিও স্বামীর সহিত যোগদান করিলেন। কিয়েমন এবার প্রমাদ গণিল; একা আর পারিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে জিম্বেইকে ডাকিতে লাগিল।

এই হাঁকাহাঁকি মারামারির শব্দ শুনিয়া জিম্বেই তাহার সুদীর্ঘ দাঁড়-বাড়ী স্কন্ধে করিয়া কুটীর হইতে বাহির হইল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই সে সমস্ত ব্যাপারটী বুঝিয়া লইল। জিম্বেইকে দেখিবামাত্র কিয়েমন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "জিম্বেই! জিম্বেই! শীঘ্র আইস, সোগোরোকে ধরিয়া ফেল, আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না।"

এই সময় সোগোরো প্রবলবেগে কিয়েমনকে একটী ধাক্কা দিলেন। কিয়েমন সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না; সবেগে তিন হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

জিম্বেই সেই মুহূর্ত্তে বিনাবাক্যব্যয়ে ভূপতিত কিয়েমনের মস্তকে সেই প্রকাণ্ড দাঁড়ের আঘাত করিল। সেই ভীষণ আঘাতে কিয়েমনের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইল; ইহজন্মের মত তাহার গোয়েন্দাগিরী ঘুচিয়া গেল!

তখন সেই বিপদ দম্পতী সমূহ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ জিম্বেইকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু জিম্বেই তাঁহাদিগকে অধিক বাক্যব্যয় করবার অবসর প্রদান করিল না; সে বাধা দিয়া বলিল, "কর্ত্তা! আপনি এই গরীবের যে সব উপকার করিয়াছেন, তাহার তো কিছুই শোধ করিতে পারিলাম না। কর্ত্তা! আপনার এখানে অপেক্ষা করা ভাল নয়; আজকাল সদর রাস্তায় চলা-ফেরা করায় অনেক বিপদ্। চলুন, আপনাকে নৌকায় তুলিয়া পার করিয়া দিয়া আসি।"

সোগোরো বলিলেন, "জিম্বেই, এ বয়সে তোমাকে আর অতটা কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় না।"

জিম্বেই দৃঢ়ভাবে দাঁড় ধরিয়া বলিল, "আজ্ঞে, বুড়ো হইলে কি হয়! আমি এখনও যা পারি, অনেক জোয়ানেও তাহা পারে না। চলুন।"

এই বলিয়া জিম্বেই কিয়েমনের মৃতদেহটা জলের ধার পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া, দাঁড়ের সাহায্যে শবটী পাঁকের মধ্যে ডুবাইয়া দিল।

অতঃপর সোগোরো চূতার সন্নিকটে গিয়া তাঁহার কোমল করযুগল ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "চূতা! কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের আর অবসর পাইলাম না; প্রিয়ে! তবে আবার বিদায় লইলাম।" এই কথা বলিয়া সোগোরো এক লম্ফে নৌকায় উঠিয়া পড়িলেন।

চূতা এই বিদায় প্রসঙ্গে দুই একটী কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কোন শব্দই বাহির হইল না। তিনি সজলনয়নে সোগোরোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

জিম্বেই নৌকা ছাড়িয়া দিল; ইব্বার স্বচ্ছ সলিল ভেদ করিয়া তর্ তর্ শব্দে নৌকা ছুটিয়া চলিল। সোগোরো বহুক্ষণ ধরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রাণপ্রতিমা আড়ষ্টশরীরে জলের ধারে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন!

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ ১৬৫৩ অব্দের দ্বাদশ মাসের ২০ শে তারিখ। বৎসরান্তে এই দিন সোগুনগণ মহাসমারোহ সহকারে উয়েনো উদ্যানের মধ্যস্থিত তাঁহাদের বংশের আদিপুরুষের সমাধিস্থানে পিঃপূজার্থ গমন করিয়া থাকেন। এই বৎসর টোকুগাবা-বংশের চতুর্থ বংশধর বর্ত্তমান সোগুন বাহাদুর পূর্ব্ব প্রথা-মত যথারীতি পিতৃপূজা করিবেন—এই মর্ম্মের ইস্তাহার যথা সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল।

মহামহিম সোগুন বাহাদুরের উয়েনোয় আগমন উপলক্ষে আজ মহা-সমারোহ উপস্থিত। উয়েনো-উদ্যানের অন্তর্গত মন্দিরগুলির পুরোহিতগণ সদলবলে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। উদ্যানটী সুচারুরূপে সুসজ্জিত হইয়াছে।

অপরাহ্নকালে সোগুন বাহাদুর উদ্যানে আগমন করিবেন, সুতরাং মধ্যাহ্ন হইতে মন্দির ও সাকোর মধ্যস্থিত রাস্তাটী লোহিতবর্ণের সুদৃশ্য আস্তরণে আবৃত করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল, শত শত ভৃত্য এই কার্য্যে

নিযুক্ত হইল; কর্ম্মচারিগণ গায়ে ধোকড়া আটীয়া ও মাথায় এক একটা প্রকাণ্ড টোকা লাগাইয়া রাস্তার নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ভৃত্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভৃত্যদিগকে কার্য্য-প্রণালী দেখাইয়া দিতেছিল, কেহ বা অপদার্থ বলিয়া ভৃত্যদিগকে তিরস্কার করিতেছিল, আবার কেহ সদর্পে পদক্ষেপ করিতে করিতে নিজের এই অসাধারণ প্রভুত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল।

এই সময় উয়েনোর পথে কোন বে-সরকারী ব্যক্তির আসিবার উপায় ছিল না। যেমন ভৃত্যেরা রাস্তায় আস্তরণ পাতিবার জন্য বাহির হইল, অমনি ঘণ্টাধ্বনি সহকারে রাজপথে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল। গলীতে গলীতে পাহারা বসিল।

সোগোরো প্রভাত হইতেই উয়েনোর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে মন্দিরের সমবেত কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ এককালে রাস্তায় উপনীত হইবে, সোগোরো তাহা অবগত ছিলেন; তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, সেই জনসঙ্ঘের সহিত কোনক্রমে মিশিয়া রাস্তায় উপনীত হইবেন এবং সুবিধা অনুসারে সেতুর নিম্নভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সোগোরো পূর্ব্ব হইতেই একটা ধোকড়া ও টোকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারিগণ যখন ভৃত্যগণকে লইয়া সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন সোগোরোও গায়ে ধোকড়া আঁটিয়া ও মাথায় টোকা লাগাইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গেলেন। তাঁহাকে কেহই বে-সরকারী বলিয়া সন্দেহ করিল না। সোগোরো নির্ব্বিবাদে জনতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং সুযোগ পাইবামাত্র সকলের অলক্ষিতে শুষ্কপ্রায় নালার মধ্যে নামিয়া পড়িয়া মধ্যের সাঁকোটীর তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। ভৃত্যেরা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া মন্দিরের সীমার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। মন্দিরের পুরোহিতগণ দলবদ্ধ হইয়া সোগুণ বাহাদুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দূর হইতে স্তাবকগণের স্তুতিবাদ শ্রুত হইল, নকীবগণ উচ্চৈঃস্বরে সোগুণ বাহাদুরের শুভাগমনসংবাদ ঘোষণা করিল। অবিলম্বে বল্লমধারা বরকন্দাজবাহিনী দৃষ্টিগোচর হইল; ইহারা বীরদর্পে সেতু অতিক্রম করিল; পরক্ষণে আর একদল বাহিনী অগ্রসর হইল। এই দ্বিতীয় সৈন্যদলের প্রত্যেকের স্কন্ধদেশে এক একটী লাঠিতে ঝুলানো সোনালী বাক্স। ইহারা সেতু অতিক্রম করিলে ধনুর্দ্ধারী সৈন্যদল দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পর একদল পদাতি,—প্রত্যেকে এক একটী সুসজ্জিত অশ্ব লইয়া সেতুর উপর দিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর সোগুণ বাহাদুরের অনুগামী উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী সামুরাইবৃন্দ। ইহাঁরা সকলেই সোগুণ বাহাদুরের চতুর্দ্দোলা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছিলেন। এক্ষণে সঙ্কীর্ণ সেতু অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহারা চতুর্দ্দোলা পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

অবশেষে চারিজন বলবান বাহক সোগুণ বাহাদুরের চতুর্দ্দোলা স্কন্ধে করিয়া সেতুর দিকে অগ্রসর হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দোলা পুরোপুরী সেতুর উপর উঠিল, আর মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই পার হইয়া যাইবে।

সোগোরো এতক্ষণ সেতুর নিম্ন হইতে সাগ্রহে এই শত শত লোকের অগ্রগমন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি দেখিলেন, সোগুণ বাহাদুরের অনুগামী সামুরাইশ্রেণী অগ্রসর হইল, যখন চতুর্দ্দোলা সেতুর উপর উঠিল—মুহূর্ত্তের মধ্যে সেতুর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; রুদ্ধনিশ্বাসে তিনি সেতুর স্তম্ভ বাহিয়া উঠিয়া একলম্ফে একেবারে চতুর্দ্দোলার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। সোগোরো পূর্ব্বেই একটী কঞ্চির অগ্রভাগ বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে দরখাস্তখানি গুজিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই কঞ্চিটী সোগুণ বাহাদুরের সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই হুজুর! দরখাস্ত! দরখাস্ত!"

চতুর্দ্দোলার পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যগণ সোগোরোর এই অকস্মাৎ আবির্ভাবে এতদূর বিস্মিত হইয়া পড়িল যে, তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য তাহারা চেষ্টা মাত্র করিতে পারিল না। কিন্তু প্রশান্তমূর্ত্তি সোগুণ বাহাদুর এই ব্যাপারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সোগোরোর চীৎকারে তৎক্ষণাৎ তিনি ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া কঞ্চির অগ্রভাগ হইতে কাগজখানি টানিয়া লইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ এক নজরে বৃত্তান্তটী মোটামুটি বুঝিয়া লইয়া তিনি চতুর্দ্দোলার ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া সোগোরোর দিকে চাহিলেন এবং স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন।"

সোগোরো বুঝিলেন যে, তাঁহার এতদিনের চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার এত-ক্ষণে সার্থক হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তিগদগদস্বরে সোগুণ বাহাদুরের জয়ঘোষণা করিলেন। চতুর্দ্দোলা সেতু অতিক্রম করিল। পরক্ষণে সোগুণ বাহাদুরের পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যদল সোগোরোকে বন্ধন করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিল।

সোগুণ বাহাদুরের চতুর্দ্দোলা উয়েনো-উদ্যানের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সোগোরো মহামান্য সোগুণ বাহাদুরকে দিবার জন্য নিম্নলিখিত দরখাস্ত লিখিয়াছিলেন ,—

"মহামহিম সোগুণ বাহাদুর—

প্রবলপ্রতাপেষু।

সকুরা তালুকের অন্তর্গত গ্রামসমূহের প্রধানগণ হুজুরের নিকট নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উপস্থিত করিতেছে,—

১

পূর্ব্বে দোই-রাজা এই সকুরা-তালুকের মালিক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রথামত প্রজাগণের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতেন।

২

কানোই সংবতের উনবিংশ বৎসরে (খৃঃ ১৬৪২) বর্ত্তমান মালিকের পিতা স্বর্গীয় হোট্টারাজ এই তালুকের মালিক হন। কেইয়ান সংবতের চতুর্থ বৎসর (খৃঃ ১৬৫১) পর্য্যন্ত ইনিও পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে কর আদায় করিয়াছেন।

৩

কেইমন সংবতের চতুর্থ মাসের ২২ তারিখে উক্ত রাজার কাল হওয়ায় তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান হোট্টারাজ এই তালুকের অধিকার প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরেই শরৎকালে ধান্যের উপর প্রায় সিকি পরিমাণ করবৃদ্ধি হইল।

৪

ইতিপূর্ব্বে ধান্য ব্যতীত, মটর, সীম, শণ প্রভৃতি বাজে ফসলের উপর কোন কর ধার্য্য ছিল না। রাজাকে তাঁহার আবশ্যকমত এই সকল শস্য যোগাইতে প্রজারা বাধ্য ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহারা রাজার নিকট মূল্যস্বরূপ উপযুক্ত পরিমাণ ধান্য পাইত। বর্ত্তমান আমলে রাজা পূর্ব্ববৎ ইচ্ছামত এই সকল ফসল গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রজাগণকে তজ্জন্য কোন প্রকার মূল্য প্রদান করেন না। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্য এবং ব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপর মাশুল ধার্য্য হইয়াছে ও তাহা আদায় করা যাইতেছে।

৫

এইরূপ নানা প্রকারে করের পরিমাণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায়, অধিকাংশ প্রজার খাজনা বাকী পড়িয়া গিয়াছে। প্রজাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, সরকার হইতে জোরজবরদস্তি সহকারে বকেয়া খাজনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা হইতেছে; এ সম্বন্ধে প্রজাদের কোনও প্রকার দরখাস্ত গৃহীত বা গ্রাহ্য হয় না। এই সকল কারণে কৃষকেরা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া ফলবান্ বৃক্ষসমূহ কাটিয়া ফেলিতেছে, ভৃত্যদিগকে বিদায় করিতেছে এবং তৈজসপত্র, এমন কি, পরণের কাপড় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ভীষণ দায় হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

৬

এই তালুকের প্রজাগণ রাজসরকারের আমলাগণের নিকট অনেকবার তাহাদের দুঃখের কথা জানাইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করে নাই। অবশেষে তাহারা তালুকের কর্ত্তা রাজা বাহাদুরের নিকট আবেদন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমলাদের চক্রান্তে তাহারা রাজার নিকট আবেদন প্রেরণ করিতে সমর্থ হইল না।

৭

ইতিমধ্যেই সাত্তশত আশী ঘর প্রজা বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য তালুকে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের ঘর-বাটী-ভিটা শূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেবায়ৎ অভাবে ১১টী মন্দিরের পূজা অর্চ্চা। ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

৮

যে সকল প্রজা ভিটা ছাড়িয়া অন্য তালুকে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা বিশেষ কষ্টভোগ করিতেছে; অন্নাভাবে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অনেকে ক্ষুধার তাড়নায় চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল অপরাধীগণ ধৃত হইলে, প্রায়ই সকুরাগড়ের কাছারীতে বিচারার্থ আনীত হইয়া থাকে। কিন্তু সকুরাগড়ের আমলারা তজ্জন্য গ্রামের প্রধানগণকে দায়িক করিয়া অর্থদণ্ড গ্রহণ করেন।

৯

এই প্রকার শাসনপদ্ধতি আর অধিক দিন স্থায়ী হইলে, সকুরাগড় প্রজাশূন্য হইবে, তাহাতে সম্রাট-সরকারের যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ণাম হইবার সম্ভাবনা।

১০

সরকারের হিতার্থ ও সকুরাগড়ের প্রজাবর্গের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য, আমরা উক্ত তালুকের এই কয়জন প্রধান, তাহাদের প্রতিনিধি রূপে হুজুরের নিকট সুবিধার ও করুণা প্রার্থনা করিতেছি। হুজুরের অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদের আর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। ইতি শোবো সম্বতের দ্বিতীয় বৎসরের (খৃঃ ১৬৫১) দ্বাদশ মাস।

স্বাক্ষর।—

সোগোরো·········কজু গ্রামের প্রধান ও প্রজা সাধারণের প্রধান প্রতিনিধি।

রোকুরবেই·········তাকিজাবা গ্রামের প্রধান।

হাঞ্জুরো·········কাটাসুতা গ্রামের প্রধান।

জুয়েমন···········কোইজুমী গ্রামের প্রধান।

চুজো··· ··· ··· ···চীবা গ্রামের প্রধান

সাবুরবেই ··· ······তাকানো গ্রামের প্রধান।"

সোগোরোর এই দরখাস্ত জাপানের সম্রাট্-সরকারের সেরেস্তায় অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত আছে।
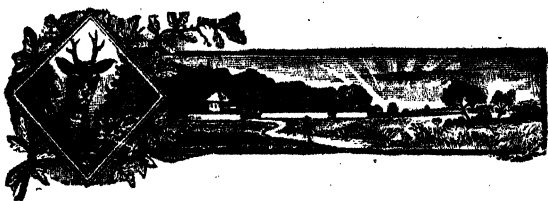
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহামহিম সোগুণ বাহাদুর সোগোরোর দরখাস্তের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার আদেশ অনুসারে শীঘ্রই মাসানবু হোট্টা দরবারে আহূত হইলেন। কিন্তু এবার তিনি বিচার কার্য্যের সহায়তার জন্য সদস্য বলিয়া আহূত হন নাই। আজ তিনি বিচারাধীন আসামীরূপে তাঁহার পূর্ব্ব সহযোগীদের সম্মুখে উপস্থিত।

মহামান্য সোগুণ বাহাদুরের আদেশ অনুসারে সোগোরোর দরখাস্ত খানি মাসানবু হোট্টার হস্তে প্রদান করা হইল।

সোগুন বাহাদুর মাসানবুকে বলিলেন, "আপনার তালুকের প্রজাগণ এই দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?"

মাসানবু রুদ্ধনিশ্বাসে দরখাস্তখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে তাঁহার বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; ভগ্নস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তো এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি।"

সোগুন বাহাদুর রুক্ষস্বরে বলিলেন, "এখন তো অবগত হইলেন; এবার প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হউন।"

মাসানবু অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; অভিমানে, লজ্জায় তিনি সংসার শূন্যময় দেখিলেন।

সোগুন বাহাদুর পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধে এই আদেশ দেওয়া হইল যে, এই দরখাস্তে যে সকল অত্যাচারের কথা লিখিত রহিয়াছে, অবিলম্বে তাহার উপযুক্ত প্রতিকার করা হয়। আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, কেবল আইন অনুসারে দরখাস্তকারীকে দণ্ড দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই হইবে না, অপরাধী আমলাগণের অপরাধ সম্বন্ধেও যেন বিশেষ তদন্ত করা হয়।

স্বার্থপর দেওয়ান ও তাহার সহযোগী আমলাগণের অত্যাচারে তালুকের মধ্যে যে ইতিমধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, হোট্টারাজ তাহা অবগত ছিলেন না। সকুরা তালুকের প্রজাগণের দুরাবস্থার কথা সদরের কোন আমলাই তাঁহার গোচর করে নাই। কিন্তু এক্ষণে কৈফিয়ৎস্বরূপ এ সকল বৃত্তান্ত উল্লেখ করা বৃথা বোধ করিয়া তিনি তদন্তের জন্য সোগুণ বাহাদুরের নিকট সময় প্রার্থনা করিলেন।

সোগুণ বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

এদিকে হোট্টারাজ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সদরের আমলাগণকে আহ্বান করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, তিনি সোগোরোর দরখাস্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সকুরার প্রজারা সদর কাছারীতে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল কি না।"

আমলারা কেহই একথা অস্বীকার করিতে পারিল না। সকলেই স্বীকার করিল যে সকুরা তালুকের কয়েকজন প্রধান সদরের দরবারেশ দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য বারবার ফটকে আসিয়াছিল; কিন্তু দেওয়ানজী পূর্ব্ব হইতে কড়া হুকুম দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সদরের দরবারে প্রজাগণকে যেন কোন প্রকারে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। সেইজন্যই তাহাদিগকে দরবারে আসিতে দেওয়া হয় নাই।"

হোট্টারাজ সক্রোধে বলিলেন, "কিন্তু তোমরা তো আমাকে এ সংবাদটী দিতে পারিতে?"

এই সময় আমলা ইকেউরা বলিলেন, "হুজুর! আমাদিগকে অনর্থক অনুযোগ করিতেছেন। আমাদের অপরাধ কি? দেওয়ান সুগিয়ামা আপনার নাম করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, নূতন কর আদায় করা হইতেছে বলিয়া প্রজারা গোলযোগ উপস্থিত করিতেছে, এ সময় যদি তাহারা সদরের দরবারে প্রতিকারপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে সেখানে তাহাদিগকে প্রশ্রয় না দিয়া যেন সকুরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সকুরার কাছারীতেই তাহারা সুবিচার প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই আমরা হুজুরকে বিরক্ত করিতে সাহসী হই নাই।"

হোট্টারাজ বলিলেন, "হাঁ এতক্ষণে আমার স্মরণ হইয়াছে ;—সুগিয়ামা এক সময় আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল যে, একদল খৃষ্টান প্রজার বিদ্রোহ দমন করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে ; সেই সূত্রে সে আমার নিকট হইতে কতকগুলি নূতন কর বসাইবার সনন্দ লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারটা অগ্রসর হইয়া আমার মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সমস্ত নষ্ট করিয়াছে, এমন কি আমার রাজত্বে পর্য্যন্ত টান পড়িয়াছে। যদি আমার আমলে তালুকটী হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে আমার কলঙ্কের আর সীমা থাকিবে না। সেই কূটবুদ্ধি বজ্জাত সোগোরোই এই সব কাণ্ড ঘটাইল।

ইকেউরা বলিলেন, "হুজুর! অধীনের বেয়াদপি মাপ করুন। সোগোরোর অপরাধ কি? সকুরার আমলারা যদি এত অত্যাচার না করিত, তাহা হইলে সোগোরো কখনই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত না।"

ইকেউরার কথায় হোট্টারাজ জ্বলিয়া উঠিলেন ; হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "চুপ কর! তোমরাও এ জন্য অপরাধী। তোমরা যদি আমাকে পূর্ব্বেই এ সমস্ত কথা জানাইতে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ কখনই এতদূরে গড়াইত না।"

হোট্টারাজের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমলারা বুঝিতে পারিলেন, সোগোরোর দরখাস্তে তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষেত্রে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, আমলারা সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হোট্টারাজ পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দেখ! তোমরা এখনি সকুরাগড়ে আমার নাম করিয়া আদেশ পাঠাইয়া দাও যে, স্বর্গীয় পিতৃদেবের মৃত্যুর পর যে সকল কর বা মাশুল বৃদ্ধি হইয়াছে, সমস্তই যেন রহিত করিয়া দেওয়া হয়। আর সোগোরোর সম্বন্ধে আদেশ রহিল যে, তাহার স্ত্রীর সহিত তাহাকে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে; তাহার পুত্র-গণের শিরশ্ছেদন হইবে এবং সমস্ত বিষয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।"

এই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ইকেউরা অত্যন্ত কাতরভাবে হোট্টারাজকে বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! এই দণ্ডাদেশ আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন; হতভাগ্য সোগোরো আইন লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই অপরাধে তাহার প্রতি যেন নিষ্ঠুর শূলদণ্ডের ব্যবস্থা হইল! —কিন্তু সোগোরোর স্ত্রী ও পুত্রগণের অপরাধ কি? তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে কেন? সোগোরোর অপরাধের জন্য তাহারা তো দায়ী নয়,—হয় তো তাহারা এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানে না।—দোহাই হুজুর, হতভাগ্য সোগোরোর স্ত্রী পুত্রদের রেহাই দিন।"

কেবলমাত্র ইকেউরা নয়, আমলাদের মধ্যে অনেকেই সকাতরে হোট্টারাজের নিকট সোগোরোর স্ত্রী ও পুত্রগণের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাতর প্রার্থনা নিষ্ফল হইল; কোপনস্বভাব হোট্টারাজের মুখ হইতে যে নিষ্ঠুর আদেশ বাহির হইয়াছিল, আর তাহার পরিবর্ত্তন হইল না।

রাজ আজ্ঞানুসারে সোগোরো সপরিবারে সদরকাছারীতে বন্দীভাবে

আনীত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহাকে হোট্টারাজের রায় শুনাইয়া দেওয়া হইল।

হোট্টারাজের রায়।

১

সোগোরো সকুরাতালুকের প্রজাগণকে রাজসরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে এবং তাহাদের বুদ্ধিদাতা ও দলপতিরূপে তালুকের মালিকের নিকট অন্যায় ও অবৈধ আবেদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় সে অসীম স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক স্বয়ং * এর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছে। এই সমস্ত ভীষণ অপরাধের নিমিত্ত উহাকে কাষ্ঠে বাঁধিয়া শূলদ্বারা উহার প্রাণনাশ করা হয়।

২

সোগোরোর স্ত্রী চুতা, তাহার স্বামীকে আইনলঙ্ঘন ও রাজদ্রোহিতায় প্রবৃত্ত জানিয়াও তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং তাহার অপরাধও সোগোরোর অনুরূপ। তাহাকেও শূলদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৩

সোগোরোর পুত্রচতুষ্টয় পিতামাতার সহিত সমান দণ্ডে দণ্ডনীয় হইলেও, তাহাদের বয়সের অল্পতা হেতু তাহাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইল। তাহাদের শিরশ্ছেদন করা হয়।

এই রায় পড়িয়া শুনান হইলে, সোগোরোকে সপরিবারে সকুরাগড়ের কারাগারে প্রেরণ করা হইল। আদেশ হইল, দণ্ডবিধানের নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সেই স্থানেই রাখা হইবে।

---

* জাপানের সরকারী কাগজপত্রে সোগুন বাহাদুরকে সম্মানার্থে এই ভাবে উল্লেখ করা হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হোট্টারাজের এই নিষ্ঠুর দণ্ডাদেশের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িলে, সকুরা-গড়ের প্রজাগণ শোকে অধীর হইয়া পড়িল। সমস্ত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া বুচোজিদেবের মন্দিরে সমবেত হইল; সেই স্থানে তাহারা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল।

অধিকাংশ প্রজাই রাজার এই প্রকার অবিচারে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সকুরাগড়ের কাছারীবাড়ী ধ্বংস করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সোগোরোর পূর্ব্ব সঙ্গীগণ অতি-কষ্টে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সোগোরোর প্রাণ ভিক্ষার জন্য হোট্টারাজের নিকট গমন করিবেন। উত্তেজিত প্রজাগণ এই প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে সকুরাগড়ের প্রধানগণ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সোগোরো ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণের প্রাণভিক্ষার জন্য হোট্টারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু হোট্টারাজ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। প্রধানগণ বুঝিলেন, হোট্টারাজের ক্রোধ এখনও বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। অবশেষে তাঁহারা সদরের আমলাগণের সাহায্যে বহুকষ্টে কারাগারের মধ্যে সোগোরোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া সকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সকুরাগড়ের কারাগারে সোগোরোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রধানগণ

বলিলেন,—"সোগোরো, ভাই! রাজা তোমার প্রতি যেরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া অবধি প্রজারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্রোধে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া তাহারা সকুরার কাছারীবাটী ধ্বংশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়; আমরা বহুকষ্টে তাহাদিগকে বুঝাইয়া তোমার প্রাণ-ভিক্ষার জন্য রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু রাজা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করা দূরের কথা, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিল না। তোমার প্রতি এই পৈশাচিক দণ্ড প্রদান করিয়াও তাহার ক্রোধের উপশম হয় নাই। এখন যদি অসন্তুষ্ট প্রজাগণকে রাজার এই আচরণের কথা জানাই, তাহা হইলে এবার তাহারা আর আমাদের উপরোধ রক্ষা করিবে না, রাজ্যে তাহা বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিবে।"

সোগোরো বলিলেন, "ভাই সব! তোমরা আমার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী হইয়া রহিলাম। আমি যে শূলদণ্ডে দণ্ডিত হইব, তাহাতে কোন সন্দেহই ছিল না। আর আমার অপরাধে আমার স্ত্রীও যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে তাহাও আমি জানিতাম। কিন্তু ওরা যে পশুরও অধম ব্যবহার করিবে, আমার আইন-লঙ্ঘনের অপরাধে আমার শিশুপুত্রগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবে, আমি তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

একজন প্রধান বলিলেন, "সেই জন্যই তো বলিতেছি, প্রজারা মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, রাজার এই পৈশাচিক আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে।"

সোগোরো বলিলেন "দেখ ভাই সব! তোমাদের নিকট আমার এই শেষ অনুরোধ,—তোমরা প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তেজিত প্রজাগণকে সংযত করিয়ো। এখন যদি তাহারা উত্তেজিত হইয়া কোন বিভ্রাট উপস্থিত করে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষেরই সুবিধা হইবে। আমি নিজের প্রাণ, আর আমার প্রাণের চেয়ে যাহারা প্রিয় ছিল, তাহাদের মাতৃ-ভূমির চরণে উৎসর্গ করিয়া যে সুবিধা সংগ্রহ করিয়াছি, এখন তোমরা

সকলে মিলিয়া তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। মহামান্য সোগুণ বাহাদুর যখন এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তখন তোমাদিগকে আর অধিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না, নিশ্চয় জানিয়ো এবার সকুরাগড়ের সুদিন উপস্থিত। আমার জন্য অথবা আমার স্ত্রী পুত্র-পরিবারবর্গের জন্য তোমরা অনুমাত্র বিচলিত হইয়ো না। ভগবান আমাদের সম্বন্ধে সুবিচার করিবেন। তাঁহার উপর আমাদের ভার দিয়া তোমরা নিশ্চিন্তায় থাকিয়ো।”

প্রধানগণ আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহারা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় কারারক্ষক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে প্রধানগণকে আর সেস্থানে অবস্থান করিতে দিল না। তখন প্রধানগণ অশ্রুপূর্ণলোচনে সোগোরোর নিকট চিরজীবনের মত বিদায় লইয়া কারাকক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

*   *   *   *   *

এদিকে কোজুগ্রামের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরের এক অংশে বধ্যভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বধ্যভূমির চতুর্দ্দিক বংশ-বৃতির দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছিল। সকুরাগড়ের আমলাগণ পূর্ব্ব হইতেই বধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া হতভাগ্য সোগোরো ও তাহার পরিবারবর্গের অন্তিমকার্য্যের আয়োজন করিতেছিলেন।

বৃতির বাহিরে সহস্র সহস্র দর্শকের সমাগম। চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য। সোগোরোকে একবার জন্মের মত শেষবার দেখিয়া লইবার জন্য সকুরাগড়ের আবালবৃদ্ধবনিতা উন্মাদের মত সেই ভীষণ বধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই নীরব নিশ্চল। আত্মহারা হইয়া সকলেই সোগোরোর আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে।”

সহসা সেই বিরাট জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, একটা অস্পষ্ট কোলাহল উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত হইয়া সোগোরো

সপরিবার বধ্যভূমির নির্দ্দিষ্ট অংশে আনীত হইলেন। আমলাগণের আদেশে বরকন্দাজগণ তৎক্ষণাৎ সোগোরো, চূতা ও তাঁহার পুত্রগণকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল। সোগোরো ও চুতা দুইটী প্রকাণ্ড প্রোথিত কাষ্ঠে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলেন। দর্শকগণ সেই করুণ-দৃশ্যে আর স্থির থাকিতে পারিল না, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, অনেকে ভগবানের দোহাই দিল।

সোগোরো ও চুতা এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। কিন্তু যখন বরকন্দাজেরা তাঁহাদের শিশুপুত্রগণকে কঠোররূপে বন্ধন করিল, বালকেরা যখন সেই কঠোর বন্ধনে বিচলিত না হইয়া ম্লানবদনে বিপন্ন পিতামাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তখন স্নেহময়ী জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ক্ষোভে দুঃখে, শোকে মাতৃহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, শোকাবেগে চূতা কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া, বলিলেন,—"দোহাই দেওয়ানজী মহাশয়! অগ্রে আমার প্রাণদণ্ড করুন, বাছাদের কষ্ট আর দেখিতে পারিতেছি না।"

কিন্তু চূতার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। দেওয়ান স্থগিয়ামা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে বিধান এই যে গুরু অপরাধীগণের শেষে প্রাণদণ্ড হইবে; কারণ, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ কষ্ট দিবার প্রয়োজন। এই নিয়ম লঙ্ঘন হইবার উপায় নাই।"

অতঃপর একজন ঘাতক তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে বয়ঃক্রম অনুসারে যথাক্রমে সোগোরোর চারিপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। তাহার হস্তের ক্ষিপ্রতার জন্য এই শোকাবহ দৃশ্য কাহাকেও অধিকক্ষণ দেখিতে হইল না।"

কিন্তু এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই শোকাতুরা জননী উন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখশ্রী বিকৃত, দৃষ্টি ভয়াবহ ও কণ্ঠস্বর বিকট হইয়া উঠিল। চূতার তৎকালীন মূর্ত্তি দেখিয়া সেই বিরাট বিপুল জনসঙ্ঘ নিস্তব্ধ ও রোমাঞ্চিত হইল।

তখন চূতা সেই বিস্মিত জনসঙ্ঘকে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়ান স্থগিয়ামা ও তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ওরে নির্ম্মম নিষ্ঠুর নরাধমেরা! ওরে হত্যাকারী পাষণ্ডের দল! তোদের আর নিস্তার নাই! তোরা যখন আমাদের সমক্ষে প্রাণোপম পুত্রদের হত্যা করিলি—আমাদিগকে সেই হত্যাকাণ্ড দেখাইলি, তখন তোদের আর নিস্তার নাই। অবিলম্বে তোদের এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথার্থই যদি আমি বাছাদের জননী হই, যদি সতী হই, যদি ভগবানের প্রতি আমার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমার এই অভিসম্পাত জন্ম জন্ম তোদের দগ্ধ করিবে; যাহারা এই পৈশাচিক কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছে, তাহাদের কেহই নিষ্কৃতি পাইবে না;—রাজা হউক—মন্ত্রী হউক—আমলা হউক—কেহই এই পুত্রশোকাতুরা জননীর অভিসম্পাত হইতে রক্ষা পাইবে না।"

সোগোরো এতক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্তমূর্ত্তিতে অচল অটল হৃদয়ে নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু চূতার এই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, চূতার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনিও বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ চূতা, যথার্থ কথাই বলিয়াছ। আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে সে তো জানাই ছিল, আমরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়াই এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, এ বিষয়ে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই; কিন্তু হতভাগ্য পুত্রদের অপরাধ কি? অবিচারের মত মহাপাপ আর সংসারে নাই। ভগবান্ দুর্ম্মতি রাজার এই পৈশাচিক অত্যাচার-অবিচারের প্রতিফল প্রদান করিবেন। আমার এই শেষ নিশ্বাসে আমি বলিতেছি—হোট্টারাজের আর মঙ্গল নাই। হোট্টারাজের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের অবসান হইবে; হোট্টারাজের এই অপরাধে এই পাপ-পরিবারের সুখশান্তি সমস্তই অন্তর্গত হইবে। আমার এই অভিসম্পাত শেষ দিন পর্য্যন্ত হোট্টারাজকে দগ্ধ করিবে।"

সোগোরোর এই জলদ-গম্ভীর স্বরে সমবেত জনসঙ্ঘ—এমন কি দেওয়ান

সুগিয়ামা ও তাহার পারিষদবর্গ পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল; তাহাদের মনে হইল, যেন প্রত্যক্ষ দৈববানী ধ্বনিত হইতেছে। দেওয়ান সুগিয়ামার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

পরক্ষণে শূলধারী ঘাতকগণ একযোগে সেই উন্মত্ত-দম্পতির উপর প্রবলবেগে শূল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন ভীষণ নরকের সুদৃঢ় দ্বার যেন সহসা উদ্ঘাটিত হইল। ভীষণমূর্ত্তি ঘাতকগণ শূল-হস্তে পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদের নিক্ষিপ্ত শূলে বিদ্ধ হইয়া সোগোরো ও চুতা জবাকুসুম-শোভিত দেবদম্পতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন! সোগোরো মৃত্যু পর্য্যন্ত অসাধারণ সহিষ্ণুতা-সহকারে নীরবে এই ভীষণ আঘাত সহ্য করিলেন! আর চুতা?—সম্মুখে প্রাণাধিক পুত্রগণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড দেখিয়া উন্মাদিনী হইয়াছিলেন; তিনি প্রমত্তা উগ্রচণ্ডার ন্যায় সেই ভীষণ শূলের আঘাত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পুত্র-কলত্র-অমাত্য সমেত হোট্টারাজকে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

বৃতির বহির্ভাগস্থ নীরব-জনতা ঘাতকগণের এই পৈশাচিক কাণ্ড দেখিয়া বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদ ও অভিসম্পাতে সেই বিরাট প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! কিন্তু তাহাদের আর্ত্তনাদ ও অভিসম্পাত মূর্ত্তিমতী হইয়া মৃত্যুর কবল হইতে হতভাগ্য দম্পতিকে উদ্ধার করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহা-দের প্রাণ-বিহঙ্গ সেই জীর্ণ বিদীর্ণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল!

এই সময় মোহন্ত কোজেন সেই অবিচ্ছেদ-জনতা ভেদ করিয়া বৃতির পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোগোরো ও তাঁহার পরিবারবর্গের সেই শোচনীয় অন্তিম-দৃশ্যে বৃদ্ধ উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তখন তিনি বৃতির পার্শ্ব হইতে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "যাও সোগোরো। সাধনোচিত

ধামে তথায় পুণ্যের ফলভোগ কর। যেখানে সুখ আছে, দুখ নাই; শান্তি আছে, অশান্তি নাই; মিলন আছে, বিরহ নাই; আলোক আছে, অন্ধকার নাই; প্রীতি আছে, কলহ নাই; অমৃত আছে, মরণ নাই;—যে স্থানে হিংসা,দ্বেষ, প্রতিহিংসার দীর্ঘশ্বাস নাই যে স্থানে মনুষ্য মনুষ্যশোণিতপাত করিতে অগ্রসর হয় না,—সেই স্থানে গমন করিয়া তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক। স্বদেশভক্ত বীর! মাতৃপূজার উপাসক! জীর্ণবাসের মত ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, নিষ্ঠুর রাজবিধানের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আজ তুমি সপরিবারে আনন্দপূর্ণ অক্ষয়ধামের পথিক হইয়াছ। এখন আর তোমার জন্য দুঃখ করিব না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সকুরার প্রত্যেক যুবা যেন তোমার এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে।”

মোহন্ত কোজেন পরক্ষণেই সেই বিরাট জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

সোগোরোর বন্ধুগণ এতক্ষণ কায়ক্লেশে সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন; তাঁহারা এক্ষণে সোগোরো ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণের ছিন্ন ভিন্ন কলেবরগুলি সৎকারের জন্য গ্রহণ করিলেন।

এই পুণ্যভূমির এক অংশে সপরিবার সোগোরোকে সমাধিস্থ করা হইল। ইতিপূর্ব্বে যে স্থানে পৈশাচিক অনুষ্ঠানে নারকীয় কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তথায় স্নিগ্ধ-গম্ভীর বৌদ্ধ-মন্ত্রধ্বনি উত্থিত হইলে পূর্ব্বের ভীষণত্ব কোথায় বিলীন হইয়া গেল! ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের অবসানে আবার তথায় বসন্তের সমীরণ প্রবাহিত হইল!
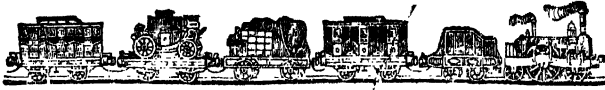
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সোগোরোর পরলোকগমনের পর যত দিন গত হইতে লাগিল, হোট্টারাজের অন্তর্দাহ ও আত্মগ্লানি ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সোগোরো প্রতি হোট্টারাজের পৈশাচিক আচরণ ও মহামান্য সোগুণ বাহাদুরের মন্ত্রিসভা হইতে তাঁহার বরখাস্তের কাহিনী শীঘ্রই জাপানের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। হোট্টারাজের সমকক্ষ রাজগণ তাঁহার সহিত সামাজিক সম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন।

বাহিরের এই দুরবস্থার সময় হোট্টারাজের সংসারের মধ্যে অকস্মাৎ এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল হোট্টারাজের আসন্ন-প্রসবা মহিষী সহসা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সপরিবার সোগোরো হত্যা-কাহিনী শুনিয়া অবধি সাধ্বী মহিষী শোকে ক্ষোভে একান্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে পীড়ার আতিশয্যে বিকারের অবস্থায় তিনি দিবারাত্রি সোগোরো ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রসম্বন্ধে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। সাধ্বা পত্নীর এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় হোট্টারাজ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর হোট্টারাজ একটী নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা উৰ্দ্ধশ্বাসে

আসিয়া সংবাদ দিল যে, "রাণীর অবস্থা বড়ই খারাপ,—তাঁহার অন্তিম-কাল উপস্থিত।"

হোট্টারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে রাণীর কক্ষের দিকে ছুটিলেন।

প্রাসাদের একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে পালঙ্কের উপর হোট্টারাজ-মহিষী অন্তিম শয্যায় শায়িতা। মহিষীর শিরোভাগে পালঙ্কের পার্শ্বে রাজবৈদ্য দণ্ডায়মান, তিনি ম্লানমুখে সজল-নেত্রে রাণীর অন্তিমদশা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রাণীর পার্শ্বে তাঁহার প্রিয়-সহচরী উপবিষ্টা, তিনি প্রাণপণে মহিষীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

হোট্টারাজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মহিষীর অন্তিম-সময় উপস্থিত। হোট্টারাজ কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র রাণীর প্রলাপ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি সোগোরো ও চূতার নাম করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, উদ্দেশে কাতরকণ্ঠে তাঁহাদের নিকট স্বামীর জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রেয়সীর এই শোচনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া হোট্টারাজের মতিভ্রম হইল, তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন, মহিষীর ন্যায় তিনি কক্ষের চতুর্দ্দিকে চূতা ও সোগোরোর প্রেত-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

যে স্ত্রীলোকটী রাণীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছিল, হোট্টারাজের দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পতিত হইল; তাঁহার মনে হইল, বুঝি চূতার প্রেতাত্মা এই রমণীর মূর্ত্তি ধরিয়া রাণীকে দগ্ধ করিতেছে। মতিভ্রান্ত উন্মত্ত হোট্টারাজ অস্থির হইয়া উঠিলেন, তৎ-ক্ষণাৎ তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া সেই রমণীর স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন; তীক্ষ্ণধার তরবারীর আঘাতে অভাগিনীর মস্তক তৎক্ষণাৎ দেহচ্যুত হইয়া কক্ষতলে নিক্ষিপ্ত হইল। পালঙ্কের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ রাজবৈদ্য রাজার এই পৈশাচিক-কাণ্ড

দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, এই ব্যাপারে তিনি ভয়বিস্ফারিত-নেত্রে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই দৃষ্টিতে হোট্টারাজের উন্মত্ততা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি ভাবিলেন, সোগো-রোর প্রেতাত্মা বৈদ্যের মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে! তিনি সেই মুহূর্ত্তে সিংহ-বিক্রমে বৃদ্ধ বৈদ্যকে আক্রমণ করিলেন। হতভাগ্য বৈদ্য পরক্ষণে উন্মত্ত রাজার করাল-কৃপাণের আঘাতে ছিন্নশির হইয়া ভূপতিত হইল।

"এতক্ষণে নিষ্কণ্টক হইলাম।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া হোট্টারাজ রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময় রাজমহিষী বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন; প্রাসাদ-কক্ষে সেই অট্টহাস্য প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণে রাণীর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

এই ঘটনায় রাজ-প্রাসাদে মহা হুলস্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইল। হোট্টারাজের দাস দাসী ও পরিজনগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। নিহত রাজবৈদ্যের আত্মীয়-স্বজন রাজ-প্রাসাদে আসিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন প্রকাশ পাইল, নিহত স্ত্রীলোকটা রাণীর প্রধানা সহচরী, দেওয়ান সুগিয়ামার কন্যা!

এই দুর্ঘটনার অল্পক্ষণের পরেই হোট্টারাজের সংজ্ঞা হইল; তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কি ভীষণ কার্য্য করিয়াছেন! শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে হোট্টারাজ বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর প্রচুর অর্থব্যয়ে রাজবৈদ্যের আত্মীয়-স্বজনকে কোন ক্রমে ঠাণ্ডা করা হইল। এই বিভ্রাটের পর হোট্টারাজের প্রাসাদে এক ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। গভীর রাত্রে প্রাসাদের প্রতি কক্ষে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক অট্টহাস্য, দীর্ঘশ্বাসের হা-হুতাশ প্রভৃতি উত্থিত হইতে লাগিল, শত চেষ্টায়ও সে সকলের নিরাকরণ

হইল না। ক্রমে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, দাস দাসীগণ প্রাসাদ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। হোট্টারাজও আর প্রাসাদে থাকিতে পারিলেন না। একদিন তিনি সাধারণের অলক্ষিতে অশ্বারোহণে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সকুরা-তালুকে যাত্রা করিলেন।
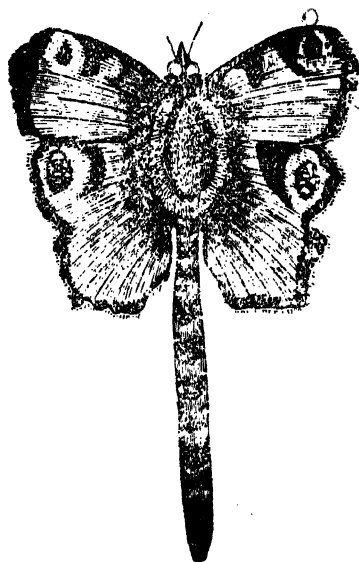
উপসংহার।

হোট্টারাজের সুখের দিন অ[illegible]ান হইয়াছিল। গোপনে সকুরা-গড়ে পলায়ন করিয়াও তিনি [illegible]বাতার অভিশাপ ও সোগুণ বাহাদুরের কোপানল হইতে নিষ্ক[illegible] পাইলেন না।

রাজধানী হইতে হোট্টারাজের পলায়নের পর সোগুণ বাহাদুর ঘোষণা করিলেন যে, "সকুরা তালুকের বর্ত্তমান মালিকের মতিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত তালুক সম্রাট-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হউক।"

হোট্টারাজের আশা ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইল। সকুরাগড়ের প্রাসাদেও তাঁহাকে আর অবস্থান করিতে হইল না। সোগুণ বাহাদুরের এই ঘোষণা শুনিয়া একদিন রাত্রে তিনি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহই আর তাঁহার সন্ধান পাইল না।

সোগোরো ও চূতার মৃত্যুকালীন অভিসম্পাত ব্যর্থ হইল না। সকলকেই কিছু না কিছু ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।

হোট্টারাজের বিচারে দেওয়ান সুগিয়ামা ও অন্যান্য আমলারা সর্ব্বস্বান্ত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। শেষজীবনে তাহাদের সকলকেই ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমলাগণের প্রজাপীড়ন ও তাহার প্রতিবিধানের জন্য সোগোরোর আত্মোৎসর্গ কাহিনী দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল; সুতরাং নির্ব্বাসিত আমলারা কোথাও

আশ্রয় পাইল না। কালক্রমে অনাহার ও তজ্জনিত উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বিস্তর ক্লেশভোগের পর আমলারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

সোগোরো ও তাঁহার পরিবারের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মোহন্ত ক্যোজেন উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর তিনি সেই ভয়াবহ বধ্যভূমি হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া নিকটস্থ ইম্বা বিলের গভীর জলে ঝাঁপ দিয়া মানসিক জ্বালাযন্ত্রণা এ জন্মের মতন শীতল করিয়াছিলেন।

সোগোরোর মৃত্যুর পর তাঁহার সঙ্গীগণ সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যে নিরত থাকিয়া সোগোরোর পারলৌকিক মঙ্গলার্থে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সকুরা-তালুকের প্রজাগণ জীবনে সোগোরোর শোক বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সোগোরো ও তাঁহার পরিবার বর্গের সমাধিস্থলে তাঁহারা একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া সোগেরোর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিল। প্রবাদ আছে যে, এই মন্দিরে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৈবের সহায়তা প্রার্থনা কখনই নিষ্ফল হয় না।

সোগুণ বাহাদুর সকুরাগড় দীর্ঘকাল সম্রাট-সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া রাখেন নাই। য়ামাগাটা তালুকের মালিক কাউণ্ট উপাধিধারী একজন নরপতির হস্তে তিনি সকুরাগড়ের শাসনভার অর্পণ করেন। এই রাজবংশ, ভূতপূর্ব্ব হোট্টারাজবংশেরই একটী শাখা। ইহাঁরা এক্ষণে সকুরাগড়ে রাজত্ব করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সোগোরো সংক্রান্ত কলঙ্ক ইহাঁদিগকে স্পর্শ করে নাই।

সম্পূর্ণ।